চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 281 Sunday, 10 September, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৮১ সংখ্যা ✱ ২৩ ভাদ্র, ১৪৩০, রবিবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

নিউ টাউনের বনমালীপুর এলাকায় ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। শুক্রবার রাতের অন্ধকারে তৃণমূল বুথ সভাপতির গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৩

শনিবার স্কুলের মধ্যেই দুই শিক্ষকের বচসা। সূত্রের খবর, এতে ভন্ডুল হয়ে যায় ক্লাস। উত্তেজিত দুই সহকর্মীর রুদ্রমূর্তি দেখে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় স্কুলে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

পাঞ্জাব পুলিশ ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ১৫ কেজি হেরোইন উদ্ধার করেছে। একজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পাঞ্জাব পুলিশ। ...বিস্তারিত পাতা ৬

সুপার ফোর পর্বে ভারত-পাক ম্যাচের দিকে তাকিয়ে দুই দেশের ক্রিকেট প্রেমীরা। মেগা ম্যাচের আগে ভারতে ফেরত পাঠানো হল সঞ্জু স্যামসনকে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

জাতীয় শিক্ষানীতিতে আংশিক 'না', বলবৎ বাংলার নতুন শিক্ষানীতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পূর্ণ মানল না বাংলা। নিজেদের শিক্ষানীতিতেই অনড় রাজ্য সরকার। ১৬৩ পাতার রাজ্য শিক্ষানীতি বলবৎ হবে এ রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে। গ্যাজেট নোটিফিকেশন করে আজ থেকেই রাজ্য শিক্ষানীতি বলবৎ শুরু করে দিয়েছে শিক্ষা দফতর। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আগেই জানিয়েছিলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি থেকে 'বেস্ট প্র্যাকটিসেস' বেছে নিয়ে তৈরি হয়েছে এই রাজ্য শিক্ষানীতি। কী কী বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে রাজ্যের শিক্ষানীতিতে? এক বছরের প্রি-প্রাইমারি ক্লাস এবং চার বছরের প্রাথমিকের ক্লাসের কথা বলা হয়েছে। এরপর পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি এবং নবম-দশম শ্রেণি শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা। তারপর একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শেষে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে সেমেস্টার পদ্ধতি এবং এমসিকিউ ধাঁচে। প্রত্যেক পড়ুয়ার

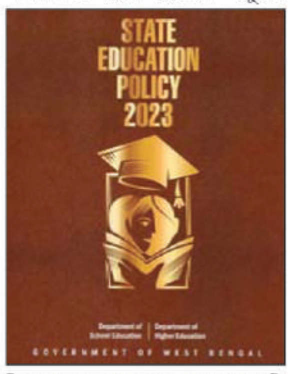

তিন বছর বয়স থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অ্যাকাডেমিক রেকর্ড জমা থাকবে ক্লাউডে। একেবারে শুরুর পড়াশোনার জন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একাধিক দফতর মিলিয়ে তৈরি হবে একটি সমন্বয় কমিটি। এর পাশাপাশি প্রত্যেক স্কুলে এবার থেকে 'গ্র্যাজেয়েশন সেরিমনি'-ও আয়োজন করা হবে। পড়ুয়া ও শিক্ষকের অনুপাতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার দিকেও নজর দেওয়া হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষকদের গ্রামে বদলি করা হবে। পড়ুয়াদের জন্য নিয়মিত কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে রাজ্যের শিক্ষানীতিতে। উচ্চমাধ্যমিক শেষে স্কুলের গন্ডি পেরনোর পরই শুরু কলেজ জীবন। সেক্ষেত্রে পড়ুয়াদের সুবিধার্থে স্কুলগুলির সঙ্গে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমন্বয় তৈরির কথাও বলা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীদের কাছ থেকে অনুদানের নীতি নির্ধারণ করার দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে রাজ্যের শিক্ষানীতিতে। একই ক্যাম্পাসে যাতে নার্সিং ও প্যারামেডিক্যাল কোর্স করানো যায় এবং এর পাশাপাশি আইনের পাঠের জন্য বিশেষ কোর্স চালু করার কথাও বলা হয়েছে সেখানে। এছাড়া ভিন রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে রাজ্যে আসে, সেদিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি নীতি নির্ধারণের কথাও বলা হয়েছে রাজ্যের শিক্ষানীতিতে। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষাকে। প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সব মাধ্যমের পড়ুয়াদের জন্য বাংলা বিষয় পড়ার সুযোগের কথাও বলা হয়েছে। এদিকে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্কুলগুলিতে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার স্কুলগুলিতে পড়ুয়া-শিক্ষক অনুপাত নিয়ে বিগত দিনগুলিতে বার বার প্রশ্ন উঠেছে। এবার রাজ্যের শিক্ষানীতিতেও উঠে এল পড়ুয়া-শিক্ষক অনুপাতের কথা। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের যেমন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রামাঞ্চলে কাজ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রেও এবার তেমন ব্যবস্থা আনার সুপারিশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের শিক্ষানীতিতে। সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা যাতে বাধ্যতামূলকভাবে পাঁচ বছর কিংবা প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য গ্রামাঞ্চলের স্কুলে শিক্ষকতা করেন, তা নিশ্চিত করতে একটি বদলি নীতির কথা বলা হয়েছে রাজ্যের শিক্ষানীতিতে।

জড়িয়ে ধরে সুনককে স্বাগত

মোদিজি অত্যন্ত সহৃদয় ও আন্তরিক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে এসেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। শনিবার সকালেই তিনি জি-২০-র সভাস্থল, প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপমে আসেন। তাঁকে আলিঙ্গন করে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হাসিমুখে দুই রাষ্ট্রনেতা একে অপরকে সম্ভাষণ করেন। এরপরে বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের মধ্যে আলোচনাও হয়। জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিয়ে ঋষি সুনক বলেন, জি-২০ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার জন্য সঠিক সময়ে সঠিক দেশ হল ভারত। এ দিন জি-২০ সভাস্থলে পৌঁছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক বলেন, ''আশা করছি আগামী কয়েকদিন আমাদের মধ্যে আলোচনা হবে এবং চুক্তি স্বাক্ষর হবে। মোদিজি ও আমি-উভয়ই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে আগ্রহী। বাণিজ্য চুক্তি যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ বিষয়। দুই দেশের সম্মতির

যেমন প্রয়োজন, তেমনই মিলিতভাবে কাজ করতে হয়। আমরা অনেক উন্নতি করেছি, সামনে আরও দীর্ঘ ও কঠিন পথ রয়েছে, সেই লক্ষ্য পূরণ করতে হবে।'' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আতিথেয়তার প্রশংসা করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সুনক বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী মোদি অত্যন্ত সদয় ও আন্তরিক। দুই দেশের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। আমরা দুজনই মনে করি যে মিলিতভাবে কাজ করলে উন্নতি সম্ভব। জি-২০ সম্মেলন যাতে সফল হয়, তার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সমর্থন করতে প্রস্তুত।''

আবারও 'ইন্ডিয়া'র পরিবর্তে লেখা 'ভারত'

জি-২০-তে প্রধানমন্ত্রীর সামনে লেখা দেশের নাম ঘিরে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ রাষ্ট্রপতির দেওয়া আমন্ত্রণপত্রে কেন 'ইন্ডিয়া' বদলে 'ভারত' লেখা হল, তা নিয়েই জল্পনার সূত্রপাত। এবার জি ২০ শীর্ষ সম্মেলনের শুরুতেই আরও একধাপ এগোল ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন রাষ্ট্রনেতাদের সামনে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করছেন, তখন সবার নজর কাড়ল তাঁর সামনে থাকা নেম প্লেট। খয়েরি রঙের ওপর সাদা অক্ষরে লেখা 'ভারত'। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে ইন্ডিয়া বলেই উল্লেখ করা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। সেখানে জি-২০ সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিদের সামনে 'ভারত' নামটিকেই কেন অগ্রাধিকার দেওয়া হল? প্রশ্ন উঠছে, নাম বদলের সম্ভাবনা কি তবে জোরাল হচ্ছে? জি-২০ সম্মেলনের নৈশভোজের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাষ্ট্রপতিকে যে আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হয়েছিল, তাতে 'প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া'র বদলে লেখা হয় 'প্রেসিডেন্ট অব ভারত'। সেই আমন্ত্রণপত্র ঘিরে তৈরি হয় বিতর্কও। এমনটাও মনে করা হচ্ছে যে লোকসভার বিশেষ অধিবেশন আদতে এই নাম পরিবর্তনের জন্য ডাকা হয়েছে। জি ২০ সম্মেলনের বুকলেটেও ভারত নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। লেখা হয়েছে ভারত, দ্য মাদার অব ডেমোক্রেসি। সেখানে আরও লেখা হয়েছে, ভারত-ই দেশের স্বীকৃত নাম। দেশের সংবিধানেও এর উল্লেখ আছে। এদিনের বক্তব্যেও প্রধানমন্ত্রী বারবার 'ভারত' বলেছেন, একবারও 'ইন্ডিয়া' বলেননি। এই ইস্যুতে আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধীরাও। ইন্ডিয়া জোটের

শরিকরা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতের ইতিহাস তছনছ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, বিজেপির পাল্টা দাবি, বিরোধী জোটের শরিকরা সংবিধান বিরোধী কথা বলছেন। বিজেপি নেতাদের দাবি, যত দ্রুত সম্ভব নাম পরিবর্তন করা উচিত। কারণ ভারত নামটা গর্বের। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়ে দিয়েছে, ভারত সঠিকভাবে নাম পরিবর্তনের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেই নামে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

এদিন জি ২০ মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর মুখে 'সবকা সাথ-সবকা বিকাশ-সবকা বিশ্বাস-সবকা প্রয়াস'-এর কথা শোনা গেল। জি-২০ সভাপতিত্বকারী দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদি শনিবার উদ্বোধনী ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন, ''এ দেশে আমরা সবকা সাথ-সবকা বিকাশ-সবকা বিশ্বাস-সবকা প্রয়াস''-এ মন্ত্র মেনে চলি। আজ গোটা বিশ্বে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে এই মন্ত্রই সমাধান দিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতকে 'বিশ্বগুরু' করার ডাক দিয়েছেন। জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। অন্যদিকে, তাঁর দল বিজেপি মোদিকেই বিশ্বগুরু বলে প্রচার শুরু করেছে। শনিবার বিশ্বের ৩০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সামনে প্রধানমন্ত্রী দেশে তাঁর সরকারের বার্তাকেই বাকিদের দিশা করার পরামর্শ দিলেন কার্যত। জি-২০ ভুক্ত ২০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা ছাড়াও আরও ১০টি দেশ অতিথি হিসাবে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল অবিশ্বাস। যুদ্ধ এই অবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।'' সরাসরি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রসঙ্গ না টেনেও প্রধানমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন, এই যুদ্ধ শুধুমাত্র দুটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই এর দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। তিনি বলেন, ''আমরা একত্রে বাঁচার কথা বলি। এই ভাবনাই বিশ্বকে আগামী দিনের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।'' জি-২০ সম্মেলন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তিনিও সম্মিলীতভাবে বাঁচার কথাই উল্লেখ করেছেন নিজের বক্তব্যে। প্রসঙ্গত, দিল্লির সম্মেলন থেকেই জি-২০'র সদস্য করা হল আফ্রিকান ইউনিয়নকে। এই ব্যাপারে সবচেয়ে আগ্রহী ছিল আয়োজক দেশ ভারতই। প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে আফ্রিকান ইউনিয়নের নাম ঘোষণা করা মাত্র হাততালি দিয়ে স্বাগত জানান বাকি রাষ্ট্রপ্রধানেরা।

আজ রাজ্যে আসছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। এটাই এখন সব রাজনৈতিক দলের পাখির চোখ। সেটা মাথায় রেখেই সবাই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। দেশের তামাম বিরোধীরা ইন্ডিয়া জোট করেছেন। বিজেপি পাল্টা ভারত নাম নিয়ে এগিয়ে আসছে। এই আবহে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে জাতীয় রাজনীতির অলিন্দে। সেটা হল- লোকসভা নির্বাচন কি এগিয়ে আনবে বিজেপি? তবে আগেই এমন কথা শোনা গিয়েছিল রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। এবার লোকসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রবিবার বাংলায় আসছেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল। আর জাতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, আগামীকাল রবিবার রাজ্যে আসছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দু'জন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার। নীতেশ ভ্যাস এবং ধর্মেন্দ্র শর্মা। তাঁদের এই হঠাৎ আগমনেই নানা গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, লোকসভা নির্বাচনে এগিয়ে আসা নিয়ে নানা কথা চাউর হচ্ছে। তবে ভোটার তালিকায় নাম সংযুক্তিকরণ এবং পরিমার্জন-সহ প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসছেন ওই দুই সদস্য বলে সূত্রের খবর। তার পর সোমবার দিন বৈঠকে বসবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে। এই বৈঠকের পর আর একটি বৈঠক হবে। সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্যের সব জেলার জেলাশাসককে। কারণ এখনও পর্যন্ত ধরা হচ্ছে ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রকে। তবে নতুন আইন নিয়ে এসে কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াবে কিনা সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। তবে গত জুলাই মাসে রাজ্যের সব জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। আর দুর্গাপুজোর আগে নির্বাচন কমিশনের টিম আসার ঘটনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ইভিএম পরীক্ষার কাজ শুরু করেছে কমিশন। চলবে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত। একই সঙ্গে পরীক্ষা চলছে ভিভিপ্যাটের। এত তাড়াতাড়ি এই প্রক্রিয়া শুরু করার জেরে লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসার বিষয়ে তুঙ্গে উঠেছে চর্চা। যদিও জাতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এই রাজ্যে প্রতিনিধিদের সফর একেবারেই রুটিনমাফিক প্রক্রিয়া। তার সঙ্গে লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসার কোনও সম্পর্ক নেই। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০২৪ সালের ১৬ মে। তার আগে শেষ করতে হবে নির্বাচন প্রক্রিয়া। এপ্রিল থেকে মে মাসে লোকসভা নির্বাচন হতে পারে। এখনই এমন চমকের কিছু নেই। তবে অন্দরের খবর, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন সময়ের আগে হবে।

নয়া 'দুর্নীতি'র মামলা কলকাতা হাইকোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ এসসি, এসটি, ওবিসি স্কলারশিপে দুর্নীতির অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। অভিযোগ, এসসি, এসটি, ওবিসির জাতিগত শংসাপত্র জালিয়াতি করে এক চক্র কোটি কোটি টাকা তুলে নিচ্ছে। সিবিআই তদন্তের দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন উত্তর দিনাজপুরের জনৈক মীর সেলিম। মামলাকারী মীর সেলিমের দাবি, রাজ্যের স্কুলগুলিতে এসসি, এসটি ও ওবিসি ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরেই রাজ্যে একটা চক্র চলছে। অভিযুক্তরা ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট জালিয়াতি করে ওই টাকা তুলে নিচ্ছে। পুলিশ ও বিডিওদের অভিযোগ জানিয়েও এই চক্র বন্ধ করা যায়নি বলে দাবি মীর সেলিমের। মামলাকারীর আরও দাবি, অভিযুক্তরা গ্রেফতার হলেও তারা জামিন পেয়ে যাচ্ছেন। তাই আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে মামলা করেন তিনি। সেখানেই সিবিআই তদন্তের আবেদন জানান। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও একটি মামলা করেন হাইকোর্টে। তাঁর বক্তব্য ছিল, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য কমন সার্ভিস সেন্টার চালু হলেও তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাজ্যে। বদলে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সুকান্তর বক্তব্য, বাংলা সহায়তা কেন্দ্র বা বিএসকে থাকা নিয়ে তাঁর কোনও বক্তব্য নেই। তবে কমন সার্ভিস সেন্টার বা সিএসসি বন্ধ করে দেওয়ার কারণ কী? কেন কমন সার্ভিস সেন্টার বন্ধ হল, কেনই বা বাংলা সহায়তা কেন্দ্র খোলা হল তা জানতে চান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। ওয়াকিবহাল মহল নতুন করে মীর সেলিমের মামলা বিড়ম্বনা বাড়াল রাজ্যের।

রাজ্যপালের 'মধ্যরাত' মন্তব্যে 'ভ্যাম্পায়ার' বলে কটাক্ষ ব্রাত্যর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কার্যকলাপ নিয়ে সমালোচনা করে শুক্রবার মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে তুলনা করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজ্যপাল যেভাবে কাজ করছেন, তা 'তুঘলকীয়' বলে খোঁচা দিয়েছেন তিনি। আর এরপরই চরম বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল বোস। বলেছেন, ''কী হয় তা দেখার জন্য মধ্যরাত পর্যন্ত

'রাক্ষস প্রহরের' অপেক্ষায় শিক্ষামন্ত্রী

অপেক্ষা করুন।'' রাজ্যপালের সেই মন্তব্যের পরই পাল্টা টুইট রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর। মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে হুঁশিয়ারি রাজ্যপাল দিয়েছেন, তা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন ব্রাত্য। নাম না করে রাজ্যপালকে 'ভ্যাম্পায়ার'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। লিখেছেন, 'রাক্ষস প্রহরের জন্য অধীর অপেক্ষা করে রয়েছি।' টুইটারে ব্রাত্য বসু লিখেছেন, 'সাবধান, সাবধান, সাবধান! শহরে নতুন ভ্যাম্পায়ার এসেছে। শহরবাসী নিজেদের খেয়াল রাখুন। ভারতীয় পুরাণ মতে রাক্ষস প্রহরের জন্য অপেক্ষায় আছি।' খোঁচা দিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও। তিনি বলছেন, ''আমার খুব ভয় লাগছে। রাজ্যপাল এত রাত জেগে কাজ করছেন। কোথাও না অসুস্থ হয়ে পড়েন।'' প্রসঙ্গত, বাংলার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির রাজ্যপাল নিজের পছন্দের লোকেদের উপাচার্য করে বসিয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ সরকারের। এমন এক পরিস্থিতিতে গতকাল রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের বৈঠকে ডেকেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কিন্তু সেখানেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আসেননি। গতকালের বৈঠক শেষে

প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকার বনাম রাজ্যপালের সংঘাত ক্রমেই চরমে উঠছে। রাজ্যপাল যেভাবে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করে চলেছেন, তা নিয়ে শুরু থেকেই আপত্তি জানিয়েছে রাজ্য সরকার। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তো বটেই, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছেন। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ফের সরব হন শিক্ষামন্ত্রী। রাজভবন থেকে অনেক রেজিস্ট্রারকে বৈঠকে না যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে বলেও ক্ষোভ উগরে দেন ব্রাত্য। রাজ্যপালের কাজকর্মকে 'তুঘলকীয়' বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। আর এরপরই রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের বাতাবরণ আরও চরমে উঠল।

মাধ্যমিক হবেই, জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশকে ফুৎকারে উড়িয়ে জানাল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক বা দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই পথে হাঁটছে না। এতদিন যেভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলে আসছিল, রাজ্যের শিক্ষানীতিতে সেভাবেই মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। রাজ্য শিক্ষানীতিতে এই মাধ্যমিক পরীক্ষা রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যথার্থ বলেই মনে করছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। তাঁর ব্যাখ্যা, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হল স্কুলজীবনের শেষ পরীক্ষা। এরপর উচ্চশিক্ষার দিকে অগ্রসর হয় পড়ুয়ারা। আর এক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রেও উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট কাজে লাগে। ফলে যদি মাধ্যমিক পরীক্ষা না থাকে, তাহলে পড়ুয়াদের স্কুল জীবনের একমাত্র বড় পরীক্ষা হবে উচ্চমাধ্যমিক। সেক্ষেত্রে স্কুল জীবনের শেষ বড় পরীক্ষা দেওয়ার আগে পড়ুয়াদের নিজেদের মূল্যায়ন করার কোনও সুযোগ থাকবে না। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের মতে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগে পড়ুয়াদের নিজেদের প্রস্তুতি হিসেবে মাধ্যমিক পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা দরকার বলে মনে করছেন তিনি। এতে একদিকে যেমন পড়ুয়ারা নিজেদের মূল্যায়ন করার সুযোগ পায়, অন্যদিকে স্কুলগুলিও নিজেদের পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া নিয়ে একটি মূল্যায়ন করতে পারে। তাই সরাসরি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার বদলে, মাধ্যমিক পরীক্ষার মাধ্যমে একটি মূল্যায়নের পর পড়ুয়াদের স্কুলজীবনের শেষ বড় পরীক্ষায় বসাই শ্রেয় বলে মনে করছেন তিনি। প্রসঙ্গত, রাজ্যের শিক্ষানীতিতে ইতিমধ্যেই উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে সেমেস্টার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আগামী তিন বছরে ধাপে ধাপে এই সেমেস্টার ব্যবস্থা অষ্টম শ্রেণি থেকে শুরু করার জন্যও সুপারিশ করেছে কমিটি।

রাস্তার খোঁড়াখুঁড়ি ও বেহাল নিকাশি ব্যবস্থায় নাজেহাল শহরবাসী
কাজের মান নিয়ে পুরকর্মীদের তিরস্কার ফিরহাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ একে বর্ষাকাল। তারপর আবার শহরের নানা জায়গায় ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থার কাজ চলছে। এর জের খোঁড়াখুঁড়ি করতে হচ্ছে রাস্তার। ফলে একটু বৃষ্টিতেই জল জমে থাকছে। এই নিয়ে লাগাতার অভিযোগ কলকাতাবাসীর। এই পরিস্থিতিতে কেইআইআইপি'র কাজ নিয়ে রিভিউ বৈঠক করেলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শহরের সংযুক্ত এলাকার নিকাশি পরিকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির বেশ কিছু অংশে রাস্তার যে বেহাল অবস্থা, তা স্বীকার করে নিলেন খোদ কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শনিবার কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প ভবনে কেইআইআইপি এবং কলকাতা পৌরনিগম জল সরবরাহ বিভাগ, সড়ক বিভাগ এবং নিকাশি বিভাগের শীর্ষ কর্তা ও আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেন ফিরহাদ। বেহাল অবস্থার জন্য রীতিমতো তিরস্কার করেন কর্তা-আধিকারিকদের। শুধু তাই নয় ব্যাপক ধমক দেওয়া হয় তাঁদের। কাজের গতি কেন শ্লথ এবং পরিকল্পনাহীন ভাবে কাজ করায় কলকাতা পুরসভার বিভিন্ন এলাকার নিকাশি পরিকাঠামো এবং রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে বলে তিনি সরাসরি দাবি করেন। শনিবারের বৈঠক থেকে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত হয়েছে। শহরের রাস্তা এবং জমা জল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ রয়েছে সাধারণ বাসিন্দাদের। কেইআইআইপি'র অধীনে কলকাতা পুরসভার সংযুক্ত এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের পরিকাঠামো এবং নিকাশির কাঠামো গড়ে তোলার কাজ হচ্ছে। প্রকল্পের 'ট্রেঞ্চ-২'-তে প্রায় ২৩০০ কোটি টাকার কাজ হচ্ছে। কিন্তু সেই কাজের গোঁড়া থেকে যে ত্রুটিপূর্ণ কাজ হচ্ছে, তা এদিনের বৈঠক

থেকে ছত্রছত্রে প্রমাণ পান মেয়র। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে যে গাফিলতি হয়েছে তাও বুঝতে পারেন তিনি। এরপরই নেওয়া হয় একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত। ১) কেইআইআইপি যে রাস্তাগুলি খোঁড়াখুঁড়ি করে পাইপ বসিয়েছে সেগুলি এবার থেকে কলকাতা পুরসভা মেরামত করবে। কিন্তু সেগুলির অর্থ দেওয়া হবে কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের খাত থেকে। ২) নিকাশি পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে কেইআইআইপি'র অধীনে, সেগুলি খতিয়ে দেখে আশ্বস্ত হলে তবেই সার্টিফিকেট দিয়ে কলকাতা পুরসভা নিজেদের হাতে নেবে। তারপরই কন্ট্রাক্টাররা টাকা পাবেন। ৩) পরবর্তী ধাপে যে কাজ হবে, তার মাস্টার প্ল্যান কলকাতা পুরসভা, কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প বিভাগের কর্তারা, নিকাশি বিভাগ, পানীয় জল সরবরাহ বিভাগ, সড়ক বিভাগ বসে তৈরি করবে। ৪) শহরের মোট ৩১টি রাস্তা কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের জন্য বেহাল হয়ে রয়েছে। ১৬-১৭টি জায়গার নিকাশি পরিকাঠামো বেহাল। সেগুলি পরিকল্পনাহীন ভাবে কাজ করায় জল নিষ্কাশিত হচ্ছে না। ৫) রাস্তা যেগুলি খারাপ, সেগুলি খুব ছোট ছোট দৈর্ঘ্যের। তাই সেখানে কালো পেভার ব্লক দিয়ে আপাতত মেরামত করা হবে। কারণ সে রাস্তা গুলির তলায় নিকাশি এবং জলের পাইপলাইন বসছে। যাতে কাজ করার সময় নতুন করে রাস্তা খুঁড়তে না হয়, তার জন্য পে ব্লক বসিয়ে মেরামত করা হবে। ৬) দ্বিতীয় দফায় কাজ শেষের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত করা হয়েছিল। কিন্তু বছর পেরিয়ে গেলেও একই হাল। তাই মেয়র নির্দেশ দিয়েছেন, কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের আধিকারিকরা যেন বৈঠকে বসে এবার শেষ ডেটলাইনটা তৈরি করে দেয়। ট্রেঞ্চ ২' অর্থাৎ কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বিতীয় দফার কাজ শেষের পরে তৃতীয় দফার 'ট্রেঞ্চ ৩' কাজ শুরু হবে। যেগুলি ১০৮, ১০৯, ১২৭, ১৩০ সহ একাধিক সংযুক্ত এলাকায় কাজ হবে।

জি-২০ স্থায়ী সদস্যপদ পেল আফ্রিকান ইউনিয়ন

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ আফ্রিকান ইউনিয়নকে দেওয়া হয়েছে জি-২০-র স্থায়ী সদস্যপদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ বিষয়ে জানান, এ বিষয়ে আমরা সবাই সহমত।আফ্রিকান ইউনিয়নের জি-২০-র স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়া প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি সাইরিল রামফোসার মুখপাত্র ভিনসেন্ট ম্যাগওয়েনিয়া বলেছেন, জি-২০-এর সভাপতিত্বে ভারত সরকার যে নেতৃত্ব দেখিয়েছে, তাতে আমরা বেশ আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রী মোদী গ্লোবাল সাউথের জন্য জায়গা উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে এই শীর্ষ সম্মেলনে ফোকাস করার চেষ্টা করেছেন, যাতে অনেকের কণ্ঠস্বর নিশ্চিত হয়। ছোটো উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক দেশগুলি যেগুলি প্রায়শই এই ফোরামগুলি থেকে বাদ পড়েছিল, তাদের যাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তাদের কথা শোনা যায়।ভিনসেন্ট আরও বলেছেন, আফ্রিকা মহাদেশকে এই ধরনের ফোরাম এবং প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রগতি। আমরা এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে দেখি, যা আরও সংস্কার প্রক্রিয়ার সংকেত দেয় যা আমরা রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে, বৈশ্বিক বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্মানের সাথে দেখতে চাই।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে মসজিদ চত্বরে খুন লস্কর-ই-তৈবার কমান্ডার

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ পাক অধিকৃত কাশ্মীরে মসজিদ চত্বরে খুন জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার কমান্ডার রিয়াজ আহমেদ আলিয়াস আবু কাশিম।গত রাওয়াল কোটের আল-কুদুস মসজিদ চত্বরে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা রিয়াজকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়।স্থানীয় সূত্রের খবর, আততায়ীরা মসজিদ চত্বরে অপেক্ষা করছিল। রিয়াজ নমাজ পড়তে মসজিদ চত্বরে ঢুকলে খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। মসজিদ চত্বর নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়। রিয়াজের বিরুদ্ধে কাশ্মীর উপত্যকায় বেশ কয়েকটি জঙ্গি হামলা ও নাশকতার মামলা রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম জানুয়ারিতে ধানগিরি এবং জুনে ধাঙ্গরি এলাকায় নিরাপরাধ বাসিন্দাদের খুন।-

পেলের রেকর্ড ভেঙে ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন নেইমার

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ প্রায় ৯ মাস পর জাতীয় দলের জার্সিতে মাঠে নেমেছেন নেইমার। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে ।বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে ৬১ মিনিটে জালে বল জ।য়ে নেইমারনতুন এক মাইলফলক ছুঁয়েছেন। ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন তিনি। তিনি কিংবদন্তি পেলেকে ছাড়িয়ে গেলেন। তিনি ভেঙ্গেছেন ৫২ বছর আগে গড়া পেলের রেকর্ড।ব্রাজিলের জার্সিতে ৯২ ম্যাচ খেলে ৭৭ গোল করেছিলেন পেলে। প্রয়াত কিংবদন্তির রেকর্ড ভাঙতে নেইমারের লাগল ১২৫ ম্যাচ। তালিকার তিন নম্বরে থাকা রোনালদো নাজারিও ৬২ ম্যাচে করেছেন ৯৮ গোল।

উত্তরপ্রদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৩

লখনউ, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ লখনউয়ের হজরতগঞ্জ থানা এলাকায় শনিবার সকালে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।শনিবার ভোররাতে হজরতগঞ্জ থানা এলাকায় রাস্তার পাশে একটি ই-রিকশা চালক ঘুমিয়ে ছিল, তখনই তার ওপর দিয়ে একটি গাড়ি চাপা দিয়ে চলে যায়। তারপর গাড়িটি গোমতি সেতুর কাছে ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে যায়। এক পুলিশ আধিকারিক একথা জানিয়েছেন। পুলিশ আরও জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় গাড়ির দুজন আরোহী মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল। তাই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ফুটপাতে ঘুমিয়ে থাকা রিকশাচালক ও গাড়িতে থাকা দুই ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান পুলিশ। আহতদের সকলকেই ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঢাকা-দিল্লী সম্পর্ক আরও জোরদারে শেখ হাসিনা-মোদির ঐকমত্য

শ্যামল সান্যাল,ঢাকা,৯ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবংভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান গভীর সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবংএকই সঙ্গে উভয়ে সম্পর্ককে আরওজোরদার করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছেন।দুই প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে ব্রিফিংকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড.এ কে আবদুল মোমেন সাংবাদিকদের বলেন, উভয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশওভারতের মধ্যে বিদ্যমান গভীর সম্পর্কের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং এই সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছেন।তিনি বলেন,মোদি আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের ওপরও জোর দিয়েছেন।মোমেন বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্যমান শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের জন্য তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।এখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।এর আগে,নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে জি-২০সম্মেলনে যোগ দিতে ৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেলে এখানে পৌঁছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন যে গত বছরের ৪থেকে ৮ সেপ্টেম্বর ভারতের নয়াদিল্লিতে তাঁর সফল রাষ্ট্রীয় সফরের পর দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ' প্রধানমন্ত্রী এতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বৈঠকে শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্যের কথা জানান। মোমেন যোগ করেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের অসাধারণ অগ্রগতির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।তিনি বলেন,ভারত

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার হওয়ায় ভারত থেকে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে শেখ হাসিনা ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন।তিনি বলেন,উভয় প্রধানমন্ত্রীই রেলও সড়ক যোগাযোগসহ ভারতের সাথে আমাদের দ্বিপাক্ষিক এবং আঞ্চলিক সংযোগ বাড়ানোর জন্য আমাদের চলমান প্রচেষ্টা এবং কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে সম্মত হয়েছেন।' শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসনে নরেন্দ্র মোদির সহযোগিতাও কামনা করেন। মোমেন বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এই ফলপ্রসূওউন্মুক্ত আলোচনা দুই পক্ষের মধ্যে অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর নিষ্পত্তিকে ত্বরান্বিত করবে এবং উভয় দেশের জনগণ এর দ্বারা উপকৃত হবে।তিনি দ্বিপাক্ষিক বৈঠককে ফলপ্রসূ আখ্যায়িত করে বলেন,এটি অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।তিনি বলেনর,এই সময় উভয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং উভয় সরকারপ্রধান একান্ত বৈঠকেও মিলিত হন। শেখ হাসিনা১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথাও স্মরণ করেন।তিনি ' নেতাদের'শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য নরেন্দ্র মোদির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের অনুন্নত অংশের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।জি-২০বৈঠকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর,প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক টুইট বার্তায় বলেছেন' শেখ হাসিনার সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। তার সরকারের বিগত ৯ বছরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অগ্রগতি অত্যন্ত সন্তোষজনক। আমাদের আলোচনায় যোগাযোগ, বাণিজ্যিক সংযোগ এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা হয়েছে।ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় টুইট বার্তায় উল্লেখ করেছে যে ' নরেন্দ্র মোদি ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বৈচিত্র আনতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা করেছেন। তারা কানেকটিভিটিও সংস্কৃতির পাশাপাশি জনগণের মধ্যে মানুষে মানুষে পারস্পরিক বন্ধন-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক জোরদার করতে সম্মত হয়েছেন।'জি-২০শীর্ষ সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য'এক পৃথিবী এক পরিবার,এক ভবিষ্যত'-এর ওপর দু'টি ভাষণ দেবেন।' পৃথিবী'এবংএক পরিবার'অধিবেশন চলাকালীন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তন,কোভিড মহামারীর পরে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, ইউরোপে যুদ্ধের ফলে খাদ্য,সার এবং জ্বালানির মতো প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির বৈশ্বিক সরবরাহের মারাত্মক ব্যাঘাতের মতো চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে মোকাবেলা করা যায় তা নির্দেশ করবেন।এছা।া বর্তমান সরকারের মেয়াদে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্যের অভিজ্ঞতাও প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণকারী বিশ্বনেতাদের কাছে তুলে ধরবেন।ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব২০২২ সালের ডিসেম্বরে শুরু হয়েছিল এবংএই সভাপতিত্বের মেয়াদে ভারত বাংলাদেশসহ মোট নয়টি দেশের সবক'টিকে জি-২০ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। দেশগুলো হলো-বাংলাদেশ, মিশর,মরিশাস, নেদারল্যান্ডস, নাইজেরিয়া,ওমান, সিঙ্গাপুর,স্পেনও সংযুক্ত আরব আমিরাত।জি২০শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী পর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পর্যায়ের এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে আলোচিত এবং সম্মত হওয়া অগ্রাধিকারগুলোর প্রতি নেতৃবৃন্দের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে একটি জি২০শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা গৃহীত হবে।গ্রুপ অফ টুয়েন্টি জি২০হল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রধান ফোরাম। এটি সমস্ত প্রধান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ইস্যুতে বৈশ্বিক স্থাপত্য এবং শাসন শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।১৯৯৯ সালে এশীয় আর্থিক সংকটের পরে অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য জি২০একটি ফোরাম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।জি-২০ ১৯টি দেশ আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা,চীন,ফ্রান্স, জার্মানি,ইন্দোনেশিয়া, ইতালি,জাপান, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, মেক্সিকো,রাশিয়া, সৌদি আরব,দক্ষিণ আফ্রিকা,তুরস্ক, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত।জি-২০সদস্য দেশগুলো বিশ্বব্যাপী জিডিপির প্রায় ৮৫ শতাংশ,বিশ্ব বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশের বেশি এবং বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

মরক্কোতে ভূমিকম্পে বহু মানুষের মৃত্যুতে ব্যথিত মোদী, সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তার আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ মরক্কোতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য ভারত প্রস্তুত রয়েছে। শক্তিশালী ভূমিকম্পে

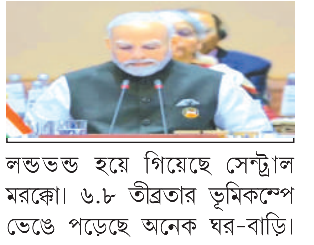

লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে সেন্ট্রাল মরক্কো। ৬.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছে অনেক ঘর-বাড়ি। মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৭০০ জনের, আহতের সংখ্যা ১৫৩।শনিবার সকালে নিজের এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেল মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, এই দুঃখজনক সময়ে, আমি মরক্কোর জনগণের কথা ভাবছি। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক, এই কামনা করছি। ভারত এই কঠিন সময়ে মরক্কোকে সমস্ত সম্ভাব্য সহায়তা দিতে প্রস্তুত। প্রসঙ্গত, স্থানীয় সময় অনুযায়ী, রাত ১১.১১ মিনিট নাগাদ ৬.৮ তীব্রতার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এরপর ১৯ মিনিটের মধ্যে ৪.৯ তীব্রতার আফটার শক অনুভূত হয়।

১৪ সেপ্টেম্বর পুনেতে শুরু হবে আরএসএস-এর ৩দিনের সর্বভারতীয় সমন্বয় বৈঠক

নাগপুর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ এবছর মহারাষ্ট্রে আয়োজিত হতে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সর্বভারতীয় সমন্বয়.বৈঠক । গত সোমবার আরএসএস-এর পক্ষ থেকে জানান হয়, ১৪ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের পুনেতে শুরু হবে এই বৈঠক । ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা এই বৈঠকে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। গত বছর ছত্তিশগড়ের রায়পুরে এই বৈঠক আয়োজিত হয়েছিল।এই বৈঠকে সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন রাও ভাগবত, মাননীয় সরকার্যবাহ শ্রী দত্তাত্রেয় হোসবলে এবং সঙ্ঘের পাঁচজন সহ-সরকার্যবাহ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অখিল ভারতীয় অধিকারীগণ উপস্থিত থাকবেন। সভায় সঙ্ঘের অনুপ্রাণিত ৩৬টি সংগঠনের প্রধান পদাধিকারীরা অংশ নেবেন। প্রধান সংগঠনগুলির মধ্যে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, অখিল ভারতীয়.বিদ্যার্থী পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ, বিদ্যা ভারতী, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, সংস্কার ভারতী, সেবা ভারতী, সংস্কৃত ভারতী, অখিল ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করবে। এসব সংশ্লিষ্ট সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তারা সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকেন। গত বছর ছত্তিশগড়ের রায়পুরে এই বৈঠক হয়েছিল।এই সভায় অংশগ্রহণকারী সংগঠনের কার্যকর্তা সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা ও কাজের বিস্তারিত বিষয়ে.আলোচনা করবেন। বৈঠকে বর্তমান জাতীয়. পরিস্থিতির পাশাপাশি সামাজিক সম্প্রীতি, জল সংরক্ষণ ও পর্যাবরণ, পরিবার প্রবোধন, সেবামূলক কাজ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে। এছাড়াও সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে করণীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বহুস্তরীয় ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

নৃপেন্দ্র মিশ্র,নয়াদিল্লিঃ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত যখন জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে, সেই সময় বিশ্ব নানা সঙ্কটে জর্জরিত। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা, অন্যদিকে অতিমারীর প্রভাব, আর এসবের মাঝে ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত। ফলস্বরূপ, সুস্থায়ী উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল, তা অর্জনে সরকার এবং নীতি-নির্ধারকরা সমস্যার সম্মুখীন হন। এই জটিল পরিস্থিতিতে বহুস্তরীয়বাদের কার্যকারিতা এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে তুলতে বহুস্তরীয়বাদকে কার্যকর করা অত্যন্ত জরুরি। ব্রিকস্, কোয়াড, আসিয়ানের মতো বহুপাক্ষিক বিভিন্ন ফোরাম রয়েছে। এইসব ফোরামগুলি আঞ্চলিক সহযোগিতাকে নিশ্চিত করে। পাশাপাশি, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটায়।বহুস্তরীয়বাদকে সংস্কার করে তাকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। এ ধরনের সংগঠনগুলির আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অর্থনৈতিক এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে জি-২০ গোষ্ঠী একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। এই গোষ্ঠী উন্নত, উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করে। গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের সুবিধার দিকটি বিবেচনা করে বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে জি-২০ গোষ্ঠী সক্রিয়। ভারত এই গোষ্ঠীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় বহুস্তরীয় কূটনীতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগী হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য নজরে আসছে। সারা বছর ধরে ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এই গোষ্ঠীর প্রথম সভাপতি ছিল জার্মানী। সেই সময় থেকে জি-২০ গোষ্ঠীর বিদেশ মন্ত্রীদের বার্ষিক সম্মেলন একটি নিয়মানুগ উদ্যোগে পরিণত হয়। ভারত প্রথমবার গোষ্ঠীর বিদেশ মন্ত্রীদের আলোচনা চূড়ান্ত করে একটি নথি প্রকাশ করে। এই সর্বাঙ্গীন নথিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত স্থান পায়। এর মধ্যে রয়েছে - বহুস্তরীয়বাদকে শক্তিশালী করে তোলা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং বিশ্ব জু।ে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য সঙ্কটের সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। বিদেশ মন্ত্রীদের এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে একটি সক্রিয় বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাপনা গ।ে তুলতে হবে, যেখানে প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে। ভারত তার সভাপতিত্বকালে রাষ্ট্রসংঘের সংস্কারের বিষয়টি নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা চালিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে - রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পুনর্গঠন। রাষ্ট্রসংঘের কাঠামোর মধ্যে থেকে এই সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখায় আরও বেশি প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি জি-২০ গোষ্ঠীর বিদেশ মন্ত্রীদের আলোচনার মূল নথিতে স্থান পেয়েছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার অত্যন্ত জরুরি হয়ে প।ছে। পরিষদের কাজে নানা ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করা একটি সমস্যার কারণ। তাই, এই পরিষদকে যথাযথভাবে কাজ করতে হলে এর সর্বাঙ্গীন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠী বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাপনাকে আরও সক্রিয় করতে উদ্যোগী হয়েছে। মাল্টিলেটারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কগুলির সংস্কারের জন্য একটি নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী গড়ে তোলা হয়েছে। এই গোষ্ঠীটি ব্যাঙ্ক পরিচালনার কাজে বিভিন্ন সুপারিশ করেছে, যাতে একবিংশ শতাব্দীর চাহিদাগুলিকে পূরণ করা সম্ভব হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাছে ইতোমধ্যেই ' মাল্টিলেটারাল ডেভেলপমেঃট ব্যাঙ্কস্ দ্য ট্রিপল এজেন্ডা' শীর্ষক দুই পর্বে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বটিতে আগামী অক্টোবর মাসে অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির গভর্নরদের চতুর্থ বৈঠকের চূ।ান্ত সিদ্ধান্ত জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলির নিরপেক্ষ পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-নির্দেশিকা ছাড়াও বিদেশ মন্ত্রীদের বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুপারিশের বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ বৈঠকের ফাঁকে ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে একটি উচ্চ পর্যায়ের আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হবে। এই আলোচনাচক্র ব্যাঙ্কগুলিকে আরও কার্যকর করতে সহায়ক হবে।প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেঃদ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত দক্ষিণী বিশ্বের শিখর সম্মেলনের আয়োজন করে। দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনে ১২৫টি

জি-২০ সম্মেলনে দিল্লিতে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলার আগমনে খুশি প্রকাশ মোদীর

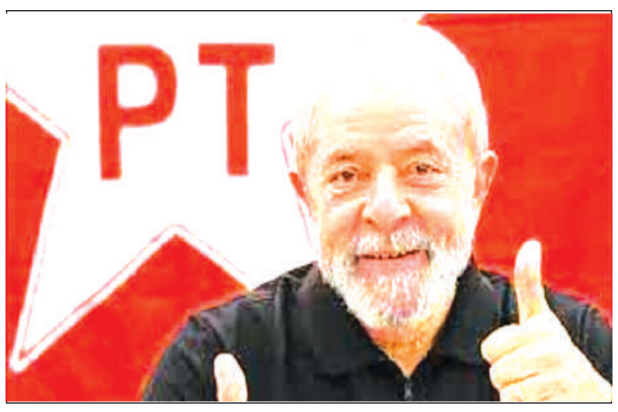

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার ভারত সফরে খুশি প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী এক্স পোস্টের মাধ্যমে জানান, শনিবার সকালে তিনি ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। এনি জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানান, তিনি সম্প্রতি জোহানেসবার্গে লুলা দা সিলভার সঙ্গে দেখা করেছেন। এখন জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে তাঁর মতামত শোনার অপেক্ষায় আছি বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।জি-২০ সম্মেলনের দ্বিতীয় নেতৃত্ব পাবে ব্রাজিল। শনি এবং রবিবারের অনুষ্ঠানের পরে, ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাজিলের কাছে জি-২০ সভাপতিত্বের লাগাম তুলে দেবে। জি-২০-র হাতুড়ি ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতিকে দেবে ভারত। এই হাতুড়িটি ইঙ্গিত করে যে উল্লিখিত দেশটিকে জি-২০-এর সভাপতিত্ব হস্তান্তর করা হয়েছে।

দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার টিডিপি প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডু, আটক পুত্র লোকেশও

বিজয়ওয়াড়া, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ স্কিল ডেভলপমেন্ট দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র প্রধান এন চন্দ্রবাবু নায়ডু। শনিবার সকালে সিআইডি তাঁকে গ্রেফতার করেছে বলে দলের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন। পূর্ব গোদাবরী জেলায.তাঁর ছেলে নারা লোকেশকেও আটক করেছে অন্ধ্র পুলিশ। ২০২১ সালে এই দুর্নীতির মামলায় চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর।টিডিপি সূত্রে খবর, দলীয় কর্মসূচি উপলক্ষে অন্ধ্রপ্রদেশের নান্দিয়ালে ছিলেন চন্দ্রবাবু। একটি জনসভায় ভাষণ দেওযার পরে ভ্যানিটি ভ্যানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। শনিবার ভোরে সেখানেই হানা দেয় সিআইডি এবং অন্ধ্র পুলিশ। সকাল ৬টা নাগাদ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারির পর চন্দ্রবাবুকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য নান্দিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবারই তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে।

মেট্রোয় বিভ্রাট সুযোগ বুঝে ভাড়া বাড়াল ট্যাক্সি, বাসেও ব্যাপক ভিড়ে নাজেহাল অবস্থা

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো-বিভ্রাটে বিপত্তি। ভোগান্তিও চরমে পৌঁছল সাধারণ মানুষের। নির্দিষ্ট সময়ে অফিস পৌঁছতে গিয়ে খালি হল পকেট। শনিবার সকাল ৭টা ৫০-এর মেট্রো টালিগঞ্জ থেকে ছেড়ে কালীঘাটে পৌঁছনোর পর থার্ড লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যায় দাঁড়িয়ে পড়ে। অফিস টাইমে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। কলেজের দ্বিতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা চলছে। সমস্যায় পড়েন পরীক্ষার্থীরা। কেউ আবার অফিস যেতে নাকাল হন। কখনও বেশি ভাড়া, কখনও আবার ক্যান্সেলেশনের সমস্যা, অ্যাপ ক্যাব পেতে কালঘাম ছোটে যাত্রীদের।সুযোগ বুঝে ভাড়া বাড়িয়ে দেয় হলুদ ট্যাক্সি। বাসে বাদুড়ঝোলা ভিড়, ট্রামেও মাছি গলবার জায়গা নেই। অটো স্ট্যান্ডেও লম্বা লাইন। অটো চালকদের বিরুদ্ধে বেশি ভাড়া চাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন যাত্রীরা। টালিগঞ্জ থেকে রাসবিহারীর ভাড়া ১৪ টাকার বদলে ৫০ টাকা চাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। দিনটা শনিবার হলেও, মেট্রো-বিভ্রাটে সমস্যায় পড়েছেন কয়েক হাজার যাত্রী।

জি ২০ নৈশভোজে মৃদঙ্গ বাজাবে ভারতের ১২ বছরের খুদে শিল্পী

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃনয়াদিল্লিতে জি ২০ শীর্ষ বৈঠক শুরু হয়েছে শনিবার থেকে। বৈঠকে যোগ দিতে ভারতে এসে পৌঁছেছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা । শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে আসা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মানে শনিবার রাতে নৈশভোজের আয়োজন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । আর যন্ত্রসঙ্গীতের ধ্রুপদী মূর্চ্ছনায় ভাসিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পড়েছে ১২ বছরের এক খুদে শিল্পী বি দক্ষ ভূপতির ওপর ।দিল্লির সামারভিল স্কুল, বসুন্ধরা এনক্লেভের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র এই পড়ুয়া । এই অনুষ্ঠানের জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে মোট ৭৮ জন শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । যাদের মধ্যে অন্যতম দিল্লির এই স্কুল পড়ুয়া । অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিল্পীদের মধ্যে সিসিআরটি স্কলারশিপ পাওয়া এই স্কুল পড়ুয়াই

প্রধানমন্ত্রীর ড্রিম প্রোজেক্ট লাইট হাউজের ফ্ল্যাট মালিকদের কাছে হস্তান্তর হবে আগামী এপ্রিলেঃত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃপ্রধানমন্ত্রীর ড্রিম প্রোজেক্ট লাইট হাউজ প্রকল্পে ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ শেষ করে তা ফ্ল্যাটের মালিকদের কাছে হস্তান্তর করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নির্মাণ সংস্থা কাজ করছে, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। গত সোমবার আগরতলা শহরের কয়েকটি সরকারি ভবন পরিদর্শন করেন মখ্যমন্ত্রী। সেই সাথে তিনি টুডার টাউনশিপ প্রকল্পে নির্মিত ফ্ল্যাট, আগরতলা আইসিপি সংলগ্ন লাইট হাউজ প্রকল্পে নির্মিত ফ্ল্যাটের নির্মাণ কাজ ও আগরতলার পুরাতন মোটরস্ট্যান্ডে নির্মীয়মাণ মাল্টিলেভেল কার পার্কিং কমপ্লেক্সও পরিদর্শন করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রথম মাতঙ্গিনী প্রীতিলতা অডিটোরিয়াম পরিদর্শন করেন। বর্তমানে অডিটোরিয়ামের সংস্কারের কাজ চলছে। সংস্কারের কাজ যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং উচ্চ গুণগতমানসম্পন্ন হয় সে বিষয়ে.মুখ্যমন্ত্রী পূর্ত দফতরের প্রকৌশলীদের নির্দেশ দেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনও পরিদর্শন করেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ ও ২ নম্বর হল পরিদর্শনের সময় সেখানকার কিছু সমস্যা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী অবগত হন এবং সে সবের দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন।সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ও আর্ট কলেজ পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগরতলা শহরে অবস্থিত বিভিন্ন সরকারি ভবনগুলি কী অবস্থায় রয়েছে তা চাক্ষুস করাই এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে যেখানে কিছু সমস্যা দেখা গেছে তা দ্রুত সমাধানেরও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন আগরতলা শহরের মধ্যে সবচেয়ে ব্যস্ততম ভবন। এখানে প্রায় প্রতিদিনই সরকারি-বেসরকারি নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই দুটি হল-এর আসনগুলি আরও উন্নতমানের করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওযা. হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, টুডার টাউনশিপ প্রকল্পে কামান চৌমুহনি ও কুঞ্জবনের ভগ সিং যুব আবাস সংলগ্ন স্থানে ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। এর মধ্যে কামান চৌমুহনিতে নির্মীয়মাণ সমস্ত ফ্ল্যাটের বুকিং হয়ে গেছে এবং কুঞ্জবনে নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাটের ৬০ শতাংশ বুকিং হয়ে গেছে। টাউনশিপ প্রকল্পে এই দুটি স্থানে ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ শেষ হলে আগরতলাবাসীর জন্য বেশ সুবিধা হবে। দুটি প্রকল্পের কাজই দ্রুত শেষ করার জন্য নির্মাণ সংস্থার কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।ডা. সাহা বলেন, পুরাতন মোটরস্ট্যান্ডে মাল্টিলেভেল কার পার্কিংয়ের কাজও দ্রুতগতিতে চলছে। আগরতলা শহরে গাড়ি পার্কিং একটি বড় সমস্যা। মাল্টিলেভেল কার পার্কিংয়ের কাজ শেষ হলে আগরতলা শহরে পার্কিং সমস্যার সমাধান হবে। নির্মাণ সংস্থাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুণগতমান বজায় রেখে কাজটি শেষ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।প্রসঙ্গত, পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপকুমার চক্রবর্তী, নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব অভিষেক সিং, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন এবং পূর্ত দফতর ও উচ্চ শিক্ষা দফতরের পদস্থ আধিকারিকরা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৯সেপ্টেম্বর ঃশুক্রবার, ২৩ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১০সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৩ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৩ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২৩ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৭০শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টো ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। শুভদিন হবে।

বৃষভ রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে।

মিথুন রাশিঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে-কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। সংসারে শান্তি।

কর্কট রাশিঃএমন ক্রিয়াকলাপে নিজেকে নিয়োজিত করুন যা আপনাকে আপনার শান্তভাব বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

সিংহ রাশিঃচোখে ছানির রোগীদের দূষিত বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ধোঁয়া আপনার চোখকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। শুভদিন

কন্যা রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। সংসারে শান্তি হবেই।

তুলা রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা

বৃশ্চিক রাশিঃআপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। সংসারে শান্তি ফিরে আজ

ধনু রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। ঝুঁকি বা অপ্রত্যাশিত লাভের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান উন্নত হতে পারে। আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য

মকর রাশিঃনিজে থেকে ওযুধগ্রহণ করা ওষুধ নির্ভরতার সৃষ্টি করতে পারে। সংসারে শান্তি

কুম্ভ রাশিঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। কাউকে প্রভাবিত করার জন্য বেশী খরচ করবেন না। বাড়িতে অতিথি।

মীন রাশিঃআপনার বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে-কোনো ফয়সালা করার আগে একটি সাম্যজ্ঞস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী রাখুন। আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহায়তায় কিছু ব্যবসায়ী আর্থিক

পরিবেশ দপ্তরের দেওয়া ড্রোনে দূষণ নিয়ে নজরদারি চালাবে ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে হাওড়া সিটি পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়া সিটি পুলিশের গোলাবাড়ি থানার উদ্যোগে শনিবার দুপুরে গোলাবাড়ি থানায় অনুষ্ঠিত হয় পরিবেশ দূষন রোধ সম্পর্কিত একটি কর্মশালা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী ও সিটি পুলিশের আধিকারিকরা। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও। তাদের বৃক্ষরোপণ সহ একাধিক বিষয়ে পরিবেশ রক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এদিন গোলাবাড়ি থানার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ করা হয়। হাওড়া সিটি পুলিশের 'ফিরে পাওয়া' প্রকল্পে হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া ফোন আসল মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরিবেশ দপ্তর হাওড়া সিটি পুলিশকে ড্রোন দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে এদিন হাও।ার নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী সাংবাদিকদের বলেন, ড্রোনের মাধ্যমে আমরা উপর থেকে নজরে রাখতে পারব কোথায় আবর্জনা জমা করা রয়েছে। ওখান থেকে গন্ধ ছড়ালে যদি কোনও দূষণ হয় সেটা আমরা নজরে রাখতে পারব। এছাড়া যেখানে আবর্জনা জমা করে রাখা হচ্ছে বা প্লাস্টিক জাতীয় কিছু জমা করা হচ্ছে যেটা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক এটা আমরা চিহ্নিত করতে পারব। প্রথমে মানুষকে সচেতন করা হবে। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করে থাকেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তারজন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আমাদেরকে ড্রোন দিয়েছেন এবং টিম প্রোভাইড করেছেন। আমরা যৌথভাবে কাজ শুরু করেছি।

উল্লেখ্য এদিন নগরপাল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। শহরের রাস্তায় টোটো'র নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে এদিন হাওড়ার নগরপাল বলেন, আমিও মিডিয়ার মাধ্যমে খবর পেয়েছি সব জেলার জেলাশাসকদের রাজ্য পরিবহন দপ্তর থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে যেখানে জাতীয় স।ক এবং রাজ্য সড়কের উপর টোটো চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা নিয়ে খুব শীঘ্রই আমরা ডিএম, আরটিও সকলে একসঙ্গে বসে আলোচনা করব। কতো টোটো এখানে চলছে, এটাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় একটা পলিসি নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা করে এটাকে ব্যান করতে হবে। এটাকে একদিনেই পরিবর্তন করা যাবেনা। কারণ এটা বহুদিনের সমস্যা। অনেক বছর এখানে টোটো চলছে। অনেক মানুষের জীবন জীবিকা এরমধ্যে জড়িত রয়েছে। সবকিছু চিন্তাভাবনা করে একটা সমাধানের পথ বের করার চেষ্টা করা হবে। সকলের সহায়তা কাম্য।

চিংড়িঘাটা-নিউটাউন পর্যন্ত নতুন উড়ালপুল নির্মাণের কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার চিংড়িঘাটা থেকে নিউটাউন পর্যন্ত নতুন উড়ালপুল নির্মাণের কাজ শুরু করছে। পুজোর আগেই এজন্য দরপত্র ডাকা হতে চলেছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই উড়ালপুল নির্মাণের জন্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, চিংড়িঘাটা থেকে মহিষবাথান পর্যন্ত প্রস্তাবিত উড়ালপুলটি হবে চার লেনের। লম্বায় হবে ৬ কিমি। চিংড়িঘাটা থেকে শুরু হয়ে এই উড়ালপুল নিকোপার্ক থেকে ডান দিকে ঘুরে মহিষবাথানে গিয়ে নামবে। উড়ালপুল থেকে ২টি র‍্যাম্প নামবে। একটি র‍্যাম্প নামবে কলেজ মোড়ের দিকে, অন্যটি নামবে গোদরেজ ওয়াটার সাইডের দিকে। কলেজ মোড়ের দিকে যে র‍্যাম্প নামবে সেটিয়া দিয়ে উড়ালপুল থেকে নামা যাবে। অপরদিকে গোদরেজ ওয়াটার সাইডের দিকে যে র‍্যাম্প নামবে তা দিয়ে উড়ালপুলে ওঠা যাবে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল কলকাতা মেট্রোপলিটন উন্নযন কর্তৃপক্ষ - কে এম ডি এ এই উড়ালপুল নির্মাণের কাজ করবে। তবে পরে এই দাযিত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের পূর্ত দফতরকে। এই বিষয়ে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, এই উড়ালপুল তৈরির পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে।

যৌথ সিদ্ধান্ত নিল রেল ও রাজ্য বনদফতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ডুয়ার্স রুটের শিলিগুড়ি জংশন থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন পর্যন্ত ১৬২ কিলোমিটার রেলপথের মধ্যে থাকা মোট ১৩ টি এলিফ্যান্ট করিডরকে ইন্টুশন ডিভাইস সিস্টেম' এর আওতায় আনার যৌথ সিদ্ধান্ত নিল রেল ও রাজ্য বনদফতর। ওই রেলপথের মধ্যে থাকা মহানন্দা অভয়ারণ্য, চাপরামারি, গরুমারা জাতীয় উদ্যান, জলদাপাড়া ও বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ২০০৪ সালে গেজ পরিবর্তনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষে ৭৭ টি বুনো হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। শেষ দুর্ঘটনাটি ঘটে চলতি বছরের ১০ অগাস্ট চালসা ও নাগরাকাটা স্টেশনের ইন্টুশন ডিভাইস সিস্টেম' সংক্ষেপে যা আইডিএস নামে পরিচিত। রেলের দাবি উন্নত প্রযুক্তির ওই সফটওয়ার ব্যবহার করে রেলপথে শুধুমাত্র বন্যপ্রাণির মৃত্যু যেমন রোধ করা যাবে, ওই ডিভাইসের আওতায় থাকা ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত রেলপথে ঘটতে চলা কেনোরকম নাশকতা, রেললাইনে ফাটল, ভূমিধস ও বন্যার জল ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গেই অ্যালার্ট চলে আসবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিকটবর্তী গেটম্যান, স্টেশন মাস্টার, লোকোপাইলট ও রেলওয়ে কন্ট্রোল রুমে। ফলে এ।ানো যাবে দুর্ঘটনা। আপাতত ভারতীয় রেল সারা দেশে ওই ডিভাইস প্রতিস্থাপনের জন্যে ৭৯.১২ কোটি টাকা খরচ করবে। ইতিমধ্যেই অসমের লামডিং ডিভিশন, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নাগরাকাটা থেকে হাসিমারা, ওড়িশা ও কর্ণাটকে ভারতীয় রেল ওই আইডিএস প্রযুক্তি চালু করে ফেলেছে। ধাপে ধাপে সারা দেশের রেলপথকেই ওই প্রযুক্তির আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। শনিবার রেল ও রাজ্য বনদফতরের কর্তারা এক সমন্বয় বৈঠকে বসে দুর্ঘটনা প্রবণ ডুয়ার্স রেলপথকে ইন্টুশন ডিভাইস প্রযুক্তির আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেছেন। দুই তরফই আশাবাদী, ওই প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে বন্যপ্রাণীর মৃত্যুসহ যে কোনও রেল দুর্ঘটনা এ।ানো সম্ভব হবে।

One Station One Product (OSOP) stall at Shalimar station

শালিমার স্টেশনে ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট (ওএসওপি) স্টল।

নিউ টাউনের বনমালীপুর এলাকায় ফের দেখা দিল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ নিউ টাউনের বনমালীপুর এলাকায় ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছে। শুক্রবার রাতের অন্ধকারে তৃণমূল বুথ সভাপতির গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের তীর তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। টেকনোসিটি থানায় অভিযোগ দায়ের। স্থানীয় সূত্রেজানা গিয়েছে, পাথরঘাটা পঞ্চায়েতের তৃণমূল বুথ সভাপতি বাপি মণ্ডলের বাড়ির পাশেই রাখা ছিল তাঁর চারচাকা গাড়ি। গতকাল রাত ১টা নাগাদ প্রতিবেশী এক ব্যক্তির নজরে আসে গাড়িটি দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলছে। বাপি ও তাঁর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। সেই খবর পেয়ে বাপি বাড়ির বাইরে

বেরিয়ে আসলে দেখতে পান স্থানীয় তৃণমূলের কিছু কর্মীকে। অভিযোগ, তাঁরা পঞ্চায়েত সদস্য প্রবীর মণ্ডলের কিছু অনুগামী, বাইক নিয়ে সেখানে ঘোরাঘুরি করছে। বাপি রাতেই টেকনো সিটি থানায় পৌঁছে মৌখিকভাবে প্রবীর ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগও জানায়। উল্লেখ্য, এর আগেও বাপিকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে প্রবীরের অনুগামীরা। এমনকী সেই সময়ও টেকনোসিটি থানায় প্রবীর ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল। এদিন ফের একবার সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জড়াল শাসকদল। এর ফলে বনমালীপুর এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে শাসকদলের উচ্চ নেতৃত্বের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রাজ্যসড়কের অনিয়ন্ত্রিত টোটো অটো বন্ধ করতে পরিবহন দপ্তরের অভিযান

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাতীয় সড়ক বা রাজ্য সড়কের

উপর দেদার চলছে মোটর ভ্যান, অটো ও টোটো। প্রশাসনের তরফে জতীয় বা রাজ্য সড়কের উপর বারবার টোটো-অটো চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হযেছে। কিন্তু তাতেও ঠেকানো যাচ্ছে না টোটো দৌরাত্ম্য। একদিকে যেমন বাড়ছে যানজট ঠিক তেমনই দুর্ঘটনা ঘটছে। এবার টোটো, অটো ও মোটর ভ্যান বন্ধে রাস্তায় নামলো হুগলি পরিবহণ দফতর। শুক্রবার চন্দননগর কমিশনারেট এলাকার দীর্ঘাঙ্গী মোড় থেকে চুঁচুড়া পর্যন্ত অভিযান চালানো হয়। অভিযান চালিয়ে ১৫টি বেআইনি যান আটক করা হয়েছে। একইসঙ্গে বেআইনি মোটর ভ্যান প্রস্তুতকারক সংস্থাতেও অভিযান চালায. পরিবহণ দফতর। টোটো-ই রিকশ চলবে না! বাসরুটের হাল ফেরাতে কঠোর পদক্ষেপের পথে পরিবহণ দফতর। পরিবহণ দফতরের তরফে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে রাজ্য বা জাতীয় সড়কের উপর টোটো বা অটো চালাতে দেওয়া হবে না। তাসত্ত্বেও বেশ কিছু চালক নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে এই কাজ করছেন বলে জানা গিয়েছে। খবর যেতেই শুক্রবার শুরু হয় ধরপাকড়। পরিবহণ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে স্থানীয় থানার পুলিশও ছিল। পরিবহণ দফতরের হাতে পাকড়াও হতেই এক টোটো চালক বলেন, 'এতদিন এই রাস্তায় টোটো চলছিল। জানতাম না তাই চলে এসেছি। আর জাতীয. সড়কের উপর টোটো চালাবো না।

হাওড়ায় উদ্ধার প্রচুর পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি, এই ঘটনায় গ্রেফতার ৩

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ শুক্রবার রাতে হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়ের গড়ফা মোড়ে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি। কলকাতা থেকে বিহারগামী একটি বাসের ছাদে ওই বাজি রাখা ছিল। বাসের ছাদে অতিরিক্ত উচ্চতায় পণ্য বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার সময় গড়ফা ব্রিজে সেটি ধাক্কা লেগে পড়ে যায় বাজি বোঝাই বস্তা। কোনা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাজির বস্তা বাজেয়াপ্ত করে। বাসটিকেও আটক করে পুলিশ। গোটা বাসে তল্লাশি চালানো হয়। কোথা থেকে এই নিষিদ্ধ বাজি এসেছে বা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা জানার চেষ্টা করছেন পুলিশ আধিকারিকরা। ভিন রাজ্যে পাচারের আগে হাওড়ার জগাছায় বাস থেকে নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার প্রসঙ্গে এদিন হাওড়ার নগরপাল

প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, শুক্রবার গড়ফায় একটা বাস থেকে প্রায় ২ হাজার কেজির উপর বাজি উদ্ধার হয়েছে (আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা)। এই ঘটনায় ড্রাইভার, কন্ডাক্টর সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের শনিবার কোর্টে তোলা হয়েছে। আমরা জানার চেষ্টা করছি কোথা থেকে এই বাজি আনা হচ্ছিল এবং বিহারে কার কাছে এই বাজি সাপ্লাই করা হচ্ছিল। পুরোটাই আমরা জানার চেষ্টা করছি। প্রাথমিকভাবে দেখা গেছে এগুলো সব শব্দবাজি। চকোলেট বোমা ছিল। গাড়রি মাথায় ওভারলোড করে বাজি পাচার প্রসঙ্গে নগরপাল বলেন, আমরা গতকালই (শুক্রবারই) সব ওসিদের নির্দেশ পাঠিয়েছি যাতে ওভারলোডিং নজরে রাখতে গা।গ্গিলো নিয়মিত চেকিং করা হয়। সারপ্রাইজ চেকিং চলবে। তাহলেই খারাপ কাজে যারা যুক্ত আছেন তাদের মধ্যে একটা প্যানিক তৈরি হবে। তাঁরা এই কাজ থেকে বিরত থাকবেন।

জয়নগর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তালিকায় মুখদের প্রাধান্য দেওয়া হলো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার জয়নগর ২ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ গঠন করা হলো বিডিও অফিস নিমপীঠে বিডিও ও দুই বিধায়কের উপস্থিতিতে। এদিন জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু, জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল সহ সভাপতি আনাম আলী খান ও জেলা পরিষদ সদস্য হাসনাবানু শেখ, উর্মিলা রায় ও খান জিয়াউল হক দের উপস্থিতিতে কর্মাধ্যক্ষ গঠন করা হয়। মোট ৯ টি দপ্তরের এই কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করা হয় ৯ জন বিজয়ী সমিতির সদস্যকে। এদিন পূর্ত দপ্তরের দায়িত্ব পান নলগোড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রদ্যুত অধিকারী, জনস্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব পান বেলে দূর্গানগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মাধব হালদার, খাদ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হন সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ওয়াহিদ মোল্লা,বিদ্যু দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হন বাইশহাটা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অনুপমা গায়েন,ভূমি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হন গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সেলিম শেখ, কৃষি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হন ময়দা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আয়ুব মোল্লা, শিক্ষা দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হন সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কর্ণকান্তি হালদার,মস্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হন ফুটিগোদা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুব্রত মন্ডল ও নারী শিশু কল্যান দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হন চুপ।ঝি।। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শেখ নাজমা বেগম। অন্যদিকে এদিন জয়নগর ১নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ গঠন করা হলো বিডিও অফিস বহড়ুতে বিডিও ও বিধায়কের উপস্থিতিতে। এদিন জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস, জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,সহ-সভাপতি সুহানা আলি বৈদ্য ও জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল বনানী গায়েন ও বন্দনা লস্করদের উপস্থিতিতে কর্মাধ্যক্ষ গঠন করা হয়। মোট ৯ টি দপ্তরের এই কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করা হয় ৯ জন বিজয়ী সমিতির সদস্যকে। এদিন পূর্ত দপ্তরের দায়িত্ব পান সন্তোষ কুমার নস্কর, জনস্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব পান হাজি সাইফুল লস্কর, খাদ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হন গোপাল চন্দ্র সরদার ,বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হন সজল কান্তি সাহা,ভূমি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হন শুকুর আলি মন্ডল, কৃষি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হন সান্তনু মালিক ,শিক্ষা দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হন মানস নস্কর,মস্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হন ভবেশ রঞ্জন চক্রবর্তী ও নারী শিশু কল্যান দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হন পাপিয়া মন্ডল।

সরকার কৃষকদের চাষের সাজসরঞ্জাম কিনতে অনুদান ঘোষণা করল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে কৃষকদের চাষের সাজসরঞ্জাম কিনতে সহায়তা বাবদ ১১০ কোটি টাকা অনুদান ঘোষণা করেছে। এর ফলে রাজ্যের কয়েক লক্ষ কৃষক ও কৃষি সমবায়গুলি উপকৃত হবে। রাজ্যের কৃষি দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, এই পর্বে ২৫ হাজার কৃষি সরঞ্জাম বণ্টন করা হবে। যার ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্য সরকার ভর্তুকি হিসাবে দেবে। হস্তচালিত যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ভরতুকি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পাওয়ার টিলার , পাম্প সেট সহ বিদ্যুৎ চালিত মেশিন কেনার জন্য ৩ লক্ষ টাকা এবং কাস্টম হায়ারিং সেন্টার স্থাপনের জন্য ১০ লক্ষ পর্যন্ত অর্থসাহায্য দেওয়া হবে। কাস্টম হায়ারিং সেন্টার বা কৃষি যন্ত্রাদি ভাড়া কেন্দ্র স্থাপনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এছাড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে সুদ বাবদ ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্য অনলাইনে আবেদন জমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। যা আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। কৃষি দফতরের তরফে জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে কৃষির উন্নয়নে এই প্রকল্প চালু করেন। এখনও পর্যন্ত ৪ কোটি ৯০ লক্ষ কৃষি সরঞ্জাম কেনার জন্য ৮৩০ কোটি টাকা আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি মিটল না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি পুরোপুরি মিটলই না, কলকাতার অবস্থা তো আরও খারাপ। বিগত কিছু দিন ধরে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হলেও, দক্ষিণবঙ্গে এবার থামবে ধারাপাত। দক্ষিণবঙ্গজুড়ে ফের চড়বে তাপমাত্রার পারদ। তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী থাকবে তিলোত্তমাতেও। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। উত্তরবঙ্গেও আপাতত ব।স। আবহাওয়া পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই।

যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য বিঘ্নিত মেট্রো পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ফের বিভ্রাটের শিকার কলকাতা মেট্রো। শনিবার সকালে ব্যস্ত অফিসটাইমে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে স্তব্ধ হয়ে গেল মেট্রো চলাচল। মেট্রোরেল সূত্রে খবর, কালীঘাট স্টেশনের কাছে যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে রবীন্দ্র সরোবর থেকে যতীন দাস পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। ফলে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন যাত্রীরা। তবে দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান পর্যন্ত এবং কবি সুভাষ থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার পর্যন্ত মেট্রো চালানো হচ্ছে। মেট্রোরেলের সিপিআরও কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, কালীঘাটে মেট্রো রেলের স্টার্টার সিগন্যাল অতিক্রম করার পরই এই যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা যায়। সমস্যা সমাধানের জন্য সকাল ৮.১২ মিনিটে রবীন্দ্র সরোবর থেকে যতীন দাস পার্ক পর্যন্ত লাইনে বিদ্যু সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কাজ শুরু হয়। শীঘ্রই মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হবে বলেও জানিয়েছেন সিপিআরও। তবে অফিস টাইমে মেট্রো পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার করাণে চরম সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা।

হারিয়ে যাওয়া ফোন ফেরালো বসিরহাট পুলিশ

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি যাওয়া আঠাশটি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল বসিরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,অভিযোগ পাওয়ার বরো দিনের মধ্যে আঠশ টি মোবাইল উদ্ধার করে শনিবার ফোনের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল বসিরহাট থানার পুলিশ । মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি মোবাইল মালিকরা।

আগ্নেযাস্ত্র ও এক রাউন্ড গুলি সহ গ্রেপ্তার এক

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ বসিরহাট থানার ইটিন্ডা চৌরঙ্গী থেকে গ্রেফতার এক দুস্কৃতি।পুলিশ সূত্রে খবর শুক্রবার রাতে সীমান্তবর্তী এলাকা ইটিন্ডা চৌরঙ্গী এলাকায় পলাশ ব্যানার্জি নামে ওই যুবক একটি আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল । স্থানীয়রা বুঝতে পেরে পুলিশকে খবর দেয়। বসিরহাট থানার পুলিশ গিয়ে ওই যুবককে গ্রেফতার করে। উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয় অস্ত্র ও এক রাউন্ড গুলি। পুলিশ সূত্রে খবর এর আগেও এই যুবকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আছে থানায. ।শনিবার ওই যুবককে বসিরহাট মহাকুমা আদালতে তোলা হয়।

বসিরহাটে রাস্তা অবরোধ সিপিআই-র

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ও রাজ্যে তৃণমূল সরকার এর বিভিন্ন দুর্নীতি করছে, এমন অভিযোগে,দুর্নীতির বিরোধিতায় এবং বসিরহাটের সাংসদ নুসরাত জাহানের গ্রেপ্তার এর দাবিতে শনিবার বসিরহাটে বিক্ষোভ মিছিল এবং পথ অবরোধে সামিল সিপিআই এর কর্মী সমর্থক সহ নেতৃত্ব । এদিন বিকালে সিপিআই এর পক্ষ থেকে এই বিক্ষোভ মিছিল এবং পথ অবরোধ করা হয়। বসিরহাট টাউন হল থেকে মিছিল শুরু হয়,ইটিন্ডা রোড হয়ে বোর্ড ঘাটে এসে ইটিন্ডা রোড অবরোধ করেন তারা।

মনিপুর ইস্যু নিয়ে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তৃণমূলের

তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা শাখা মনিপুর ইস্যু নিযে. রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন চালিযে.যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শাখার রাজ্যনেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আজ তৃণমূল ভবনে দলের বিভিন্ন জেলা শাখার সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে দলের তরফে আগামী বাইশে সেপ্টেম্বর এই ইস্যুতে রাজ্যের সব পুরসভা এলাকায.স্বাক্ষর অভিযান করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া. হয়েছে। পাশাপাশি তিন থেকে দশই অক্টোবর গ্যাসের ফানুস কর্মসূচিতে দলের মহিলা শাখার সদস্যরা রাজ্যের প্রতিটি ব্লকের গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে গিযে. উজ্জ্বলা যোজনা সহ বিভিন্ন বিষযে. তথ্য সংগ্রহ করবে বলেও ঠিক হযেছে।

কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার ইস্টার্ন রেলওয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে আজ (০৯.০৯.২০২৩) পূর্ব রেলের কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করেছেন। তিনি বিভিন্ন দোকান পরিদর্শন করেন, বিভিন্ন কর্মশালা সম্পর্কিত কার্যকলাপ ইউনিটের উদ্বোধন করেন, পূর্ব রেলওয়ের মানবসম্পদ উন্নয়ন উদ্যোগের অংশ হিসাবে কর্মশালায় এইচআরএমএস হেল্প ডেস্ক-কাম-অভিযোগ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। জিএম এর পরিদর্শনের সময় শ্রী গৌতম দত্ত, প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারইস্টার্ন রেলওয়ে, শ্রী বীর ভদ্র বিশ্বকর্মা, প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারইস্টার্ন রেলওয়ে এবং শ্রী সুভাষ চন্দ্র, চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, কাঁচরাপাড়া এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার্সের অন্যান্য প্রিন্সিপাল অফিসার এবং কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের সিনিয়র অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। মহাব্যবস্থাপক লোকো টেস্টিং শেড পরিদর্শন করেছেন, একটি সংস্কার করা বৈদ্যুতিক লোকোকে ফ্ল্যাগ অফ করে। এরপর শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইলেকট্রিক লোকো পিওএইচ শপ, ট্র্যাকশন মোটর শপ, লোকো হুইল শপ, কনভেনশনাল বডি রিপেয়ারিং শপ এবং অন্যান্য দোকানের মেঝে

পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে, মহাব্যবস্থাপক ১১ নং সপের হাই ভোল্টেজ টেস্ট বেঞ্চ, ৯ এ দোকানে ব্রেক সিলিন্ডার টেস্ট বেঞ্চ এবং ১৯ নং সপের পেইন্ট বুথেরও উদ্বোধন করেন।শুরুতে কর্মশালার হাইলাইট এবং কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা সম্বলিত একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ছিল। শ্রী দ্বিবেদী, মহাব্যবস্থাপক বলেছেন যে কর্মশালা অবশ্যই মানসম্পন্ন কাজের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যার মূল ফোকাস পর্যায়ক্রমিক ওভারহোলিং এবং কার্বন ফুটপ্রিন্টের মানের উপর।. শ্রী দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার কর্মশালায় আর্ট গ্যালারি এবং হেরিটেজ মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন।পরে মহাব্যবস্থাপক কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হাসপাতাল কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন এবং হাসপাতালে একটি আরও প্ল্যান্ট ও সংস্কারকৃত আইসিইউ ইউনিট উদ্বোধন করেন। শ্রী দ্বিবেদী, মহাব্যবস্থাপক কর্মশালা পরিদর্শন করার সময় বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের তাদের দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতা আরও উন্নতির জন্য পরামর্শ দেন।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত

মালিগাঁও, ০৯ সেপ্টেম্বর ঃ উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে ট্রেন নং. ০১৬৬৬।০১৬৬৫ (আগরতলা-রানি কমলাপতি-আগরতলা) স্পেশাল ট্রেন এবং ট্রেন নং. ০৫৬৯৫০৫৬৯৬ (আগরতলা-শিলচর-আগরতলা) ট্রেনের পরিষেবা ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলি পরিষেবার বিদ্যমান দিন, সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে চলাচল করবে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০১৬৬৫ (রানি কমলাপতি-আগরতলা)স্পেশাল ট্রেনটি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার করে চলাচল করবে এবং এর পরিষেবা ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০১৬৬৬ (আগরতলা-রানি কমলাপতি) স্পেশাল ট্রেনটি প্রত্যেক রবিবার করে চলাচল করবে এবং এর পরিষেবা ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও, ট্রেন নং. ০৫৬৯৫০৫৬৯৬ (আগরতলা-শিলচর-আগরতলা) ট্রেনটির চলাচল উভয় দিক থেকে ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ট্রেনটি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ও শনিবার করে চলাচল করবে। এই ট্রেন পরিষেবাগুলি বৃদ্ধি করার ফলে এই রুটগুলিতে চলাচলকারী অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা উপকৃত হবেন। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ জোকা-এসপ্ল্যানেড করিডোর (বেগুনি লাইন) মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। এই স্টেশনের কংক্রিটিংয়ের কাজ প্রায় শেষ। স্টেশন এবং প্লাটফর্মের ছাদের স্ক্যাফোল্ডিংয়ের কাজ বর্তমানে পিভিসি শীট দিয়ে ছাদের আচ্ছাদনের পাশাপাশি চলছে। কনকোর্স থেকে প্ল্যাটফর্ম এলাকায় এসকেলেটর বসানোর কাজও পুরোদমে চলছে। ম্যুরাল, পেইন্টিং ইত্যাদি দিয়ে সৌন্দর্যবর্ধনের কাজও শুরু হয়েছে। মেঝেগুলো গ্রানাইট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে এবং সেই কাজও প্রায় শেষের দিকে। এন্ট্রি এক্সিট পয়েন্টের কাজও চলছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে লিফটও বসানো হয়েছে। খুব শিগগিরই এসব কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৮১ সংখ্যা, রবিবার, ২৩ ভাদ্র ১৪৩০

ঠাণ্ডা যুদ্ধ থেকে বিরতি জিনপিংয়ের

সম্পাদকীয় ১

এখন আর ঠাণ্ডা যুদ্ধ নয় বললেন চিনের চেয়ারম্যান শি জিনপিং। তিনি বলেছেন জলবায়ু এবং ভাইরাস নিয়ে লড়াই করতে হবে। আগামি দিনে বিশ্বের কাছে আর বেশি কঠিন সময় আসতে শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বে আগের মতো স্বাভাবিক অবস্থা নাও থাকতে পারে। সেই কারণে এখন সব রাষ্ট্রকে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। সেই কারণে এখন আর ঠাণ্ডা যুদ্ধ নয়। আমেরিকার সঙ্গে চিনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সময় থেকে চিন সুর বদলাতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের আগ্রাসী নীতির কোনও পরিবর্তন না করলে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলতে থাকবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিকবিদেরা। চিন বারবার বলতে শুরু করে দিয়েছে যে তারা যুদ্ধ চায় না। কিন্তু চিন যেভাবে ক্ষেপনাস্ত্র অস্ত্র পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে পেন্টাগনের। চিন ইতিমধ্যে সুপারহাইপারসনিক ক্ষেপনাস্ত্র তৈরি করে তাকে সারা বিশ্বে চক্কর দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তুর দিকে হানা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল এবং তাতে সফল হয়। ফলে চিনের ক্ষেপনাস্ত্র শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ক্ষেপনাস্ত্র তৈরি করা এবং তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও চিন কিন্তু খুবই গোপনে সেই সব মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করতে শুরু করেছে। চিন এখন পাকিস্তানকে দিয়েছে বহু আধুনিক অস্ত্র যেসব অস্ত্র দিয়ে তালিবানরা কাবুল দখল করতে পেরেছে। চিন এবং পাকিস্তানের সহযোগিতা না থাকলে কাবুলের গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটত না। পাকিস্তান এবং চিন বুদ্ধি করেই তালিবানদের অস্ত্র সেনা দিয়ে সাহায্য করেছে। আমেরিকার সঙ্গে দোহাতে যে চুক্তি তালিবানরা করেছে সেখানেও পাকিস্তানের হাত রয়েছে। আমেরিকার সরকার এবং তালিবানদের বাধ্য করা হয়েছে আলোচনায় বসতে। আমেরিকা সরকার তালিবানদের শত্রু বলে মনে করে না। আবার তালিবানরাও আমেরিকাকে এখন শত্রু দেশ বলে মনে করে না। একেবারে ভিয়েতনাম পলিসি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। ভিয়েতনাম আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে এবং নতুন ভিয়েতনাম গড়তে আমেরিকা যথেষ্ট সহযোগিতা করছে। বিভেদ ভুলে ব্যবসার বাণিজ্যে প্রসার বৃদ্ধি করতে হবে আমেরিকা এবং চিনকে। তাইওয়ান বা হংকংয়ে চিনা আগ্রাসনের প্রসঙ্গে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যালাপ হলেও বিশ্বের অর্থনৈতিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে আরও দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এবারে একই সুর শুনতে পাওয়া গেল আমেরিকায় চিনের রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে। চিনের দূত শিন গ্যাং বলেছেন, চিন এবং আমেরিকা এখন ঠাণ্ডা যুদ্ধের মনোভাবকে সরিয়ে ফেলে দিতে চায়। এখন একে অপরকে সহযোগিতা করতে চায়। চিনের সরকারি সংবাদ সংস্থা শিনহুয়া এই খবর প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি আমেরিকার একটি গবেষণা সংস্থার অনলাইন সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন চিনের ওই দূত। তিনি সেখানে বলেছেন, তিরিশ বছর হয়ে গেল ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এই দুই দেশের উচিত ভাবাদর্শকে সমানে রেখে দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্বকে সরিয়ে রেখে মৈত্রী গড়ে তোলা। সময়ে ধারাকে বজায় রেখে এখন মানুষের কথা ভাবার সময় এসে গিয়েছে। শান্তির পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে দুই রাষ্ট্রকে। একই সঙ্গে শিন জানিয়েছেন যে এখন উচিত হচ্ছে পারস্পারিক সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলা।

পাকিস্তানের কাশ্মীর নীতি...

সম্পাদকীয় ২

ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় থেকেই পাকিস্তান বরাবারই ভারত বিরোধী কাজ করে এসেছে। কাশ্মীর হচ্ছে যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মোদি সরকার বলেছে যে আজকের কাশ্মীর আর আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কাশ্মীরের বিস্তর ফারাক ঘটে গিয়েছে। যে কাশ্মীরে ভারতীয় পতাকা তুলে গিয়ে ভয় পেয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেই কাশ্মীরে এবারে ভারতীয় পতাকা তুলে দিলেন মোদি সরকার। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এতখানি সাহস আগের কোনও সরকার দেখাতে পারেনি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাশ্মীরের কোনও ব্যাপারে হাত দিতে দ্বিধাবোধ করতেন। ফলে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদ বা সেখানকার আব্দুল্লা পরিবার যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো তাই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মেনে নিতেন। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর কালেও এতখানি সাহস দেখাতে পারে বিজেপি দল যা মোদি সরকার করে দেখালো। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ তার প্রমান দিতে কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে দিল। লাদাখকে জম্মু কাশ্মীর থেকে আলাদা করে দিল মোদি সরকার। ফলে লাদাখ এখন আর একটি সম্পূর্ণ আলাদা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। কাশ্মীরটাকে দুই ভাগে ভাগ না করে দিলে কাশ্মীর শাসন করাটা বেশ মুশকিল হতো কেন্দ্রীয় সরকারের। লাদাখকে কাশ্মীর থেকে বাদ দিয়ে একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করাটা কিন্তু পাকিস্তান বা চিন ভালো নজরে দেখেনি। তারা লাদাখ এবং কাশ্মীরের বেশ কিছু অংশ দখল করে রয়েছে। চিন তো কাশ্মীরের আর্থিক করিডর তৈরি করেছে। সেটা বেআইনী তা নিয়ে ভারত প্রতিবাদ করেছিল। চিন ভারতের কথায় কান দেয়নি। ফলে কাশ্মীরে চিনের উপস্থিতি উদ্বেগ বৃদ্ধি করেছে। রাজনৈতিক দক্ষ খেলোয়াড় হিসাবে প্রধানমন্ত্রী মোদির নাম রয়েছে। তার ফলে তাঁর কূটনীতির সঙ্গে পাকিস্তান পেরে উঠছে না। সেই কারণে চিন ছাড়া পাকিস্তানের এখন বাঁচার কোনও উপায় নেই। চিনকে সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীর সম্পর্কে লড়াই করে চলেছে পাকিস্তান। সম্প্রতি চিন পাকিস্তান আলোচনায় বারবার কাশ্মীর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

কালী সাধক রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ জানতেন, কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির উত্তরণকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে মা শ্যামার আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন রামপ্রসাদ। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে রামপ্রসাদ ভক্তিরসকে নিয়ে এসেছিলেন বাংলায়। মা কালীর ভক্তি রসের সঙ্গীত ধারার প্রবর্তন করলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি মা কালীর দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মা কালীর পরম ভক্ত। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন।

জি-২০ সম্মেলনে ভারত-মার্কিন বৈঠক

দুই দেশের প্রযুক্তির সহযোগিতা

রবীন্দ্র কুমার শীল

জি-২০ সম্মেলনকে আরও বেশি করে শক্তিশালী করার কথা বললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাতে সায় দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। জি-২০ সম্মেলনকে আরও বেশি করে আন্তর্জাতিককরণ করার কথা প্রাধান্য দিতে শুরু করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী। উভয় চাইছেন জি-২০ সম্মেলনের বিশ্বের সব দেশ সদস্যপদ গ্রহণ করুক এবং বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধান করা নিয়ে ঐক্যমত তৈরি করুক। এদিকে বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলি বিপদের মধ্যে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তারা মনে করছে যে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। বিশ্বের সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলি একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা এবং ভারত। তাহলে কি আগামী দিনে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং গণতান্ত্রিক দেশ বলে দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে তা নিয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করতে শুরু করেছে। জি-২০ সম্মেলন এবারে চিন এবং রাশিয়া প্রেসিডেন্ট উপস্থিত থাকছেন না। তাদের পরিবর্তে এসে চিনের প্রধানমন্ত্রী এবং রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী দিল্লিতে উপস্থিত হয়েছেন। তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না যতক্ষণ না চিন এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট সবুজ সঙ্কেত না দিচ্ছেন। চিন এবং রাশিয়ার প্রতিনিধিদের সবুজ সঙ্কেত পেতে প্রেসিডেন্টের ওপরে নির্ভর করতে হবে। চিনের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন সেখানকার প্রধানমন্ত্রী। আর রাশিয়ার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন সেখানকার বিদেশ মন্ত্রী লাভারভ। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন কোনও অজুহাত তৈরি না করে সরাসরি তিনি নয়াদিল্লিতে উপস্থিত হয়েছেন। ভারতের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্ক ক্রমশ মধুর হতে শুরু করেছে। এদিকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক উপস্থিত। তার ফলে দেখতে পাওয়া গেল যে এবারে জি-২০ সম্মেলনে গণতান্ত্রিক দেশগুলি প্রতিনিধিত্ব করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন এবং রাশিয়া চাইছে বিশ্বের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি এক হোক। আর ওদিকে আমেরিকা চাইছে বিশ্বেরর সব গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এক হোক। তাহলে আগামি দিনে বিশ্ব দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকা ভারতকে প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে। তার মানেই হচ্ছে ভারতের যে চিন ভীতি রয়েছে তার হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করা। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশ যদি বিপন্ন হয়ে পড়ে তাহলে বিশ্ব থেকে গণতন্ত্র শব্দটি একেবারে মুছে যাবে সেটা স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। সেই কারণে তিনি রাশিয়া এবং চিনের প্রেসিডেন্ট উপস্থিত না থাকলেও তিনি কিন্তু নয়াদিল্লিতে উপস্থিত হয়ে ভারতের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক তৈরি করে ফেললেন। সীমান্ত সুরক্ষার জন্য জেট প্লেন থেকে শুরু করে ড্রোন এবং যুদ্ধ বিমান কেনার ব্যাপারে কথা হয়েছে বাইডেনের সঙ্গে মোদির। আমেরিকার পক্ষে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সুসম্পর্ক তৈরি করার পথ। ইউক্রেন যুদ্ধ করতে গিয়ে রাশিয়া সারা বিশ্বকে বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত করে ফেলার চেষ্টা করছে। আমেরিকা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য

ইউরোপের আর্থিক অবস্থা থেকে শুরু করে কৃত্রিম খাদ্য সঙ্কট তৈরি করার চেষ্টা করছে রাশিয়া। সারা বিশ্বে জ্বালানি সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করেছে। রাশিয়ার তেল সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়ার ফলে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলি তার ফায়দা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। আরবের দেশগুলি এখন তেল নিয়ে রাজনীতি করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া তেল সরবরাহ যদি স্বাভাবিক হতো তাহলে কিন্তু মধ্য প্রাচ্যের তেলের দেশগুলি সাহস পেতে না। কিন্তু রাশিয়ার জন্য মধ্য প্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলি আর্থিক দিক দিয়ে চাঙ্গা হতে শুরু করে দিয়েছে। তারাই এখন ফিফার মতো বিশ্বকাপ ফুটবল খেলাকে পরিচালনা করছে এবং আন্তর্জাতিক বিনোদন মঞ্চ তৈরি করে সাংস্কৃতিক ব্যবসা করার চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছে। জি-২০ সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে এই সব বিশদে আলোনচনা করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আগামি দিনে সৌর শক্তি কীভাবে জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব পরিবেশকে বিষাক্ত করতে শুরু করে দিয়েছে তা কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন। তিনি বলতে শুরু করে দিয়েছে যে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি লক্ষ্যই হচ্ছে গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে নষ্ট করে দেওয়া। গণতন্ত্রকে নষ্ট করে দিয়ে সেখানে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে চিন এবং রাশিয়া। রাশিয়ার মতো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দেয় না। চিনও মানবাধিকার নিয়ে কোনও কথা বলে না। একমাত্র গণতান্ত্রিক দেশগুলি মানবাধিকারের কথা বলে থাকে। জাপান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে আস্থা রাখতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশই কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে যেটা রাশিয়ার পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং একেবারে অপছন্দ করেন। যদি রাশিয়া এখন আর কমিউনিস্ট দেশ নয় তবে তার সমাজতন্ত্রকে বিশ্বাস করে। তবুও রাশিয়ার কমিউনিস্ট প্রভাব রয়েছে বিশ্বের কমিউনিস্ট দেশগুলির ওপরে। চিন এখন সারা বিশ্বে সমাজন্ত্রকে প্রসারিত করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। নেপালের রাজতন্ত্রকে পতন করিয়েছে চিন। সেখানে নেপাল কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী করেছে চিন। উত্তর কোরিয়াকে কমিউনিস্ট দেশ হিসাবে মানচিত্রে স্থান দিতে শুরু করে দিয়েছে চিন। চিন এখন তাইওয়ানের গণতান্ত্রিক দেশের ওপরে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করছে। শ্রীলঙ্কার মতো গণতান্ত্রিক দেশে গৃহ যুদ্ধ পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিল চিন। তবে সেখানে কিন্তু কমিউনিস্ট শাসন উপস্থিত হতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানকার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে। তারা চিনকে সহ্য করতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিনের তিব্বত নীতি। চিন তিব্বতে প্রবেশ করে সেখানে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে এবং বৌদ্ধ ধর্মের ওপরে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছেন লামারা। চিন তিব্বতকে সেনা দিয়ে শাসন করছে যে তিব্বত এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হতো। সেই কারণে শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ সন্ন্যসীরা কমিউনিস্ট শাসনকে একেবারে অপছন্দ করতে শুরু করে দিয়েছে। রশিয়া এখন আর কমিউনিস্ট দেশ নয়। তবে কমিডনিস্ট ঘেঁষা বলা যেতে পারে। ভারতের চার পাশে অশান্ত পরিবেশ তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের পাশে বাংলাদেশ, নেপাল ছাড়া সঠিক পাশ্ববর্তী গণতান্ত্রিক দেশ বলে কাউকে বলা যেতে পারে না। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দেশ হলেও সেখানকার সেনারা হচ্ছে প্রধান শক্তি। তারা যাকে পছন্দ করবে তারা পাকিস্তানের সরকার গঠন করতে পারবে। জি-২০ সম্মেলন ভারতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। শুধু ভারতের একার সমস্যা নয় সব দেশের সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং তার সমাধান কীভাবে করা যেতে পারে তার পথ তৈরি করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে যে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এখন গোটা বিশ্বে নতুন করে ঠাণ্ডা যুদ্ধ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে নয়াদিল্লি জি-২০ সম্মেলনের যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করতে তাতে বিশ্বকে নতুন পথে দিশা দেখাবে বলে বিশ্বাস করে ভারত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন এই প্রথম ভারত জি-২০ সম্মেলন করলো। দুইদিন ধরে বিশ্বের গঠনমূলক আলোচনাা করা হবে। নতুন করে বিশ্বকে পথ দেখাবে ভারত বলে বিশ্বাস করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জি-২০ সম্মেলনের ঘোষণাপত্র তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাতে সিলমোহর দেবে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা। তারপরে সেই ঘোষণাপত্রের অঙ্গীকারবদ্ধে সবাই যুক্ত হবেন। এদিকে চিনের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে চিন ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে। চিন সেখানকার সমস্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে। বিশ্ব যা গ্রহণ করবে চিন তা গ্রহণ করবে। বিশ্বের সমস্ত দেশের সঙ্গে একমত হয়ে চিন সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকবে। এদিকে ইউবোপের দেশগুলি ইউক্রেন নিয়ে ভারত কী ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে তারা অপেক্ষা করছে। ভারত যাতে ইউক্রেন সমস্যার সমাধান করার কোন সূত্র বের করতে পারে তাহলে তাতে সায় দিতে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা প্রস্তুত থাকবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে কোনও সমাধান সূত্র পাওয়া সম্ভব হয়নি বলে জানাতে পারা গিয়েছে। যদিও ভারত ইতিমধ্যে চাইছে ইউক্রেন রুশ যুদ্ধ বন্ধ হোক। এখন যুদ্ধের সময় নয় এটা প্রধানমন্ত্রী বারবার বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন জি-২০ সম্মেলনে সেই কথাও তিনি সবার সমানে উপস্থিত করাবেন। ইউক্রেনকে মানবিক সাহায্য দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা হোক রাশিয়ার ওপরে। যদিও রাশিয়া এখনই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে চায় না। তারা বলেছে ইউক্রেন অস্ত্র ত্যাগ করলে রাশিয়া যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করবে। তবে ইউক্রেনকে ঘোষণা দিতে হবে তারা অস্ত্র ত্যাগ করছে। তবেই রাশিয়া যুদ্ধ বিরতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে পারে। এই জটিল সমস্যার সমাধান করা কি সম্ভব হবে জি-২০ সম্মেলন তা নিয়ে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা কোনও মত দিতে পারছেন না।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের রক্তের সম্পর্ক

বিশেষ প্রতিনিধি

রক্তের সম্পর্ক ভারতের সঙ্গে বললেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দুই ঘণ্টা ধরে আলোচনা করেছেন। একান্ত বৈঠক। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেই বৈঠক সেরে এসে সাংবাদিকদের সমানে উপস্থিত হয়ে বলেছেন যে চিনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক। আর ভারতের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে ভারত যেভাবে এগিয়ে এসেছিল তা অন্য কোনও দেশ এগিয়ে আসেনি। বাংলাদেশকেপ্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল ভারত। তারপরে রাশিয়া। আসন্ন বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারতের সঙ্গে কোনও কথা হয়নি বলে স্বীকার করে নিয়েছে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বৈঠক হওয়ার সময়ে উপস্থিত ছিলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর এবং বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী মোমেন। বাংলাদেশের সঙ্গে কৃষি গবেষণার উন্নতি, টাকার লেনদেনের সহজিকরণ

করা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় নিয়ে সমঝোতাপত্র সাক্ষর করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জি-২০ সম্মেনের অমন্ত্রিত অতিথি। তার ফলে তিনি নয়াদিল্লিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মোদির হাত ধরে বাংলাদেশ তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথাকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার সুযোগ পেল বলা যেতে পারে। এর জন্য বাংলাদেশের সরকার ভারতের সহযোগিতায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে। ভারতের সঙ্গে আলোচনা করার পরই শেখ হাসিনা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আগামি কয়েক মাসের মধ্যে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন তা ভূকৌশলগত দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের মৌলবাদী সংগঠনগুলি সক্রিয় হতে শুরু করেছে। তারাই এখন বাংলাদেশ সরকারের চিন্তা কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি জামাত-এ ইসলাম জামানায় জঙ্গি সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেখানে আওয়ামি লিগ সরকার উন্নয়নের কথা বলেছে। সাধারণ নির্বাচন করার সময়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রসঙ্গ একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রী মোমেন। তিনি বলেছেন যে বর্তমান সরকারই সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করবে বাংলাদেশে। হাসিনা সরকার বাংলাদেশের নির্বাচনে পশ্চিমী চাপের করথা প্রকাশ করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে। চিন সম্পর্কে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী বলেছেন সেই দেশের সঙ্গে শুধু মাত্র ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করা হবে। ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই যে বাংলাদেশ চিনের দিকে চলে গিয়েছে। মুক্তি যুদ্ধের সঙ্গী হিসাবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের রক্তের সম্পর্ক। সেটা কোনও দিন মুঝে যাবে না।

হেরিটেজ কলকাতার কালী বাড়ি

কলকাতায় আনন্দমীয় কালী বাড়ি রয়েছে। কালী মূর্তি সব সময়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারন করে থাকে। কিন্তু কোথাও কোথাও কালী মূর্তি অভয়া মূর্তি এবং আনন্দময়ী মূর্তি ধারন করে অবতীর্ণ হয়েছেন। কালী হচ্ছে তান্ত্রিকদের দেবী। আগে যেমন বুদ্ধদেব মূর্তিকে স্মরণ করে তন্ত্র উপাসনা করতো বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা। তিব্বতে বৌদ্ধরা তন্ত্র উপাসনা করে থাকে। এখনও তিব্বতে তন্ত্র সাধনা হয়। নেপালও বাদ যায় না। বৌদ্ধরা বেশি করে তন্ত্র সাধনায় রত থাকে। কালী মূর্তি হচ্ছে তন্ত্র সাধকদের সাধনার প্রাণ কেন্দ্র। এই মূর্তিকে সামনে রেখে তন্ত্র সাধনা করে চলে বহু কাল ধরে। এখনও ভারতের বেশ কয়েকটি স্থান সন্ত্র সাধনা করা হয়। তবে তন্ত্র সাধনা করতে গেলে মহাশশ্মান দরকার। দালান রীতিকে অবলম্বন করে একটি আনন্দময়ী কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে

নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে। আনন্দময়ী কালী মূর্তিটি দক্ষিণ দিকে করে রয়েছে। ফলে এই কালী মূর্তিকে কেউ কেউ দক্ষিণা কালী বলে জানে। মনিমোহন ব্যানার্জি এই কালী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মন্দিরের পুরোহিতরা বলেন, প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের প্রাচীন এই কালী মন্দিরটি। দেবী কালী কালো পাথরে নির্মিত। বিগ্রহের উচ্চতা প্রায় দুই ফুট। দেবী এখানে শশ্মান কালী রূপে বিরজিত। মন্দিরে নারায়ণ শিলা এবং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। দেবী মূর্তি মাটিতে প্রায় দেড়ফুট প্রোথিত রয়েছে। ফলে দেবীকে আর উপরের দিতে তুলে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। কালী পুজো দিনে এখানে মহাপুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। এলাকার বহু বাসিন্দারা এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করে।

স্কুলে দুই শিক্ষকের মারামারি, আতঙ্কে ডকে উঠল পড়াশোনা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার স্কুলের মধ্যেই দুই শিক্ষকের বচসা। সূত্রের খবর, এতে ভন্ডুল হয়ে যায় ক্লাস। উত্তেজিত দুই সহকর্মীর রুদ্রমূর্তি দেখে ছোটাছুটি পড়ে যায় স্কুলে। কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধা হাইস্কুলের ঘটনা। ঘটনায় এদিক- ওদিক ছুটোছুটি শুরু করে দেয় ছাত্রছাত্রীরা। ছুটে যান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। গন্ডগোল এতটাই তীব্র আকার ধারণ করে যে, শেষ পর্যন্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে ডাকতে বাধ্য হয়। পুলিশ স্কুলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে তড়িঘড়ি বৈঠকে বসতে হয় বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিকেও। যে বৈঠকে শিক্ষক, শিক্ষিকা ছাড়াও অনেক অভিভাবকও হাজির ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে দু'টি পক্ষ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেকদিন থেকেই দু''পক্ষের মধ্যে সমস্যা চলছে। মাঝেমধ্যে গন্ডগোলও বেঁধে যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, শনিবার বিদ্যালয়েরই দুই শিক্ষক জাকির হোসেন এবং এমডি সফিউল্লা নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন। শুরু হয় চিৎকার, চেঁচামেচিও। বিষয়টি জানতে ছুটে যান বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শিক্ষকদের ছুটোছুটির দিকে যায় বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদেরও। যার জেরে মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয় স্কুল চত্বরে। তারাও বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে থাকে। অন্যদিকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে ''মারপিট'' হচ্ছে বলে খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়তেই অভিভাবক- সহ অনেকেই স্কুলের সামনে গিয়ে জমায়েত হন। যার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ দ্রুত বিদ্যালয়ে ছুটে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে স্কুলের টিচার ইনচার্জ বাবুলাল সিং বলেন, ''এটা প্রশাসনিক বিষয়। কাজ নিয়ে দ্বন্দ্ব, কিন্তু কোনও পারিবারিক বা সামাজিক দ্বন্দ্ব নয়। কাজের ক্ষেত্রে অনেকের মনোমালিন্য হতে পারে। কোনও হাতাহাতি হয়নি। প্রথম দিকে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। ভালোমন্দ কথা-ভুলভাল কথাও হয়েছে। এখন সেটা মিটে গিয়েছে। আমরা সুন্দরভাবে মিটিয়েরে মধ্যে দিয়ে মিটিয়ে ফেলেছি।''

সাম্মানিক ভাতা বাড়ানোর আবেদন ডেঙ্গি সার্ভে দলের সদস্যদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ঝড়, বৃষ্টি, রোদে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করলেও সাম্মানিক ভাতা খুবই কম মিলছে। এজন্য সাম্মানিক ভাতা বাড়ানোর আবেদন জানালো জলপাইগুড়ি শহরের ডেঙ্গি সার্ভে দলের সদস্যরা। জলপাইগুড়ি পুরসভার কাছে এই আবেদন জানান তারা। পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ডেঙ্গি

সচেতনতা সার্ভে করার জন্য এবার মহিলা কর্মীদের দল নিয়োগ করেছে পুরকর্তৃপক্ষ। শনিবার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে সার্ভের কাজ করার সময় ডেঙ্গি প্রতিরোধ সহায়িকা দলের কর্মী ঝুমা চক্রবর্তী বলেন, বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে আমরা ডেঙ্গি প্রতিরোধের কাজ করি। জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে আমাদের এই মহিলা সার্ভে টিম তৈরি করা হয়েছে। তবে আমাদের যে সাম্মানিক ভাতা দেওয়া হয় তা খুবই কম। অথচ জলপাইগুড়ি পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিয়মিত কাজ করে চলেছেন তারা। তাই জলপাইগুড়ি পুরসভার কাছে আবেদন, আমাদের সাম্মানিক ভাতা কিছুটা বাড়িয়ে দিলে আমাদের কাজ করার আগ্রহ আরও বেশি বাড়বে।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপিকে একহাত নেন মহম্মদ সেলিম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপিকে একহাত নেন তিনি। তিনি বলেন, আলাদা করে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের কোন প্রয়োজন ছিল না। এরা আলাদা করতে চাইছে কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে পারে পশ্চিমবঙ্গ দিবস তিনি সৃষ্টি করেছেন আর বিজেপি চাইছে যাতে তারা দাবি করতে পারে শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় চালু করেছে। এসব স্বৈরতান্ত্রিক দল এরকমই

করে। ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নয় আরএসএসের রাজনীতির জয়। শুক্রবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচন নিয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তবে গত বিধানসভা নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচন এবং তারপর পঞ্চায়েত নির্বাচনের তুলনায় বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের সংখ্যা বেড়েছে। সিপিএম এবং কংগ্রেসের জোট ধীরে ধীরে বাড়ছে বলে দাবি করেন তিনি। যদিও হারের বিষয়টি দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে পর্যালোচনা করা হবে বলে জানান তিনি। দলের নীতি ও লক্ষ্য কেন মানুষের কাছে পৌঁছালো না বা মানুষ কেন এই জোটকে সমর্থন করলো না তা খতিয়ে দেখার হবে বলে জানান। তবে এই নির্বাচনের আগেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধূপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করায় শাসকদল বাড়তি সুবিধা পেয়েছে বলেও জানান তিনি।

রাতের অন্ধকারে হাতির পাল তছনছ করল এলাকা, মাথায় হাত চাষীদের

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ফের হাতির হানা। ৩০ টি হাতির পাল এবার তছনছ করে দিল এলাকার ১৫ বিঘা জমির ধান। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটার লুকসান চা-বাগানের জঙ্গল লাইনে। ধান এখন ক্রমশঃ বাড়ছে। সেই ধানের এই করুণ পরিস্থিতি দেখে মাথায় হাত সেখানকার চাষিদের। শনিবার সকালে তাঁরা এই নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। বন দফতরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জার অশেষ পাল বলেন, লোকালয়ে ঢুকে পড়া হাতির পালের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে বনকর্মীদের চেষ্টায় কোনও খামতি নেই। জঙ্গল লাইনের ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন করলে নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন। বন দফতর সূত্রে ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়নার জঙ্গল থেকে হাতির পালটি বেরিয়ে গ্রাসমো। চা-বাগানের ৪ নম্বর গেট হয়ে রাতে লুকসান চা-বাগানে হানা দেয়। সেখানকার জঙ্গল লাইন- লাগোয়া স্থানে কুজি ডায়না নদীর ধারে বিস্তীর্ণ জমিতে এলাকার চাষিরা প্রতি বছরই ধান চাষ করেন। রাতে হাতির দলটির লক্ষ্যই ছিল ওই সবুজ ধানখেত। কচি ধানের কান্ডের রস হাতির অত্যন্ত প্রিয়। কিছুটা সাবাড়ের পরে বাকি অংশ পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে নষ্ট হয় ধানগাছগুলি। বিন্দু এক্কা নামে এক মহিলা বলেন, তাঁর পরিবারে ১০ জন লোক। অথচ বাগানে কাজ রয়েছে ১ জনের। একার রোজগারে সংসার চলে না। এই ধানই ছিল সারা বছরের ভাতের ভরসা। ওই আশাও শেষ হয়ে গেল।

সাত দিন নিখোঁজ থাকা যুবককে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ অবশেষে সাত দিন নিখোঁজ যুবক থাকা যুবককে উদ্ধার করল গাজল থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে ওই যুবককে উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর শনিবার ওই যুবককে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ মোবাইলের সূত্র ধরে নিখোঁজ থাকা ওই যুবককে উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া ওই যুবকের নাম ধনীশ্বর সরকার । তবে ওই যুবক কোনরকম ভাবে অপহরণ হয়নি। কি কারনে নিখোঁজ হয়েছিল সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে এক সদ্যোজাতের মৃত্যুর ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো চাঁচলে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে এক সদ্যোজাতের মৃত্যুর ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো চাঁচলে। মৃত সদ্যোজাত শিশুর পরিবারের লোকেরা ওই বেসরকারি নার্সিংহোমে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে চরম বিক্ষোভ দেখান মৃত শিশুর পরিবারের লোকেরা। শুক্রবার গভীর রাতে এই ঘটনাকে ঘিরেই চাঁচল শহরের ওই বেসরকারি নার্সিংহোম চত্বরেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। নার্সিংহোম ভাঙচুর ও বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাঁচল থানার পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। একদিকে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে শিশু মৃত্যু। অন্যদিকে নার্সিংহোমে ভাঙচুর। উভয়পক্ষ পুরো ঘটনাটি নিয়ে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল থানার খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা সীমা পারভীন গত ৬ সেপ্টেম্বর বুধবার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে চাঁচল শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হন । ওইদিন রাতেই সিজার করে ওই গৃহবধূ একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু শুক্রবার সকাল থেকে আচমকায় সদ্যোজাতের জ্বর শুরু হয় । তার সঙ্গে চলে শ্বাসকষ্ট। এরপরই শুক্রবার গভীর রাতে ওই সদ্যোজাতের মৃত্যুর কথা জানানো হয় পরিবারের লোকেদের। আর তারপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মৃত শিশুর পরিবার থেকে গ্রামবাসীরা। এরপরই চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে ভাঙচুর করা হয় ওই নার্সিংহোমটি বলে অভিযোগ। মৃত শিশুর এক মাসি জাহানারা বিবি জানিয়েছেন, শুক্রবার থেকে ওই কন্যা সন্তানের ঘন ঘন জ্বর আসছিল। কিন্তু আমরা নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে বলেও কোনরকম পরিষেবা পায়নি। কন্যা শিশুর গায়ের জ্বর অনেকটাই উঠে গিয়েছিল। আমরা ভালো চিকিৎসা পরিষেবার দাবি করেছিলাম । কিন্তু ওরা পাত্তা দেয় নি । এরপর রাতেই আমাদের এই কন্যা শিশুর শ্বাসকষ্ট এবং জ্বরের জন্য শারীরিক অবস্থার অবনতির কথা জানানো হয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই শিশুর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি রয়েছে। এইব্যাপারে পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। চাঁচলের ওই নার্সিংহোমের ম্যানেজার মহম্মদ হাবিব জানিয়েছেন, কন্যা শিশুটির জন্মের পর থেকেই শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। তবে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ওই শিশুটিকে সুস্থ ভাবে বাঁচিয়ে রাখার। সব রকম চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। শ্বাসকষ্ট জনিত কারণেই শিশুটিকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায নি। এক্ষেত্রে চিকিৎসার কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই ওই শিশুর পরিবারের লোকেরা নার্সিংহোম ভাঙচুর করে কর্মীদের হেনস্তা করে। এই ঘটনার ব্যাপারে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

মালদা টাউন হলে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ইংরেজবাজার পৌরসভার উদ্যোগ মিড ডে মিলের আরো উন্নতি ও সঠিক পরিসেবা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আরবান এলাকার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হলো মালদা টাউন হলে। সঠিকভাবে মিড ডে মিল ছাত্র- ছাত্রীদের খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে ইংরেজবাজার পৌরসভার পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় বৈঠকের। উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, এক্সিকিউটিভ অফিসার কাউসার আলী, ইংরেজবাজার শহর চক্রের এসআই রিতা চৌধুরী, কাউন্সিলর দুলাল সরকার, কাকলি চৌধুরী, সন্ধ্যা দাস সহ অন্যান্য কাউন্সিলরা। মিড ডে মিলের রান্না স্কুলের পরিবেশ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় বৈঠকে। মিড ডে মিলের পরিষেবা দিতে কি কি সমস্যা রয়েছে তা জানতে চাওয়া হয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে। ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান পরিস্কার জানিয়ে দেন, ফিল্ম কোর্টের নির্দেশে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে সরকারি স্কুল গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে। সঠিক পরিষেবা দিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যা করণীয় তা করা হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং মিড ডে মিলের রান্না যাতে ঠিকঠাক হয় তা নির্দেশ দেন ইংরেজবাজার শহর চক্রের এস আই রিতা চৌধুরী।

অনলাইনে ব্যবসার নামে আর্থিক প্রতারণার ঘটনায় গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ অনলাইনে ব্যবসা করার নাম করে এক নার্সের কাছ থেকে কয়েক লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা করার অভিযোগ উঠলো সহকর্মীর বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের কর্তব্যরত নার্স ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ জমা করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। শনিবার ধৃতকে আদালতে পাঠানো হয় বলে পুলিশ জানিয়েছেন। জানা যায়, ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের টেকনোলজিস্ট রাজীব রায় হাসপাতালের নার্স লিপিকা মন্ডলের কাছ থেকে অনলাইনে ব্যবসা করার জন্য আট লক্ষ দশ হাজার টাকা বিভিন্ন ভাবে নিয়েছে। এই ব্যবসায় প্রচুর লাভ রয়েছে বলে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। সেই প্রস্তাবে প্রথমে সায় দেন লিপিকা মন্ডল। এই ব্যবসার জন্য লিপিকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা অনলাইনে দেন এবং তিন লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছেন বলে দাবি। কিন্তু পরবর্তীতে লিপিকা জানতে পারেন এই ব্যবসা পুরোপুরি ফ্রড এবং এটি চিটফান্ড কোম্পানি। পরে এই টাকার জন্য রাজীবকে ফেরত দেওয়ার কথা বলা হলে টাকা দেযনি। বরং তাকে হেনস্থা করা হযেছে বলে অভিযোগ করেন লিপিকা। এই ঘটনার পর নার্সের সহকর্মী রাজীব রায়ের বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায. মামলা করেন লিপিকা মন্ডল। অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাজীব রায়কে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে শনিবার ধৃত রাজীব রায়কে আদালতে পাঠানো হয়েছে। লিপিকা মন্ডল বলেন, আমার কাছ থেকে অনলাইনে ব্যবসা করার জন্য রাজীব টাকা নিয়েছে। পরে আমি জানতে পারি এরকম কোনো ব্যবসা নেই এবং এটি পুরোপুরি একটি চিটফান্ড কোম্পানি। তাই রাজীবের কাছ থেকে টাকা চাইলে সে টাকা দিতে অস্বীকার করে। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি থানায় আমি মামলা রুজু করেছিলাম। অন্যদিকে রাজীব রায় বলেন, আমি কোনো টাকা নেই নি। ও নিজের ইচ্ছায় এই ব্যবসায় যোগদান করেন এবং কোম্পানিকে ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দিয়েছে। আমাকে কোনও নগদ টাকা দেয়নি। আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে।

র‍্যাগিং- এর কথা মুখে আনলে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণে মারার হুমকি সিনিয়রদের, তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ আবার রাগিং এর অভিযোগে উত্তপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। র‍্যাগিং- এর কথা মুখে আনলে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণে মারার হুমকি সিনিয়র ছাত্রদের। ঘটনার খবর চাউর হতেই পাঁচ ছাত্রকে বহিষ্কার স্কুল কর্তৃপক্ষের। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কৃষ্ণনগর পৌরসভার পার্শ্ববর্তি কলেজিয়েট স্কুলের। জানা যায় নদীয়ার কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে গত ১৫ তারিখের শিক্ষক দিবসের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ ওঠে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পাঁচ জন ছাত্রদের বিরুদ্ধে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায় প্রতিবছরের মতোই শিক্ষক দিবসের দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠান অনুযায়ী সেদিন মূলতঃ সিনিয়র ছাত্ররা জুনিয়র ছাত্রদের ক্লাস নিতে যান। সেখানেই জুনিয়র ছাত্রদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে সিনিয়র ছাত্ররা। গালিগালাজ করা হয় এবং সিগারেট খেতে বলা হয় সিনিয়র ছাত্রদের তরফে। দুদিন স্কুল বন্ধ থাকার কারণে বিষয়টি ধাপাচাপা পড়ে যায়। পরবর্তীতে গোটা বিষয়টি অভিভাবকদের কানে পৌঁছালেই গতকাল স্কুলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে দেখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে কমিটি গঠন করে জরুরি মিটিং এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় যে সকল ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাদের এবং অভিভাবকদের ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু জানা যায় ওই মিটিংয়ে অভিযুক্ত দুই ছাত্র এবং তার অভিভাবকরা উপস্থিত থাকলেও বাকিরা অনুপস্থিত ছিল। এরপরেই স্কুলের তরফ থেকে পাঁচজনকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বিষয়ে গতকাল রাতে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় স্কুলের তরফ থেকে। অন্যদিকে যে পাঁচ জনের বিরুদ্ধে র‍্যাগিং করার অভিযোগ ওঠে সেই পাঁচ জনের নামের তালিকা আজ স্কুলের তরফ থেকে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাগিং - এর ঘটনায় এখনো উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে রাজ্য রাজনীতি। তার উপর নদীয়ার কৃষ্ণ নগরের কলেজিয়েট স্কুলের এই ঘটনা আবারও নতুন করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। ঘটনা প্রসঙ্গে কলেজের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, ইতিমধ্যেই পুরো বিষয়টি নিয়ে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানাকে জানানো হয়েছে। কোন এক ছাত্র হঠাৎ করে আগ্নেয়াস্ত্র বের করিয়ে কোন জুনিয়র ছাত্রকে হুমকি দেখানোর অভিযোগ উঠেছিল। সে বিষয়ে লিখিতভাবে পুলিশকে জানানো হযেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ। কিন্তু বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রের কাছে কিভাবে আসলো আগ্নেয়াস্ত্র? তাহলে কি অন্যান্য জেলার পাশাপাশি নদীয়াতেও সহজেই মিলছে আগ্নেয়াস্ত্র? অতীতে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া দাবাইয়ের পর পুলিশ প্রশাসনকে তপর হতে দেখা গিয়েছিল, ও তাতে বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু দুষ্কৃতকারী, বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশের তরফে, কিন্তু সেই অভিযানের রেশ কি ঠিলা পরেছে? আর তার ফলেই কি স্কুল পড়ুয়াও সহজেই পেয়ে গেল আগ্নেয়াস্ত্র? এগুলোই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন।

শাসকদলের মদতে জবর দখলের অভিযোগ, দুর্গাপুর সেচ ক্যানেলগর্ভে গড়ে উঠেছে বস্তি

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ফুটপাথ দখল করে দোকান বাড়ি। আবার সরকারি জমি দখল করে বসত বাড়ি। এবার আস্ত সেচ ক্যানেলের ভেতরটাই জবর দখলের কব্জায়। গড়ে উঠেছে বস্তি। তাও আবার পাকা বাড়ি। পেয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগও। নতুন নামকরনও করেছে এলাকার। ক্যানেলের ভেতর ঘরবাড়ি প্লাবনে ভেসে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবাধে চলছে বসবাস। চরম অস্তিত্ব সঙ্কটে সেচ ক্যানেল। শাসকদলের মদতে জবরদখলের অভিযোগ স্থানীয়দের। এমনই নজিরবীহিন বস্তি গড়ে উঠেছে শিল্পনগররী দুর্গাপুরের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে হ-চি-মিন পল্লীর ওপর দিয়ে যাওয়া ডিভিসির সেচ ক্যানেলে। দুর্গাপুর পুরসভার ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের হ-চি-মিন পল্লী। পাড়ার নামে চীনা ভাষা থাকলেও মূলতঃ পুর্ববঙ্গের থেকে আগত বাসিন্দাদের বসবাস। দুর্গাপুর স্টেশন সংলগ্ন বাঁকুড়া মোড় থেকে পুর্ব দিকে যাওয়া সেচ ক্যানেলের দু'পাড় জবর দখল করে গড়ে উঠেছে বস্তি। ক্যানেল পাড় দখল করে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে বসত বাড়ি। তবে সম্প্রতি জবর দখল থেকে রেয়াত পায়নি ক্যানেলগর্ভ। ক্যানেলের গর্ভে রীতিমতো পাকাবাড়ি করে চলছে ঝুঁকিপূর্ণ বসবাস। পেয়েছে বিদ্যুত সংযোগও। আর প্রশ্ন এখানেই ক্যানেলে জল পরিবাহনের জায়গায়

কিভাবে গজিয়ে উঠছে ঘরবাড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বছরকয়েকর মধ্যে প্রায় ৫০ টির মতো ঘরবাড়ি তৈরী করে বসবাস করছে পুর্ব বঙ্গ থেকে আগত বাসিন্দারা। পেয়েছে ভোটার কার্ড। ক্যানেল গর্ভে বসবাসকারীরা জানান, বছর তিনেক ধরে বাড়ি তৈরী করে বসবাস করছি। প্রশ্ন উঠছে কাদের মদতে সেচ ক্যানেলটাই আজ জবরদখলে। অতিবৃষ্টিতে ক্যানেলে জল ছাড়লে যেকোন সময় আস্ত বস্তিটাই ভেসে যাবে। তার দায়ই বা কে নেবে? প্রশ্ন থেকেই যায়। অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতারা টাকা নিয়ে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছে। দুর্গাপুরের প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলার চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, গোটা দুর্গাপুরে এই ধরনের প্রায় ৪০ হাজার বাসিন্দা সরকারি জমি দখল করে বসবাস করছে। বাম জামানায় সিপিএম বসাত। এখন আবার তৃণমূলের নেতার টাকার বিনিময়ে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছে। আর ক্যানেলের ভেতর যেভাবে বস্তি গড়ে উঠছে, তাতে চরম অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়বে সেচব্যাবস্থা। ক্যানেলে জল ছাড়লেই ওইসব বস্তি ভেসে যাবে। তখন তাদের নিয়ে আবার তৃণমূলই রাজনীতি করবে। দুর্গাপুর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা ওই এলাকার প্রাক্তন বরো চেয়ারম্যান সুনীল চট্টোপাধ্যায় জানান, অভিযোগকারী নিজেই কাউন্সিলার থাকাকালীন বসিয়েছে। এখন আবার বেসুরো মায়াকান্না জুড়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেভাবে বসবাস করছে, তাতে জল ছাড়লেই প্লাবিত হবে। দুর্গাপুর সেচ দফতরের সাফাই, জবর দখল উচ্ছেদের এক্তিয়ার আমাদের নেই। তাই বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও মহকুমা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। আর প্রশ্ন এখানেই, শাসকদলের প্রভাবের কারনেই কি উচ্ছেদে পিছু পা সেচ দফতরের।

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE
The Chairman of Cooch Behar Municipality invites 2 nos e-tenders (3 rd Call) for "Sinking of deep tube wells at ward No. 12 & 18". Estimated cost – Rs.12,20,988.69 /each. Tender Id - 2023_MAD_566442_1 & 2023_MAD_566451_1 eTender submission end date -25/09/23 Details information will be available from the website – (i) http://wbtenders.gov.in
(ii) www.coochbeharmunicipality.com
Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

মালদার বিভূতিভূষণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুয়ারে সরকার শিবিরের আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ মালদা শহরের বিভূতিভূষণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুয়ারে সরকার শিবিরের আয়োজন করা হয়। শনিবার সকালে ইংরেজবাজার পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের গয়েশপুর এলাকায় বিভূতিভূষণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুয়ারে সরকার শিবিরের আয়োজন করা হয়। সপ্তম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার শিবিরে রাজ্যের ৩৫ টি প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন আবেদনকারীরা। এদিন দুয়ারে সরকার শিবিরে আবেদনকারীদের ফর্ম ফিলাপ করে দেন ২২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর দুলাল সরকার। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা যাতে সাধারণ মানুষ নিতে পারেন তার জন্য সপ্তম পর্যায়ে দুয়ারে সরকার শিবিরের আয়োজন করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তিনি নিজেও বয়স্ক মহিলাদের ফর্ম ফিলাপ করে দেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : (১) এসটি-ওটি-অমৃতভারত_বিএলডিএ_জেইআর, (২) এসটি-ওটি-অমৃতভারত_এডিএল-ইউএলবি, (৩) এসটি-ওটি-অমৃতভারত_কেজিপি-এমডিএন, (৪) এসটি-ওটি-অমৃতভারত_বিজেডএন-এমসিএ, তারিখ: ০৬.০৯.২০২৩। সিনিয়র ডিএসটিই (কো.) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে সকাল ১১টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি দুপুর ১১.৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্রমিক নং, কাজের বিবরণ** : (১) (i) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে বেলদা ও জলেশ্বর স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেম, পিএ সিস্টেম এবং সিসিটিভি সার্ভেল্যান্স সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। (ii) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে বেলদা ও জলেশ্বর স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে ৬ বছর সময়সীমার জন্য ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেম উপকরণের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। (২) (i) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে আন্দুল ও উলুবেড়িয়া স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেম, পিএ সিস্টেম এবং সিসিটিভি সার্ভেল্যান্স সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। (ii) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে আন্দুল ও উলুবেড়িয়া স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে ৬ বছর সময়সীমার জন্য ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেম উপকরণের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। (৩) (i) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে খড়গপুর, মেদিনীপুর ও হিজলী স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেম, পিএ সিস্টেম এবং সিসিটিভি সার্ভেল্যান্স সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। (ii) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে খড়গপুর, মেদিনীপুর ও হিজলী স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে ৬ বছর সময়সীমার জন্য ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেম উপকরণের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। (৪) (i) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে বাগনান ও মেচেদা স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেম, পিএ সিস্টেম এবং সিসিটিভি সার্ভেল্যান্স সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। (ii) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে বাগনান ও মেচেদা স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে ৬ বছর সময়সীমার জন্য ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেম উপকরণের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। **টেন্ডার মূল্য** : ৩,৩৬,৫২,৮৬৬.৩৭ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ৩,১৪,১৬,৮৩৫.৭০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য), ৩,৩৪,৭০,৫৩৯.৭০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য) ও ৩,৮১,৬৬,৫৫৫.৯২ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য)। **ইএমডি** : ৩,১৮,৩০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ৩,০৭,১০০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য), ৩,১৭,৪০০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য) ও ৩,৪০,৮০০ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য)। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য**: শূন্য প্রতিটির জন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা** : ১০৫ মাস প্রতিটির জন্য। **জমার তারিখ** : ০৩.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রতিটির জন্য। **খোলার তারিখ** : ০৩.১০.২০২৩ প্রতিটির জন্য। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, স্পেসিফিকেশনের জন্য ইচ্ছুক টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না।
(PR-588)

বিহার থেকে চুরি যাওয়া গাড়ি উদ্ধার শিলিগুড়িতে, গ্রেপ্তার তিন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ বিহার থেকে চুরি যাওয়া গাড়ি উদ্ধার হল শিলিগুড়িতে ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হলো তিনজনকে। ধৃত তিনজন হলো রঞ্জিত কুমার, রাহুল কুমার রায় ও গণেশ কুমার। ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে সমস্ত ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ির নৌকাঘাট মোড় এলাকায় নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশের তরফে অভিযান চলছিল। সেই সময় একটি বিহার নম্বরে চার চাকা গাড়িকে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে পুলিশ গাড়ি চালকসহ অন্যান্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদের কথায় অসংগতি মেলে। এরপরই গাড়িতে থাকা তিনজনকে গ্রেফতার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রাথমিকভাবে জানতে পারে গাড়ি গুলি বিহার থেকে চুরি করে ওই তিনজন অন্যত্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে ঠিক কবে গাড়িটি চুরি করা হয়েছে এবং কোথা থেকে চুরি হয়েছিল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই চক্রে আরো বড় কোন মাথা রয়েছে কিনা তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

লামডিং ডিভিশনে মেরামত এবং বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসআর. ডিইই/এলএমজি/১৫ অফ ২০২৩-২৪; তারিখ ঃ ০৭-০৯-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নংঃ** ইএল/এলএম/২৩-২৪/১০; **কাজের নাম ঃ** লামডিং ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্ষমতার ত্রুটিপূর্ণ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২ বছরের জন্য মেরামতি এবং এএমসি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৪,৫৩,৬০১.৫১ টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৬৯,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১১:০০** ঘণ্টায় এবং খোলা **২৯-০৯-২০২৩** তারিখে **১১:৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **২৯-০৯-২০২৩** তারিখে **১১:০০** ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/জি অ্যান্ড ওপি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the
Ramsagar Gram Panchayat
Ramsagar, Onda, Bankura
Notice Inviting e-Tender No –42/EO/2023-24 (Tender ID 2023_ZPHD_565237) Memo No 1052 Date: 07/09/2023 Executive Officer, Onda PS on behalf of Pradhan, Ramsagar GP, has invited percentage rate e-Tender for 20 (twenty) nos works. Last date of documents download and bid submission is 15 th September, 2023 at 17:00 hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in.
Sd/- Pradhan
Ramsagar Gram Panchayat

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেড
রেজ. ঠিকানাঃ কেবিন নং ৬, ৭ গ্র্যান্ট লেন, ৩য় তল, গণপতি চেম্বারস, রুম নং ৩১৩, কলকাতা- ৭০০০১২
কর্পোরেট ঠিকানাঃ ২৪এ, ১ম তল হারিয়া হাউস, সেন্ট পল স্ট্রিট, পূর্ব দাদর, মুম্বাই-৪০০০১৪
CIN: L70101WB1982PLC034928 । admin@vira.in । +৯১ ০২২ ৪৯৬৯৬৪৬৪

এজিএম বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেড -এর সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ শুক্রবার দুপুর ১ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ৭ গ্রান্ট লেন ৩য় তলার কেবিন নং ৬, গণপতি চেম্বার্স, রুম নং ৩১৩, কলকাতা ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

বুক ক্লোজার নোটিশ এবং ই-ভোটিং
কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ শনিবার থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ শনিবার (উভয়দিনই) এজিএমের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন ডোজ করা হবে। ই-ভোটিং প্রদানের কাট-অফ তারিখ হল ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩। সমস্ত সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যেঃ
১) এজিএম-এর নোটিশের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এর সাথে নিবন্ধিত। এজিএম-এর নোটিশের ফিজিক্যাল কপি অন্যান্য সদস্যদের তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nihalindia.com-এ উপলব্ধ। এজিএম -এর নোটিশ পাঠানোর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।
২) ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর কাট-অফ তারিখ অনুসারে, ভৌত আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, অন্য কোনও জায়গা থেকে এনএসডিএল-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। এজিএম (-রিমোট ই-ভোটিং'') এর স্থানের চেয়ে। সকল সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যেঃ
ক) এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যবসাগুলি ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে।
খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে বুধবার, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৩ তারিখে সকাল ৯ টায়।
গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং শেষ হবে শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বিকাল ৫ টায়।
ঘ) ইলেকট্রনিক উপায়ে বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
ঙ) যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং AGM-এর নোটিশ পাঠানোর পর এবং ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২-এর কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন evoting@nsdl.co.in। যাইহোক, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
চ) সদস্যদের জানানো হচ্ছেঃ
i) দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি NSDL দ্বারা ভোটদানের জন্য উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং একবার সদস্য দ্বারা একটি রেজোলিউশনে ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
ii) পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে।
iii) যে সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম- এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না এবং।
iv) একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে শুধুমাত্র সে-ই রিমোট ই-ভোটিং এবং সেইসাথে এজিএম-এ ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবে।
ছ) ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা ইস্যু করার ক্ষেত্রে, আপনি সাহায্য বিভাগের অধীনে www.evoting.nsdl.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন ঃ ১৮০০- ২২২-৯৯০ অথবা evoting@nsdl.co.in-এ (মিসেস সান্তা মোটে) একটি অনুরোধ পাঠান।

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেডের হয়ে
স্বা /- শিল্পা মিত্তাল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লাইয়ান্স অফিসার
তারিখঃ ০৯.০৯.২০২৩
স্থানঃ কলকাতা

খাওয়া-দাওয়া

তাল কিনতে মাথায় হাত, জন্মাষ্টমীতে বাজার কাঁপিয়েছে রেডিমেড 'বড়া'

কৃষ্ণের ভোগের থালায় তালের বড়া দিতেই হয়। আর তা দিতে গিয়ে সকলেরই অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছে। কারণ দাম। বাজারের যা দাম তা নিয়ে সকলেরই নাজেহাল অবস্থা। জন্মাষ্টমীতে তাল কিনতেই গৃহস্থের হাতে ছ্যাঁকা পড়েছিল। ২০০-২৫০ টাকারও বেশি দাম বিকোচ্ছে তাল। বিশ্বাস করা যায়। শুধু তালই নয়, বেড়েছে তালের

বড়ার অন্যান্য উপকরণের দামও। আবার তালের বড়া তৈরিতে রয়েছে হাজারও ঝক্কি। বাধ্য হয়ে দোকানে তালের বড়া কেনার ধুম বেড়েছে। মিষ্টির দোকানে দোকানে ভিড় দেখার মতো। ভাদ্র মাসে কৃষ্ণের জন্মমাস। এই সময় তালেরও ফলন হয় ভালই। কৃষ্ণের ৫৬ ভোগে তালের নানা পদ দেওয়া হয়। তালের পদ ছাড়া ভোগ অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হয়। গোকুলে কৃষ্ণের আবির্ভাব উপলক্ষে নন্দ উৎসবেই প্রথম খাওয়া হয়েছিল তালের বড়া। নন্দ উৎসবে গোপালকে ৫৬ পদে ভোগ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কৃষ্ণের প্রিয় মাখন, মিছরির সঙ্গে ফল যেমন দেওয়া হয়, তেমনই থাকে তালের নানা পদ।

তাই জন্মাষ্টমীতে চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে বেড়েছে তালের দাম। এক-একটা তাল বিকোচ্ছে ২০০-২৫০ টাকায়। বেড়েছে তালের বড়া তৈরির উপকরণও। আর বড়া বানানোর ঝক্কির শেষ নেই। তাই রেডিমেড' তালের বড়া, ক্ষীর ও মালপোয়ার জন্য মিষ্টির দোকানে ভিড় গৃহিণীদের। দাম শুনলে মাথায় হাত পড়বে। চারটে বড়ার দাম কোথাও ২০ টাকা, কোথাও আবার ত্রিশ টাকা। গতবারের মতো প্রায় একই দামে বিকোচ্ছে তালের বড়া। ক্রেতার ভিড় সামলাতে নাভিঃশ্বাস বিক্রেতাদের।

আর পুজোবাড়ি মানে মিষ্টি থাকতে বাধ্য। কিন্তু ডায়াবেটিসের জন্য ডাক্তারের নির্দেশে আপনার মিষ্টি খাওয়া বারণ তাই তো? কিন্তু বাঙালি কি আর মিষ্টি ছাড়া রসনাতৃপ্তির কথা ভাবতে পারেন? তাই তো বারবার মন মিষ্টি মিষ্টিই করে। তবে মনখারাপ করননি কেউই। তারা বাড়িতেই বানিয়ে ফেলেন চিনি ছাড়া মিষ্টি। আপনার জন্য রইল সেই মথুরার প্যাঁড়া বানাবার জন্য বিশেষ রেসিপি।

মথুরার প্যাঁড়া তৈরি করতে চিনির কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ এই মিষ্টি ডায়াবেটিস রোগীদের রসনাতৃপ্তিতেই তৈরি করা হয়। প্যাঁড়া তৈরির জন্য প্রয়োজন ক্ষীরের। বাজার থেকে কেনার সময় হাতে একটু ক্ষীর নিন। তা ভাল করে ঘষতে থাকুন হাতে। তৈলাক্ত হয়ে গেলে বুঝবেন ক্ষীরের গুণগত মান সত্যিই ভাল। সঙ্গে প্রয়োজন দুধ, ছোট এলাচের গুঁড়ো, প্রয়োজনমতো সুগার ফ্রি, কাজুবাদাম, পেস্তা, কেশর এবং গোলাপ জল।

একটি কড়াই নিন। স্টিল, অ্যালুমিনিয়ামের পরিবর্তে তা নন স্টিক হলেই ভাল। এবার তাতে ক্ষীর দিয়ে দিন। হালকা আঁচে তা নাড়াচাড়া করতে থাকুন। ক্ষীরের ভিতর একটু করে দুধ ঢালতে থাকুন। যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্ষীর নরম হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ তা নাড়াচাড়া করতে থাকুন।

এবার একটি বাটিতে কেশর নিন। গরম দুধে কেশর নাড়াচাড়া করে নিন। কড়াইতে গরম ক্ষীরের মধ্যে কেশর দিন। সঙ্গে দিন প্রয়োজনমতো সুগার ফ্রি। ভাল করে নাড়তে থাকুন। এবার ওই মিশ্রণে ছোট এলাচের গুঁড়ো দিন। অল্প কাজু বাদাম, পেস্তা দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। গ্যাস বন্ধ করুন। গরম ক্ষীরের মিশ্রণটিকে কড়াই থেকে অন্য পাত্র ঢেলে নিন। ক্ষীর ঠান্ডা হয়ে জমাট বাঁধা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর একে একে প্যাঁড়ার আকারে তৈরি করে নিন। মিষ্টিগুলিকে আরও লোভনীয় করার জন্য কাজু এবং পেস্তা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন। তালের মালপোয়া তৈরির পদ্ধতি একটি বড় বাটিতে ময়দা, সুজি, চিনি, নুন এবং দুধ ভাল করে মিশিয়ে নিন। মিনিট পনেরো ঢাকা দিয়ে রাখুন এই মিশ্রণটি। এর পর এর সঙ্গে মিশিয়ে নিন তালের শাঁস। প্রয়োজন হলে অল্প জল মেশাতে পারেন। সমস্ত উপকরণ ফেটিয়ে নিন ভাল ভাবে। থকথকে ব্যাটার তৈরি করুন। ব্যাটারটি খুব ঘনও হবে না, আবার খুব পাতলাও হবে না। সসপ্যানে পরিমাণমতো জল এবং চিনি ফেলে ফোটাতে থাকুন। জল ফুটে একটু ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। এতে অল্প এলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবেন। কড়াইতে তেল গরম করতে দিন। তেল ভাল মতো গরম হলে মালপোয়া মিশ্রণ থেকে এক হাতা করে নিয়ে গোল করে তেলে ছাড়ুন। মালপোয়ার উপর দিকটা লুচির মতো ফুলে উঠলে উল্টে দিন। দুই পিঠ ভাল করে ভেজে নিন। তারপর তেল ঝরিয়ে চিনির সিরার মধ্যে দিয়ে রাখুন মিনিট ১৫। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল তালের মালপোয়া!

জলখাবারে বানিয়ে ফেলুন দই বড়া

ছানা ছাড়া সুজির গোলাপ জাম, চেখে দেখুন

দই বড়া, নাম শুনলেই জিভে জল চলে আসে! মশলাদার টক দইয়ের মধ্যে বিউলির ডালের বড়াই আসল দই বড়া। তার উপরে ঝুরিভাজা, বিভিন্ন মশলা, ধনে পাতা ও তঁতুলের চাটনি দিয়ে দিলেই স্বাদ বুঝবেন। টক ঝাল মিষ্টি এই খাবারটি রাস্তার ধারে হোক বা বড় রেস্তোরাঁয়, যেখানেই খাওয়া হোক না কেন, এর একটা আলাদাই মজা আছে। তবে যদি এই অসামান্য স্বাদ বাড়িতেই বানিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে কেমন হবে? রইল রেসিপি।

দই বড়ার উপকরণ এক কাপ বিউলির ডাল, কাঁচা লঙ্কা কুচানো, গোটা মৌরি, স্বাদ অনুযায়ী লবণ ও চিনি, পরিমাণমতো সাদা তেল, ধনে পাতা, কয়েক কোয়া রসুন, আদা বাটা, পাতিলেবুর রস, তঁতুল, লঙ্কা গুঁড়ো, ভাজা মশলার গুঁড়ো, গোটা জিরা, বিটনুন, কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কা, গোটা ধনে, পরিমাণমতো টক দই, ঝুরি ভাজা।

দই বড়া তৈরির পদ্ধতি বিউলির ডাল ভালো করে ধুয়ে সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন মিক্সিতে ডাল এবং কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মিহি করে বেটে নিন। একটা বড় বাটিতে ডালের পেস্ট ঢেলে, তার মধ্যে গোটা মৌরি, লবণ এবং আদা বাটা দিয়ে প্রায় ১০ মিনিট ধরে ফেটিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম হতে দিন। ডালের মিশ্রণ থেকে অল্প অল্প নিয়ে বড়ার আকারে গরম তেলে ছাড়তে থাকুন। বড়াগুলো উল্টেপাল্টে ভাজতে থাকুন। সোনালী বাদামী রঙ হলে তেল থেকে ছঁকে তুলে নিন। খেয়াল রাখবেন, যেন বেশি কড়া না হয়ে যায়। একটা বড় বাটিতে বেশ কিছুটা গরম জল নিন। এর মধ্যে নুন ও চিনি ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে ভাজা বড়াগুলো এই জলে ছেড়ে দিন। মিনিট পনেরো ভিজিয়ে রাখুন বড়াগুলো। গ্রিন চাটনি তৈরি করতে - মিক্সিতে ধনে পাতা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, আদার টুকরো, চিনি, নুন দিয়ে ঘুরিয়ে নিন। একেবারে মিহি পেস্ট তৈরি করুন। বাটিতে এই পেস্ট ঢেলে তাতে মিশিয়ে নিন পাতিলেবুর রস। রেড চাটনি তৈরি করতে-এক কাপ জলে পরিমাণমতো তঁতুল ভিজিয়ে রাখুন প্রায় আধ ঘণ্টা। তারপর হাত দিয়ে চটকে তঁতুলের পাল্পটা ওই জলের সঙ্গেই মিশিয়ে নিন।

কড়াইতে ছঁকে নিন তঁতুলের এই জল। এতে পরিমাণমতো চিনি, বিটনুন, সাদা নুন, লঙ্কা গুঁড়ো, ভাজা মশলার গুঁড়ো এবং আরও হাফ কাপ জল দিয়ে ফোটাতে থাকুন। ক্রমাগত নাড়তে থাকবেন। মিনিট সাতেক জ্বাল দিলেই ঘন হয়ে যাবে তঁতুলের এই মিশ্রণ। তখন আঁচ নিভিয়ে দিন। ঠান্ডা হলেই তৈরি হয়ে যাবে তঁতুলের চাটনি। এবার এক একটা বড়া হাত দিয়ে আলতো চেপে অতিরিক্ত জলটা বার করে নিন। একটা প্লেটে সাজিয়ে নিন সবকটা বড়া। টক দইয়ের সঙ্গে সামান্য সাদা নুন, বিটনুন, চিনি মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এর মধ্যে অল্প জল মিশিয়ে দইটা পাতলা করে নিতে হবে। বড়াগুলো এই দইয়ের মধ্যে ডুবিয়ে ১৫ মিনিট ফ্রিজে রেখে দিন। প্রথমে প্লেটের মধ্যে বড়াগুলো তুলে নিন। এর উপরে কিছুটা দই ছড়িয়ে দিন। ধনে পাতা ও তঁতুলের চাটনিও ছড়িয়ে দেবেন। এর পর কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, বিটনুন, ভাজা মশলার গুঁড়ো, ধনে পাতা কুচি এবং ঝুরিভাজা এক এক করে উপরে ছড়িয়ে দিন। পরিবেশন করুন।

ছানা ছাড়া মিষ্টি তৈরি করা যায় না, আমরা প্রায় সকলেই তা মনে করি। যদিও এই ধারণা একেবারেই ভুল। ঘরে সুজি থাকলে তা দিয়েই তৈরি করে ফেলতে পারেন নরম তুলতুলে গোলাপ জাম। স্বাদ হবে একেবারে দোকানের মত! দেখে নিন কী ভাবে বানাবেন

গোলাপ জামের উপকরণ কি কি লাগে দেখে নিন- ১ কাপ সুজি, দেড় কাপ দুধ, পরিমাণমতো ঘি, ৪ চা চামচ গুঁড়ো দুধ, স্বাদ অনুযায়ী চিনি। প্বজ্জণ্ড

চিনির সিরার উপকরণ দেড় কাপ চিনি, ৩ কাপ জল, ২-৩টে এলাচ, এক চিমটি কেশর। তৈরির পদ্ধতি গোলাপ জামের রস তৈরি করার জন্য, সসপ্যানে চিনি ও জল দিয়ে ফোটাতে থাকুন। জল ফুটে উঠলে তাতে কেশর এবং এলাচ ফাটিয়ে দিয়ে দিন। কেশর চাইলে নাও দিতে পারেন। জল ফুটে ফুটে একেবারে ঘন হয়ে এলে আঁচ নিভিয়ে দিন। এবার কড়াইয়ে ঘি গরম করে তাতে দুধ ঢেলে দিন। দুধ ফুটে ফুটে ঘন হয়ে এলে গুঁড়ো দুধ দিন। দুধ অর্ধেক হয়ে এলে তাতে সুজি দিয়ে নাড়তে থাকুন। বেশ কিছুক্ষণ রান্না করার পর দেখবেন সুজির একটা মণ্ড তৈরি হয়ে গেছে। তখন নামিয়ে নিন। কয়েক মিনিট পর গরম অবস্থাতেই সুজির মণ্ডকে ময়ান দিতে হবে। মিনিট দশেক মতো ময়ান দিতে থাকুন। এতে পরিমাণমতো গুঁড়ো দুধ দিয়ে ফের কিছুক্ষণ ময়ান দিন।

সুজির মণ্ড থেকে ছোটো ছোটো লেচি কেটে গোল্লা পাকিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে মিষ্টিগুলো লালচে করে ভেজে তুলে নিন। তারপর সরাসরি চিনির সিরায় ডুবিয়ে দিন। মিষ্টি সমেত চিনির সিরা ফুটিয়ে নিন মিনিট দশেক। আঁচ নিভিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা ঢাকা দিয়ে রাখুন। তারপর পরিবেশন করুন গোলাপ জাম!

দেশসমূহকে ঐক্যবদ্ধকরণ

৯ সেপ্টেম্বর ঃ এই বছরের জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে ভারত সভাপতিত্ব করতে চলেছে এবং তারই একটি উল্লেখ্যযোগ্য উদযাপন হিসাবে, পিএনজি জুয়েলার্স এবং বাসুপতি জুয়েলার্স এমন একটি অত্যুজ্জ্বল চোকার নেকলেস বানানোর জন্য সহযোগিতা করেছে যেটি একতা, শেয়ার করা দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারের প্রতীক।

Name Change

I, Md Khurshid Ahmed Mullick (old name) S/O Mallik Abdul Malek Presently residing at Kaikhali Mallick Para Rajarhat Gopalpur, Airport, 24 Parganas North 700052 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Khurshid Ahamed Mallick, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. Md Khurshid Ahmed Mullick and Khurshid Ahamed Mallick both are same and one identical person.

Name Change

I, GEETA PATEL (old name) W/O RAJESH PATEL Presently residing at 75, Chakra Beria Road,(North), 5th Floor, FL-5A, Kolkata-700020 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) GEETA R PATEL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. GEETA PATEL and GEETA R PATEL both are same and one identical person.

Name Change

I, ZEENAT ARA alias ZEENAT ARA alias SHAMIM ARA(old name) W/O MD ISLAM Presently residing at 31/1, Tiljala Lane, PS-Tiljala, Kolkata-700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)SHAMIM ARA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. ZEENAT ARA alias ZEENAT ARA alias SHAMIM ARA and SHAMIM ARA both are same and one identical person.

Name Change

I, ASIM SAMADDER & ASHIM SAMADDAR (old name) S/O Ajit Samadder/Ajit Kumar Samadder Presently residing at Saradapally, Kutulsahi Road, PO-Barasat, PS-Barasat, Dist-24 Pgs(N), Kolkata-700124 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ASHIM SAMADDER, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 08/09/2023. ASIM SAMADDER & ASHIM SAMADDAR and ASHIM SAMADDER both are same and one identical person.

Name Change

I, RANJANA MAHAPATRA (old name) W/O MOHAMMED ZIA ZAFIS Presently residing at 2B, Colonel Biswas Road, PO-Circus Avenue, PS-Karaya, Dist-Kolkata-700019 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)RUKHSAR NAFIS, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. RANJANA MAHAPATRA and RUKHSAR NAFIS both are same and one identical person.

Name Change

I, CHANDRAKANTA SINGH (old name) W/O SURAJ NARAYAN SINGH Presently residing at Flat No. 104/D, Rama Apartment, Rupnarayanpur Station Road, PO Rupnarayanpur Bazar, Pin-713364, PS-Salanpur, Dist-Paschim Bardhaman West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) CHANDRAKANTI DEVI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Asansol Court on 08/09/2023. CHANDRAKANTA SINGH and CHANDRAKANTI DEVI both are same and one identical person.

Name Change

I, NUR MOHAMMAD (old name) S/o MD DIN ALI Presently residing at Vill-Hadipur, PO-Hadipur, PS-Deganga, North 24 Parganas-743424 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)MD NOOR MOHAMMAD, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 08/09/2023. NUR MOHAMMAD and MD NOOR MOHAMMAD both are same and one identical person.

Name Change

I, MURTUZA LUCKY S/O LATE SHABBIR HUSSAIN LUCKY Presently residing at Ektaa lotus-BL-2, 12th-Fr, Fl-12A, 18 Gobra gorosthan RD, Kolkata-700046 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm declaring my son's actual name TAHA MURTAZA LUCKY instead of TAHA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. TAHA MURTAZA LUCKY and TAHA both are same and one identical person.

Name Change

I, SUDESHNA BISWAS (old name) d/o SURAJIT CHANDA Resident of 10 Bakultala lane, Kolkata -700042 WEST BENGAL, India I have changed my name to(shall hence forth be known as) SUDESHNA CHANDA Vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata date 08/09/2023. SUDESHNA BISWAS and SUDESHNA CHANDA both are same and one identical person.

Name Change

I, MURTUZA S LUCKY (old name) S/O SHABBIR HUSSAIN LUCKY Presently residing at Ektaa lotus-BL-2, 12th-Fr, Fl-12A, 18 Gobra gorosthan RD, Kolkata-700046 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MURTUZA LUCKY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. MURTUZA S LUCKY and MURTUZA LUCKY both are same and one identical person.

Name Change

I, QAMRUDDIN ANSARI (old name) S/O MAHAMMAD HOSEN Presently residing at MADHUKUNDA,SANTURI,PURULIA PIN 723121 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KAMRUDDIN ANSARI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. QAMRUDDIN ANSARI and KAMRUDDIN ANSARI both are same and one identical person.

Name Change

I, SHOBHA BOSE GAYEN (old name) S/O SARUDDIN GAYEN Presently residing at Ankurhati Mondalpara, Salap, Domjur , Howrah 711409 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SOVA GAYEN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. SOVA GAYEN and SHOBHA BOSE GAYEN both are same and one identical person.

Name Change

I, ABU QAMAR WARSI (old name) S/O MD ISMAIL Presently residing at 23/7 GORA CHAND LANE, BENIAPUKUR, KOLKATA-700017 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ABU QAMAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. ABU QAMAR WARSI and ABU QAMAR both are same and one identical person.

Name Change

I, SURENDRA KUMAR DHANANIA (old name) S/O DHANRAJ BERLIA Presently residing at AE-121, SALT LAKE CITY, SECTOR-1, BIDHAN NAGAR, P.S-BIDHAN NAGAR(N),KOLKATA-700064 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SURENDRA KUMAR GUPTA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. SURENDRA KUMAR DHANANIA and SURENDRA KUMAR GUPTA both are same and one identical person.

Name Change

I, NAZNI BEGUM (old name) W/O MOHAMMAD SAJID Presently residing at 17/H/5 M.M.ALI ROAD, PS EKBALPORE, KOLKATA-700023 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NAZNI KHATOON, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. NAZNI BEGUM and NAZNI KHATOON both are same and one identical person.

Name Change

I, KM SAPNA AGRAHARI (old name) W/O RAM LAKHAN GUPTA Presently residing at 14, Ganga Prasad Mukherjee Road, Kolkata-700025 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SWAPNA GUPTA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. KM SAPNA AGRAHARI and SWAPNA GUPTA both are same and one identical person.

Name Change

I, SK SAJID, alias MD SAJID alias MOGAMMED SAJID (old name) S/O MD SADIQUE Presently residing at 17/H/5 M.M.ALI ROAD, PS EKBALPORE, KOLKATA-700023 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOHAMMAD SAJID, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. SK SAJID, alias MD SAJID alias MOGAMMED SAJID and MOHAMMAD SAJID all are same and one identical person.

Name Change

I, RAM ASREY AGRAHARI (old name) S/O DHARMRAJ Presently residing at 111, Rafiullahpur, Post-Jalalpur, Tahsil and Thana-Jalalpur, Jalalpur Dehat Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh-224149, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAM ASRE, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. RAM ASREY AGRAHARI and RAM ASRE both are same and one identical person.

Name Change

I, MD. KAMRUZZAMA (old name) S/O Late A. Karim Presently residing at 78/3, Phears Lane, Chittaranjan Avenue, Kolkata-700073 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD. KAMRUZAMA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. MD. KAMRUZZAMA and MD. KAMRUZAMA all are same and one identical person.

Name Change

I, VIJAY KUMAR KHAN DELWAL (old name) S/O SURAJ PRASAD KHANDELWAL Presently residing at CD-49, Salt Lake City, sector-1, North 24 Parganas, Pin-700064 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BIJOY KUMAR KHANDELWAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. VIJAY KUMAR KHAN DELWAL and BIJOY KUMAR KHANDELWAL both are same and one identical person.

Name Change

AMAR MANDAL SON OF ANIL MANDAL RESIDING AT VILL- PIRPUR, PO- HALDIPARA, PS:HANSKHALI NADIA-741502, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMAR MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/09/2023.THAT AMAR MANDAL AND AMAR MONDAL ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, RAJESH V PATEL (old name) S/O VINOO BHAI PATEL Presently residing at 75, Chakra Beria Road,(North), 5th Floor, FL-5A, Kolkata-700020 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAJESH PATEL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. RAJESH V PATEL and RAJESH PATEL both are same and one identical person.

Name Change

I, Ratna Roy and Ratna Debnath (old name) C/O Sukdeb Roy Presently residing at 22/H/11, Raja Manidra Road, Near Paikpara Ramkrishna School, Kolkata-700037 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ratna Debnath Roy, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 26/08/2023. Ratna Roy alias Ratna Debnath and Ratna Debnath Roy both are same and one identical person.

হরিদ্বারে উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন মুখ্যমন্ত্রী ধামির

হরিদ্বার, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি ৯৪১ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। হরিদ্বারের ভাল্লা স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

যেসব প্রকল্পের ওপর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে সেগুলি হল, একটি ক্রিকেট পিচ নির্মাণ, একটি টেনিস কোর্ট তৈরি, শহরের ক্রীড়া কমপ্লেক্সে ব্যাডমিন্টন কোর্টের মেরামত এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ। প্রকল্পগুলি হরিদ্বার-রুরকি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এইচআরডিএ) গ্রহণ করেছে। এরাই প্রকল্পগুলি নিয়ে কাজ করবে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য। উত্তরাখণ্ডের সরকারী আধিকারিকরা জানান, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াইজি) এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরাখণ্ডে ৩৩ হাজার ৫৫৮টি অতিরিক্ত বাড়ি দিয়েছিল। এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়ে, মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি এই উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য রাজ্যের সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন।

ফাজিলকা থেকে ১৫ কেজি হেরোইন উদ্ধার পাঞ্জাব পুলিশের

চণ্ডীগড়, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ পাঞ্জাব পুলিশ ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ১৫ কেজি হেরোইন উদ্ধার করেছে। একজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পাঞ্জাব পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হেরোইনের মূল্য প্রায় ১০৫ কোটি টাকা। পাঞ্জাব পুলিশের মহানির্দেশক গৌরব যাদব শনিবার জানান, ফাজিলকার এসএসওসি শাখা আন্ত ঃসীমান্ত মাদক চোরাচালান নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে একটি গোয়েন্দা অভিযান চালায়। তারপরেই ১৫ কেজি হেরোইন উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, খড় ভর্তি একটি ট্রলিতে লুকিয়ে ওই হেরোইনগুলি পাচার করছিল ভারতীয় চোরাকারবারীরা। গৌরব যাদব আরও বলেন, গত ৪৫ দিনে এসএসওসি ফাজিলকা ১৪৭ কেজি হেরোইন উদ্ধার করেছে। পাচারকারীর বিরুদ্ধে সদর ফাজিলকা থানায় মামলা দায়ের করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ডিজিপি বলেন, পাকিস্তানে এই চোরাকারবারীরা কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এবং ভারতে এই হেরোইন কোথায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পাঞ্জাব পুলিশ।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ঘাটসিলা রেলওয়ে স্টেশনের প্রস্তাবিত দৃশ্য। নিজস্ব চিত্র।

ডিজিটাল বিপ্লবের মাধ্যমে কৃষির রূপান্তর ঘটাচ্ছে ভারত ঃ শ্রী নরেন্দ্র সিং তোমর

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরে ঃদ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে জি২০-তে ভারতের সভাপতিত্ব সমগ্র দেশকে গর্বিত করছে। প্রত্যেকের মধ্যেই গর্বের এক বোধ সঞ্চারিত হচ্ছে। অমৃত কাল'-এর যুগে প্রবেশ করে, ভারত উন্নয়ন অভিমুখী রূপান্তরমূলক এক যাত্রা শুরু করেছে, এর প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছে কৃষিক্ষেত্রে। কৃষিক্ষেত্র বরাবরই মানুষের অগ্রগতির পুরোভাগে থেকেছে, মানুষকে জীবন ও জীবিকার রসদ যুগিয়েছে, অর্থনৈতিক সুস্থিতির সন্ধান দিয়েছে। ডিজিটাইজেশন এবং উদীয়মান প্রযুক্তির আবির্ভাবের এই সময়ে, কৃষিক্ষেত্র পরিবর্তনের নতুন এক ঢেউ-এর সাক্ষী হচ্ছে। এই ডিজিটাল বিপ্লব একদিকে যেমন কৃষিক্ষেত্রকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত করার ক্ষমতা রাখে, তেমনি খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে শক্তি যোগানোর সম্ভাবনাও এর মধ্যে রয়েছে। এই রূপান্তরের কেঃদ্রবিঃদুতে রয়েছে অবাধ জন ডিজিটাল পরিকাঠামোর ধারণা, যা কৃষিতে কার্যকর, সমন্বায়ক ও পরিমাপযোগ্য সমাধান আনতে সক্ষম। এর মুক্ত মান ও আন্ত ঃকার্যকারিতার সুবাদে ডিজিটাল পণ্যের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়। সহজে গ্রহণযোগ্য ও ব্যয়সাশ্রয়ী হওয়ায় এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ উপযোগী। ডিজিটাল পণ্যের উদাহরণ হিসেবে ভারত সরকারের কয়েকটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়া স্ট্যাক ও আধার ব্যবস্থাপনা, ইউনিফায়েড পেমেঃটস ইঃটারফেস (ইউপিআই) এবং ন্যাশনাল হেল্‌থ স্ট্যাক। অনুরূপ ডিজিটাল জন পরিকাঠামোর প্রয়োগ কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে পারে, এর মাধ্যমে সুস্থিতভাবে কৃষিক্ষেত্রের উপাদনশীলতা বাড়তে পারে। সময়মাফিক পরামর্শদান, ইঃটারনেট অফ থিংস, কৃত্রিম মেধা এবং রিমোট সেনসিং-এর মতো পরিষেবাগুলি ডিজিটাল পরিকাঠামোকে মজবুত করবে এবং কৃষিক্ষেত্রে ডিজিটাল বিভাজন কমিয়ে আনবে। যথাযথ অর্থের যোগান ও অন্যান্য সম্পদ নাগালের মধ্যে পেলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরাও অন্যদের সমতুল হয়ে উঠবেন। তাঁদের প্রতিযোগিতায় টঁকে থাকার ক্ষমতা বাড়বে, কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে এবং তাঁরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করবেন। কৃষিক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশনের সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে এমন নীতি প্রণয়ন করতে হবে, যা কৃষিক্ষেত্রে তথ্য আদানপ্রদান ও উন্মুক্ততাকে উসাহিত করবে। এই নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যচালিত, বুদ্ধিদীপ্ত এবং গতিশীল পদ্ধতিও থাকতে হবে। পদ্ধতিগুলি এমন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হতে হবে, যাতে তা খামার থেকে খাবার ঘর পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি সব পক্ষকে সংযুক্ত করতে পারে। জি২০ সদস্য দেশগুলি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সক্ষমতা গড়ে তোলার প্রয়াসকে জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর মধ্যে ডিজিটাল সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির প্রসার, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, পারিবারিক কৃষক, মহিলা, যুব ও আদিবাসী সম্প্রদায়, বয়োবৃদ্ধ কৃষক এবং অন্যান্য অনগ্রসর গোষ্ঠীর কাছে এই প্রযুক্তিকে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। আন্ত ঃসীমান্ত এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময়, কৃষিতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং খাদ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী প্রয়াসে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র উভয়ই যুক্ত হলে তা প্রযুক্তিগত ও ডিজিটালভাবে সক্ষম কৃষিখাদ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। এক্ষেত্রে কৃষি-প্রযুক্তি স্টার্ট-আপগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কৃষিমূল্য শৃঙ্খল জুড়ে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, অবাধ ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এই স্টার্ট-আপগুলি তার উদ্ভাবনী ও সাশ্রয়ী সমাধান করতে পারে। অত্যাধুনিক ও উদীয়মান প্রযুক্তিচালিত অবাধ ডিজিটাল নেটওয়ার্কের সম্ভাবনা, আমাদের এক্ষেত্রে নির্ণায়ক পদক্ষেপ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। বহুমাত্রিক, বহুপাক্ষিক ও সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই ডাকে সাড়া দিতে হবে। একমাত্র সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা কৃষিক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশনের রূপান্তরমূলক সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে কৃষকদের জন্য সুস্থিত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্য এবং বৃহত্তর কৃষি বাস্তুতন্ত্র নিশ্চিত করতে পারি। কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং বিশ্বজনীন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই কাজ আমাদের এখনই করতে হবে। ভারত কেবল ডিজিটাল বিপ্লবের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রের রূপান্তরের উপরেই মনোনিবেশ করছে না, বিশ্বমঞ্চে খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলাতেও তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরে ঃদ্র মোদীর সুদক্ষ নির্দেশনায় ভারতের সভাপতিত্বে জি২০ বৈঠকগুলিতে এসংক্রান্ত যে মন্থনের আয়োজন করা হয়েছে, দেশ এবং বিশ্বজুড়ে তা আলোচিত হচ্ছে। জি২০-র একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী দেশের বিভিন্ন শহরে গত কয়েক মাসে কৃষি নিয়ে একগুচ্ছ বৈঠকের আয়োজন করেছে। এইসব বৈঠকে সুস্থিত কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জি২০-র কৃষি সংক্রান্ত কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠকগুলি ছিল ঐতিহাসিক। এই কর্মীগোষ্ঠীর সাফল্য, ২০০-রও বেশি প্রতিনিধির সম্মিলিত উদ্যোগের ফসল। গত কয়েক মাসে তাঁরা ভারতের পরিচ্ছন্নতম শহর ইঃদোর থেকে সুপরিকল্পিত নগর চণ্ডীগড়, পবিত্র শহর বারাণসী থেকে মুক্তোর শহর হায়দ্রাবাদে ঘুরে বৈঠক করেছেন। হায়দ্রাবাদে ১৬-১৭ জুন ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত জি২০ কৃষিমন্ত্রীদের বৈঠক, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনার এক প্রধান মাইলফলক হয়ে উঠেছে। এই সমাবেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্থিতিস্থাপক ও সুস্থিত কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। প্রসঙ্গ ঃঅবিলম্বে কাজে নামার নজিরবিহীন ডাক বৈঠকের পর প্রকাশিত নথিতে খাদ্য ও সারের দামের অস্থিরতা, সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন এবং ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা নিয়ে বিশ্ববাসীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বজনীন খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে একটি প্রাণবন্ত ও নির্ভরযোগ্য সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মানবিক সঙ্কটের সময়ে বিশেষ করে মহিলা ও শিশুকন্যাদের মতো প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির পাশে দাঁড়াতে এই সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক। খাদ্যসম্পদের বহুমুখীকরণ বৈঠকে বহুমুখী পুষ্টিকর খাদ্যের সুস্থিত উপাদনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। খাদ্যশস্যের উন্নয়নে উদ্ভাবনী উদ্যোগকে উসাহিত করে মন্ত্রীরা স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জলবায়ু উপযোগী, এযাব অব্যবহৃত খাদ্যশস্যের দিকে নজর দিতে বলেছেন। কৃষি উপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গবেষণা ও উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পুষ্টি এবং খাদ্যশস্যে পুষ্টিগুণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া মন্ত্রীরা পুষ্টির লক্ষ্যে প্রামাণ্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কথা বলেছেন, বহুমুখী খাদ্যভিত্তি থেকে যাতে পর্যাপ্ত পুষ্টি মেলে তার উপর জোর দিয়েছেন। খাদ্যশস্যে পুষ্টিগুণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকেও স্বাগত জানিয়েছেন তাঁরা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের প্রতি মনোনিবেশ (এসডিজি) সুস্থিত কৃষি, খাদ্য উপাদন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন - বিশেষত ক্ষুধামুক্ত বিশ্বের লক্ষ্য অর্জন (এসডিজি২) যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, মন্ত্রীরা তা উপলব্ধি করেছেন। সাম্প্রতিক অনুমান অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রায় ৬০ কোটি মানুষ অপুষ্টির শিকার হবেন। ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ার সামনে যে বিপুল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এর থেকেই তা স্পষ্ট। এর মোকাবিলায় তাঁরা সুস্থিত খাদ্য উপাদন, মজুতকরণ, বিপণন ও অপচয় হ্রাসে উন্নয়নশীল দেশগুলি সক্ষমতা বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন।

স্বচ্ছতা এবং তথ্য-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৃষি বাজারের স্বচ্ছতা বাড়াতে কৃষি বাজার তথ্য ব্যবস্থা (এগ্রিকালচারাল মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম - এএমআইএস) এবং বিশ্বজনীন কৃষি নজরদারি ব্যবস্থাকে (গ্রুপ অন আর্থ অবজারভেশনস গ্লোবাল এগ্রিকালচারাল মনিটরিং - জিইওজিএলএএম) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। খাদ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তাহীনতা শুধু যে যোগানের অভাবেই হয় না, নাগালের মধ্যে না পাওয়াও যে নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম কারণ, তা স্বীকার করা হয়েছে। প্রভাব এবং ভবিষ্য কর্মপন্থাজি২০ বৈঠকে ভারতের নেতৃত্বে এই আলোচনার মাধ্যমে এমন এক ভিত্তিভূমির সৃষ্টি হল, যার উপর নির্ভর করে খাদ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তাহীনতা ও ক্ষুধা নির্মূল করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উদ্যোগের সূচনা ও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

৫ টাকায় ডিম, ভাত, ডাল সবজি শিলিগুড়িতে মা ক্যান্টিনের উদ্বোধন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ৫ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে ডিম ভাত, ডাল , সবজি। শিলিগুড়িতে আবারো উদ্বোধন হলো মা ক্যান্টিনের।

প্রসঙ্গত শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত গেট বাজারে মা ক্যান্টিনের উদ্বোধন হলো। এর আগেও দুই একটি মা ক্যান্টিনের উদ্বোধন হয়েছে, উল্লেখ্য এনজিপি সহ দুই একটি এলাকায় মা ক্যান্টিনের উদ্বোধন হয়েছে। উপস্থিত হয়েছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়ররঞ্জন সরকার সহ আরো অন্যানরা। ৫ টাকায় প্রতিদিন পাওয়া যাবে ডিম, ভাত, ডাল সবজি। খাবারের গুণগত মান নিয়ে যদি যাতে কোন সন্দেহ না থাকে তার জন্য মেয়র নিজে ও ডেপুটি মেয়র খাবার খান।

দম্পতিকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ বাড়ির সীমানা পাঁচিল দেওয়া চাটাই রাস্তার সামনে পড়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে এক দম্পতিকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী একটি পরিবারের বিরুদ্ধে। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার রথবাড়ি এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই দম্পতিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজে। আক্রান্ত গৃহবধূর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে চিকিৎসকেরা। এই ঘটনায় হামলাকারী প্রসেনজিত মন্ডল , বিনা মণ্ডল সহ তার পরিবারের বিরুদ্ধে মোথাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত দম্পতির নাম কার্তিক মণ্ডল (৪৬) এবং সান্তনা মন্ডল (৩৭)। আক্রান্ত কার্তিক মণ্ডল জানিয়েছেন, এদিন সকালে তাদের বাড়ির সামনে সীমানা পাঁচিল দেওয়া একটি চাটাই রাস্তার ওপর পড়ে যায়। সেই সামান্য অজুহাত নিয়ে প্রতিবেশী অভিযুক্তরা তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসে। সেই চাটাই পড়ে নাকি রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আর এই অজুহাতে ঝগড়া করার সময় অতর্কিতে প্রসেনজিত মন্ডল ও তার পরিবারের লোকেরা হাঁসুয়া নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। তাতেই দুইজন গুরুতর যখন হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে রেল বিভাগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টার এবং জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান কাটিহার ডিভিশনের এডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। সম্প্রতি রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলিতে অপরাধ ও অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এতে অতিস্ট শহরবাসীর একাংশ। এমনকি একই অভিযোগ তুলেছে শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মেয়র গৌতম দেবও। তাই এবার রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলিকে এজেন্সির মাধ্যমে ঠিকাদারদের বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং পুরোনো কোয়ার্টার ভেঙে সেই জায়গায় নতুন কোয়ার্টার তৈরি করা হবে বলে জানান এডিআরএম। পাশাপাশি শহরের অনেক জায়গায় রেলের জমি জবরদখল হয়ে গিয়েছে। সেইসব জমি থেকে জবরদখল মুক্ত করতে রাজ্য সরকার, জেলা পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে ফেরালো বর্ধমান থানা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ছিনতাই করা ১৫ টি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দিল বর্ধমান থানা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিন বর্ধমান শহরের শাঁখারী পুকুর এলাকায় জিলাপি বাগানের বাসিন্দা কলেজ ছাত্রী আঁখি মন্ডল টোটো করে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় এক যুবক বাইক নিয়ে চলন্ত টোটো তে বসে থাকা ওই কলেজ ছাত্রীর হাত থেকে মোবাইলটি ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনায় বর্ধমান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই ছাত্রীর পরিবার। তড়িঘড়ি এই ঘটনার তদন্তের নামে বর্ধমান থানার পুলিশ। ওই এলাকার নিকটবর্তী সিসিটিভি ফুটেজ এবং স্থানীয় মানুষজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বর্ধমানের কাঞ্চননগরের বাসিন্দা রাজেশ রায় নামে এক মোবাইল ছিনতাইকারীর হদিস পায় পুলিশ। এই যুবকের প্রধান কাজ হল রাস্তায় যে সমস্ত মানুষজন কানে ফোন নিয়ে চলাচল করে তাদের হাত থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে চলন্ত বাইকে করে চম্পট দেওয়া। এই মোবাইল ছিনতাইকারী রাজেশ রায় সমস্ত মোবাইল যে ব্যক্তিকে বিক্রি করতো তার নাম বাবলু চৌধুরী তিনি বর্ধমানের বেলকাশের বাসিন্দা। এদের দুজনকেই গ্রেফতার করে তাদের কাছ থেকে ১৫ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে বর্ধমান থানার পুলিশ। তাদেরকে শনিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ। এই বিষয়ে ডিএসপি টু রাকেশ কুমার চৌধুরী জানান, গত ৫ সেপ্টেম্বর একটি অভিযোগ জমা পড়ে বর্ধমান থানায়, বর্ধমান শহরের বিবেকানন্দ কলেজ মোড়ের কাছে এক কলেজ ছাত্রীর মোবাইল ছিনতাই হয়। সেই ঘটনার তদন্ত নেমে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ স্থানীয় মানুষজনদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রধান অভিযুক্ত মোবাইল ছিনতাইকারী বর্ধমান শহরের কাঞ্চননগরের বাসিন্দা রাজেশ রায় এবং এই সমস্ত মোবাইলগুলি যাকে বিক্রি করতো বেলকাশের বাসিন্দা বাবলু চৌধুরী এই দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে ১৫ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। এদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেলও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দুজনকে বর্ধমান আদালতে পাঠিয়ে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে। এই চক্রের সাথে আর কারা কারা জড়িত পরবর্তী সময়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন রাকেশবাবু।

আসন্ন উৎসবের মরশুমে আতশবাজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন উৎসবের মরশুমে আতশবাজি নিয়ে যাতে কোনরকম কোন দুর্ঘটনা না ঘটে এই বিষয়ক

একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। শনিবার কোচবিহার লেন্স ডাউন হলে এই কর্মশালার সূচনা করেন কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান। তিনি বলেন, সম্প্রতি আতশবাজি নিয়ে রাজ্যে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু দুর্ঘটনা প্রশাসনকে নাড়া দিয়েছে। তাই রাজ্য সরকারের নির্দেশে আসন্ন উৎসবের মরশুম দুর্গাপুজো, কালী পূজো, রাস মেলা, এবং ছট পূজা তে অনলাইনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আতশবাজি তৈরি এবং মজুদ রাখার অনুমতি দেবে জেলা প্রশাসন। প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে ৬০০ কেজির বেশি আতশবাজি মজুত রাখা যাবে না। জেলাশাসক জানান, আজকের এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কোচবিহারের পাঁচটি মহকুমার মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, জেলা পুলিশ আধিকারিক সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত রয়েছেন। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত আরো একটি প্রশিক্ষণ সোমবার দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

চোর বলে সতীর্থদের কটাক্ষ করলেন বিজেপির হিরণ চট্টোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ সাংসদ দেব, নুসরত জাহান থেকে সায়নী ঘোষের মতো সতীর্থদের চোর, দুর্নীতিগ্রস্থ বলে কটাক্ষ করলেন খড়গপুরের বিজেপি বিধায়ক, অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধায়কে অশিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী বলতেও ছাড়েননি তিনি। দুদিন ধরে বীরভূম লোকসভার দুবরাজপুর থেকে সিউড়ি, রামপুরহাট, নলহাটির বিভিন্ন জায়গায় সভা করছেন তারকা বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার রাত্রে সভা করেন রামপুরহাট শিবতলা পাড়ায়। সেখানে তাকে তরবারি উপহার দেন দলীয় কর্মীরা। সেই উপহার পেয়ে হিরণ বলেন, আত্মরক্ষার্থে তরবারির প্রয়োজন রয়েছে। শনিবার সকালে তারাপীঠ মন্দিরে মা তারার পুজো দেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়। পুজো দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হিরণ বলেন, দুঃখের বিষয় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের আগে সকলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি থাকে। যে মুহূর্তে তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে তৃণমূল তাদের একটা ভ্যাক্সিন দেয়। সেই ভ্যাক্সিনটার নাম চোর এবং দুর্নীতি ভ্যাক্সিন। জারাই তৃণমূলে যোগদান করবেন সে দীপক অধিকারী (দেব) থেকে নুসরত জাহান, সায়নী ঘস্রা লালার তাকা নিচ্ছে, নয়তো গরু পাচারের টাকা নিচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ভ্যাক্সিন নেওয়া মাত্র তারা সব চোর হয়ে যান। দুর্ভাগ্য পশ্চিমবঙ্গের নামীদামী ব্যক্তি, অভিনেতারা তৃণমূলে নাম লিখিয়ে চোর হয়ে যান। যারা অসৎ সঙ্গে যাবেন তাদের সর্বনাশ হবেই। তাদের মা তারাও বাঁচাতে পারবে না। তারাপীঠে পুজো দিয়ে হিরণ সোজা চলে যান নলহাটিতে। সেখানে দলীয় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অশিক্ষিতা বলে বসেন। তিনি বলেন, আমরা মা তারার কাছে আশীর্বাদ চাইব যে পশ্চিমবঙ্গের যে অনাচার, অত্যাচার মাননীয়া অশিক্ষিতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়ের কৃপায় মা- বোনেদের হত্যা, ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচতে বিজেপির সুশাসন প্রতিষ্ঠা করুন। এবং পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা করুন। প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে হিরণ বলেন, জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীকে হঠাতে কয়েকটি টুকরো টুকরো দল একত্রিত হয়েছে। তাদের একমাত্র কাজ ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করা। ভয় পেয়ে ২৮ টি দলের ৬৪ জন নেতা জোট বেঁধেছে। সে জোটে রয়েছে জেল খাটা লালু প্রসাদ যাদব, আপনাদের বীরভূমের বাঘ এখন তিহার জেলে রয়েছেন। এরাই আবার দুর্নীতিমুক্ত, দারিদ্রমুক্ত দেশ গড়ার ডাক দিচ্ছেন। এদের মুখে এসব মানায় না। নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের প্রসাদপুর গ্রামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ শতাব্দী রায়কেও কটাক্ষ করেন। বলেন, উনি ১৫ বছর ধরে এখানে সাংসদ রয়েছেন। কলকাতায় বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে থাকেন। এখানে যখন আসেন তখন কালো চশমা পরে আসেন। কারন খালি চোখে তিনি গরিবদের দুর্দশা দেখতে চান না। একজন গরিব মানুষ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি চাইতে গেলে তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়। তাই সুদিন ফেরাতে বীরভূম থেকে এবার বিজেপিকে জয়যুক্ত করুন।

সাংবাদিক গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পথে নামলো আইজেএ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ আক্রান্ত হলে কিম্বা রাস্ট্রের ষড়যন্ত্রের শিকার হলে তার বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার হয়েছে ভারতের শতাব্দি প্রাচীন সাংবাদিক সংগঠন ইন্ডিয়ান জার্ণালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমান শাখা ইউনিট। এবারেও তার অন্যথা হল না। রাজ্যের একটি দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক দেবমাল্য বাগচিকে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করল ইন্ডিয়ান জার্ণালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের বর্ধমান শাখা ইউনিটের সদস্যরা। বর্ধমানের প্রাণকেন্দ্র কার্জন গেট চত্বরে ওই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। ওই প্রতিবাদ সভায় সাংবাদিক ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিজীবিরাও সামিল হয়েছিলেন। এক মহিলাকে কটুক্তি করার অভিযোগে খড়্গপুরে কর্মরত দৈনিক পত্রিকার ওই সাংবাদিককে বুধবার রাতে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও চোলাই মদের রমরমা কারবারের বিরুদ্ধে ওই সাংবাদিক পরপর খবর করেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই সাজানো কেস দিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ওই সাংবাদিককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে কলকাতা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকেও। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষনও করে কলকাতা প্রেস ক্লাব। অন্যায়ভাবে তাকে গ্রেপ্তারের জন্যই সোচ্চার হয় আইজেএ র পূর্ব বর্ধমান শাখা। এদিনের প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রবীন রাজনীতিবিদ তথা বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক কাশিনাথ গাঙ্গুলি, আইজীবি কমল দত্ত ও সঞ্জয় ঘোষ, নাট্যব্যাক্তিত্ব উদয় শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বাচিক শিল্পী শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী, বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত আইজেএর কর্মসমিতির সদস্য তারক নাথ রায়, সংগঠনের বর্ধমান শাখার সভাপতি স্বপন মুখার্জী, সম্পাদক অরুপ লাহা, এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার পার্থ চৌধুরী, রাজ্য কমিটির সদস্য জগন্নাথ ভৌমিক, আমিনুর রহমান সহ বর্ধমানের প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ। আইজেএ -র পক্ষ থেকে জগন্নাথ ভৌমিক, পার্থ চৌধুরী সহ অন্যান্যরা অন্যায়ভাবে এই গ্রেপ্তারির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। এর পাশাপাশি গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের কন্ঠরোধ করার যতবার চেষ্টা হবে ততবারই সর্বস্তরে এর প্রতিবাদ করতে আইজেএ পথে নামবে বলে হুঁশিয়ারী দেন তারা।

পৃথক রাজ্যের দাবিতে আবারও আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন কেএলও নেতা জীবনসিং

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ পৃথক রাজ্যের দাবিতে ফের একবার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন কেএলও নেতা জীবনসিং। কামতাপুরি মানুষদের বঞ্চনার উপর ভারত সরকারের বঞ্চনার কথা তুলে ধরে একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেছেন কেএলও নেতা জীবনসিং। সেই ভিডিও বার্তা বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। জীবন সিং তার ভিডিও বার্তায় গ্রেটার কোচবিহার বা কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি তার ভিডিও বার্তায় বলেন, পাঞ্জাবিদের জন্য যদি আলাদা রাজ্য হতে পারে, বিহারীদের জন্য যদি আলাদা হতে পারে, বাঙালিদের জন্য যদি আলাদা রাজ্য হতে পারে তাহলে কামতাপুরী মানুষদের জন্য আলাদা রাজ্য হবে না কেন। ভারত সরকারের সঙ্গে কোচবিহারের রাজার এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী কোচবিহার একটি 'গ' শ্রেণীর রাজ্য। কামতাপুরের মানুষ বা গ্রেটার কোচবিহারের মানুষ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি বলেন ভারত স্বাধীন হওয়ার ৭৬ বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই মানুষগুলোর

সঙ্গে বঞ্চনা করছে।বাঙালিদের বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে, পাঞ্জাবিদের পাঞ্জাবি ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। তাহলে কামতাপুরীরা কি অপরাধ করেছে? জীবন সিং এর এই ভিডিও বার্তায় ফের একবার কোচবিহারে পৃথক রাজ্যের ইস্যুকে উসকে দেওয়ায় বর্তমানে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সামনে লোকসভা নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই জীবন সিং এর এই ভিডিও বার্তা বলে জল্পনা রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, জীবন সিং বরাবরই বিজেপির মাউথপিস হয়ে কথা বলছে। ধুপগুড়ি উপনির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের পর একটি অস্থিরতা তৈরি করতে পুনরায় এই পৃথক রাজ্যের ইসুকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে জীবন সিং এর মাধ্যমে। বিজেপি জীবন সিংয়ের মতো লোকদের নিয়ে যত বেশি এই ধরনের কাজ করবে তাদের তত বেশি ভরাডুবি হবে। জীবনসিং কি বলল কি না বলল তা নিয়ে মানুষ ভাবিতো নয়। মানুষ উন্নয়ন চায় তাই মানুষ উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে রয়েছে।

কুলিক পক্ষীনিবাসে শুরু হল পাখি গণনা

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার থেকে শুরু হল রায়গঞ্জ ফরেস্ট ডিভিশনের কুলিক পক্ষীনিবাসের পাখি গণনার কাজ। রবিবার পর্যন্ত এই গণনা চলবে। এদিন সকাল ৭ টা থেকে পাখি গণনা শুরু হয়। পশু ও পাখিপ্রেমী সংস্থার পাশাপাশি প্রকৃতিপ্রেমী সংস্থার সদস্যরা বনবিভাগের কর্মীদের সঙ্গে গণনার কাজে অংশ নেন। কুলিক পখিরালয় এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম। এখানে ওপেন বিল স্টক, নাইট হেরন, কর্মোরেন্ট, এগরেটের মতো পরিযায়ী পাখিরা মূলত প্রজননের সময় ভিন দেশ থেকে উড়ে এসে বাসা বানায়। বাচ্চা পাখিগুলি উড়তে শিখে গেলে পরিযায়ীর দল আবারও উড়ে চলে যায় দূরদেশে। গত দুই বছর করোনার কারণে রেকর্ড সংখ্যক পাখি এসেছিল পাখিরালয়ে। এই আবহে শনিবার শুরু হল রায়গঞ্জ ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির কুলিক পক্ষীনিবাসের পাখি গণনার কাজ। গণনার কাজে অংশ নিয়েছে প্রায় ১০ টির বেশি সংগঠন। গণনার কাজে উৎসাহ দিতে তাদের পাশে ছিলেন রেঞ্জার প্রমিকা লামা ও অন্যান্য কর্মীরা। এবছর এগরেট পাখির দল মে মাসের শুরুতেই আসতে শুরু করে। মরশুমের শুরুতেই এভাবে পরিযায়ী পাখি ও পর্যটকের ভিড় বাড়তে থাকায় সব রেকর্ড ভেঙে যাবে বলে আশাবাদী রেঞ্জার প্রমিকা লামা। তিনি জানান, দু'দিন পাখি গণনা চলবে। আশা করা হচ্ছে, এবার পাখির সংখ্যা বাড়বে। এবছর এগরেট, কর্মোরেন্ট পাখির সংখ্যা ভালোই আছে। জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা রেকর্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল। সে বছর ৯৮,৫৬২টি পাখি কুলিক পক্ষীনিবাসে এসেছিল। যদিও গত বছর ২০১৯ সালে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কিছুটা কমে গিয়ে হয় ৯৩,০৮৮টি। ২০২০ ও ২০২১ সালে করোনা আবহ থাকায় পাখিপ্রেমীরা ভেবেছিল পরিযায়ীদের ওপর বড় প্রভাব পড়বে। কিন্তু তার উলটোচিত্র দেখা যায়। ২০২০ সালে ৯৯,৬৩১ এবং ২০২১ সালে ৯৮,৭৩৯ পাখি পাখিরালয়ে এসেছিল। ২০২২ সালে এসেছিল ৯৯, ৩৯৩টি পাখি।

মালদা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে সাঁতার প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সন্তরণ বিভাগের উদ্যোগে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন। শনিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুইমিংপুলে ৩৪ তম বাৎসরিক সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৭৫ টি ইভেন্টে মোট ২৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতায়। উপস্থিত ছিলেন, মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক তথা ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী কমিটির সদস্য দুলাল সরকার, সন্তরণ বিভাগের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত সাহা সহ অন্যান্য ক্রীড়া প্রেমীরা। এক দিবসীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয় এদিন ।

প্রায় এক কেজি ব্রাউন সুগার সহ দুই পাচারকারী গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ প্রায় এক কেজি ব্রাউন সুগার সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করল মালদা সি আই ডির বিশেষ দল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার দক্ষিণ রায়পুর এলাকায় হানা দেয় সিআইডির বিশেষ দল। গ্রেফতার করা হয় কালিয়াচকের বাসিন্দা সাফিকুল শেখ এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা জেনারুল হককে। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় প্রায় এক কেজি বেআইনি ব্রাউন সুগার। আজ তাদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

তারাপীঠে থাকবে দমকল গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ তারাপীঠে সর্বক্ষণের জন্য একটি দমকলের গাড়ি থাকবে। জেলা শাসক জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তারাপীঠে অত্যাধুনিক দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। শনিবার তারাপীঠে পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। এদিন দুপুরে মা তারার পুজো দেন সুজিত বসু। ছুটির দিন হওয়ায় তারাপীঠে পুজো দিতে এসেছেন বলে জানান তিনি। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নে তিনি বলেন, নলহাটি, মুরারই এবং লাভপুরে দমকল কেন্দ্র হবে। দুবরাজপুরে কাজ শুরু হয়েছে। তারাপীঠে জমি পাওয়া গেলে স্থায়ী দমকল কেন্দ্র গড়া হবে। এই মুহূর্তে একটি গাড়ি সর্বক্ষণের জন্য রাখা হবে। রামপুরহাটে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে গজিয়ে ওঠা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে নির্মান করা উচিত। যদি কেউ নিয়ম না মানেন তাহলে দুর্ঘটনার দায় তাদের নিতে হবে। ধূপগুড়ি বিধানসভায় জয় প্রসঙ্গে সুজিতবাবু বলেন, মানুষ উন্নয়নের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এখানে কেউ বলতে পারবে না ভোট দিতে পারেননি। জেনে রাখুন বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধায়ের বিকল্প কেউ নেই। দেশেও তাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য কাজ করেন। তাই তো আমরা ২১৫ আসন পেয়েছিলাম। মানুষকে আমরা বিশ্বাস করি। মানুষই শেষ কথা বলেন।

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে রিপোর্ট জমার নির্দেশ জাতীয় পরিবেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলতাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়া স্টেশন লাগোয়া এলাকায় খাবারের দোকান ও হোটেলের বর্জ্য থেকে গঙ্গায় যে দূষণ ছড়াচ্ছে তা নিয়ে করা মামলায় জাতীয় পরিবেশ আদালত রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত- র করা এক মামলার জেরে ওই এলাকায়. কতগুলি হোটেল এবং খাবারের দোকান থেকে নির্গত বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্টের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে চার সপ্তাহের মধ্যে জমা দেওয়া রিপোর্টে সেই কথা উল্লেখ করতে হবে বলে বলা হযেছে। পাশাপাশি কারা পরিবেশ বিধি মানছে না এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমোদন নেই রিপোর্টে সেই কথাও উল্লেখ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। আগামী ১০ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানি।

বেহাল অবস্থা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের, হেলদোল নেই প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ বেহাল অবস্থা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের, হেলদোল নেই প্রশাসনের। এমনই চিত্র ধরা পড়লো উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া দলুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। জানা যায় প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গেটেই এক হাঁটু জল জমে বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সমস্যায় পড়তে হচ্ছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসা রোগীদের। রোগীরা জল জমা দেখে আবার ঘুরে চলে যাচ্ছেন। এই ছবি দেখা যাচ্ছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া দলুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। তবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিক সূত্রে জানা গেছে তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কে বিষয়টি জানিয়েছেন, খুব দ্রুত সমস্যা সমাধান চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ডুয়ার্সের ট্রেনরুটে হাতি ও বন্যপ্রানীর মৃত্যু ঠেকাতে ডি আর এম অফিসে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ডুয়ার্সের ট্রেনরুটে হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রানীর মৃত্যু ঠেকাতে শনিবার আলিপুরদুয়ার ডি আর এম

অফিসে ফরেস্ট ও রেলের উচ্চপর্যায়ের একটি সমনবয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডি আর এম অমরজিত গৌতম, পিসিসি এফ ওয়াইল্ড লাইফ উজ্বল ঘোষ সহ রেল ও ফরেস্টের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরা। দীর্ঘক্ষন এই বৈঠক চলে। পরে ডি আর এম অমরজিত গৌতম ও পিসিসিএফ ওয়াইল্ড লাইফ উজ্বল ঘোষ সাংবাদিক দের জানান, ফরেস্ট ও রেল যৌথ মিটিং হল। শিলিগুড়ির সেভক থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত ১৬৩ কিলোমিটার ট্রেন রুটে যাতে বন্যজন্তু মারা না যায় সেদিকে দেখা হবে। এই ব্যাপারে আই ডি এস সিষ্টেম সারাভারতের মধ্যে এখানে কাজ করছে। কতটা ভালোভাবে কাজ করছে। আর এই সিষ্টেম আর কোথায় লাগু করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা হল। এ ছাড়া এটি নিয়ে ফরেস্ট ও রেলের মধ্যে একটি কমিটি করা হয়েছে। ওই কমিটি এসব দেখবে। এছাড়া রেলের কন্ট্রোল রুমে ফরেস্টের কর্মী সব সময়ের জন্য রাখা হবে।তাতে রেল ও বনের সমন্বয় হবে। এর আগে ট্রেনে কাটা পড়ে অনেক হাতির মৃত্যু হয়েছে। সেই সংখ্যা গত ২০ বছরে ১০০ - র কাছাকাছি। যদিও গত তিন বছরে এই সংখ্যা টা কমেছে। গত তিন বছরে মাত্র ২ টি ঘটনা ঘটেছে।রেল ও বন দফতর আশাবাদি নতুন সিষ্টেম ফলপ্রসূ হবে। এবং বন্যপ্রানী মৃত্যু রোধ হবে।

মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে অনুষ্ঠিত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ দ্বারা আয়োজিত মহিলা নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের

খেলা আজ অনুষ্ঠিত হলো । শনিবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অনেকে। প্রসঙ্গত শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম অন্যতম ফুটবল ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। অতীতে এই কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে একাধিক শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হযেছে। এই মাঠে প্রচুর আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলার তাদের খেলা দেখিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য এই ধরনের মহিলাদের ফুটবল প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে মহিলা ফুটবলের উন্নতির পথপ্রদর্শক। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে গ্যালারিতে বসে খেলা দেখতে দেখা যায়। আজ খেলা দেখতে মাঠে প্রচুর দর্শক মন্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

PUNISOLE GRAM PANCHAYAT

VILL+P.O. PUNISOLE, BLOCK-ONDA, DIST.-BANKURA

NIeT No:-02/PGP/2023-24 Dated:-04.09.2023

Last date of submission-on or before 15/09/2023 (up to 06.00 PM). Date of Opening-18/09/2023 (From 11.00 Noon). (For viewing Tender:- www.wbtenders.gov.in)

Sd/- Pradhan
Punisole Gram Panchayat

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 455/PWD/ROAD/BMC, Dated: 09.09.2023
(ii) NIT No. 456/PWD/ROAD/BMC, Dated: 09.09.2023
(iii) NIT No. 457/PWD/ROAD/BMC, Dated: 09.09.2023

e-Tender has been invited for Repairing and renovation of bituminous road at different locations within ward no. 1, 2, 3, 28, Sec-I, II, III under BMC.
For details, please follow **Tender Id (i) 2023_MAD_566509_1 (ii) 2023_MAD_566524_1 to 4 (iii) 2023_MAD_566555_1 and 2 in www.wbtenders.gov.in** Office Notice Board. **Last date of Bid submission - (i) 23/09/2023 up to 3.00 p.m. (ii) and (iii) 30/09/2023 up to 3.00p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

নিভিকা ফ্যাশন লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এএ-৪৭, সল্ট লেক সিটি, সেক-১, ব্লক-এএ, কলকাতা-৭০০০৬৪
কর্পোরেট অফিসঃ হরিহর করপোরেশান, এ-১২, গালা নং.১০১১, মানকোলি রোড, দাপোদা, ভিওান্ডি, মহারাষ্ট্র-৪২১৩০২
ইমেল আই ডিঃ btsyndicateltd1983@gmail.com

৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (এজিএম)

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM) এর মাধ্যমে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং প্রণীত বিধিগুলির বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, এজিএম-এর নোটিশ এবং এর ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিতে নির্ধারিত ব্যবসাগুলিকে লেনদেন করতে এর অধীনে এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫
সার্কুলার নং ১৪ / ২০২০, ১৭/ ২০২০ এবং ২০/ ২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এবং ৫ মে, ২০২০ এবং সার্কুলার নং ০২ / ২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলার কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা যথাক্রমে সময়ে জারি করা। SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIRP/ 2020/ 79 ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড দ্বারা জারি করা। সদস্যরা ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (ওএভিএম) এর মাধ্যমে আসন্ন এজিএমে অংশ নিতে এবং অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবেন এবং প্রক্সি নিয়োগের সুবিধা উপলব্ধ হবে না। ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (ওএভিএম) এর মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।
২. ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ৪০ টি এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশের বৈদ্যুতিন কপিগুলি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (গুলি) সাথে নিবন্ধিত। সদস্যদের উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে উল্লিখিত নথিগুলির প্রকৃত কপিগুলি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে যারা কোম্পানির কাছে উল্লিখিত নথিগুলির জন্য তাদের অনুরোধ জমা দেবেন। ৪০ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণ ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
৩. ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর কাট-অফ তারিখ অনুসারে শারীরিক আকারে বা ডিমেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের মাধ্যমে ৪০ তম এজিএম-এর নোটিশে বর্ণিত সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসায় (এস) ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের সিস্টেম (''এনএসডিএল'') এজিএম (''রিমোট ই- ভোটিং'') এর স্থান ব্যতীত অন্য জায়গা থেকে। সকল সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যেঃ
ক) ৪০ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সাধারণ এবং বিশেষ রেজোলিউশনগুলি ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে।
খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯টায় ভারতীয় সময়।
গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং শেষ হবে শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫ টায় ভারতীয় সময়।
ঘ) ইলেকট্রনিক উপায়ে বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ / রেকর্ড তারিখ হল শনিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
ঙ) যে ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং ৪০তম এজিএমের নোটিশ পাঠানোর পরে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন তিনি দূরবর্তী ই-এর জন্য সদস্যদের নির্দেশে দেওয়া প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে পারেন - লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরির জন্য ৪০ তম এজিএম-এর নোটিশের অংশ হচ্ছে ভোট দেওয়া এবং সাধারণ সভায় যোগদানের জন্য।
চ) সদস্যরা লক্ষ্য করতে পারেন যে ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি NSDL দ্বারা ভোটদানের জন্য উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্য দ্বারা রেজোলিউশনে ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না খ) যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না গ) ই- ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা যারা আগে ভোট দেননি তাদের জন্য এজিএম চলাকালীন উপলব্ধ করা হবে এবং ঘ) একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে শুধুমাত্র কাটঅফ তারিখে তিনি সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন দূরবর্তী ই-ভোটিং এর সুবিধা এবং সেইসাথে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে এজিএম এ ভোট প্রদান।
ছ) কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল দেখতে পারেন www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে অথবা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুনঃ ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২- ২৪৯৯ ৭০০০।
৪. কোম্পানিটি একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি যাচাই-বাছাই করার জন্য, মেসার্স জেমিন মোদি অ্যান্ড কো, কোম্পানি সেক্রেটারিদের স্বত্বাধিকারী মিঃ জেমিন মোদি (এফসিএস ৪৪২৪৮) কে নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিং ফলাফল / স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট উল্লিখিত বার্ষিক সাধারণ সভা সমাপ্তির ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উপলব্ধ করা হবে।
৫. কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার রবিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (উভয়দিনই অন্তর্ভুক্ত)

নিভিকা ফ্যাশনস লিমিটেডের বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বা / - ভাবিন শান্তিলাল জৈন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00741604

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বুট দিয়ে গোলকিপারের মুখে আঘাত করে নিষিদ্ধ রোনাল্ডো

ব্রাতিস্লাভা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ আল নাসরের হয়ে দুর্দান্ত ছন্দে থেকে পর্তুগাল দলে যোগ দিয়েছিলেন রোনাল্ডো। স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ম্যাচেও শুরু থেকে মাঠে ছিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। ম্যাচে অবশ্য পর্তুগালকে ভালোই চ্যালেঞ্জের মুখে রেখেছিল স্লোভাকরা। একাধিকবার পর্তুগিজ রক্ষণের পরীক্ষাও নিয়েছে তারা। কিন্তু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ভাঙতে পারেনি পর্তুগালের রক্ষণ। নিজেদের ফিনিশিং দুর্বলতার কারণেও বেশ ভুগতে হয়েছে দলটিকে। অন্য দিকে পর্তুগাল শুরুতে একটু নড়বড়ে থাকলেও পরে নিজেদের ঠিকই গুছিয়ে নেয়। ব্রুনো ফার্নান্দেজের অসাধারণ এক ফিনিশিংয়ে গোলও পেয়ে যায় তারা। সেই গোলে চড়েই পূর্ণ ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে পর্তুগাল। কিন্তু জয়ের রাতেও অস্বস্তি থেকে গেল পর্তুগাল শিবিরে। সেই অস্বস্তি আবার রোনাল্ডোকে ঘিরেই। ম্যাচের ৬২ মিনিটের সময় প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের মুখে বুট দিয়ে আঘাত করে হলুদ কার্ড দেখেন রোনাল্ডো। ডান প্রান্ত দিয়ে আসা বলটি সুবিধাজনক জায়গাতেই পেয়েছিলেন আল নাসর তারকা। কিন্তু প্রথম শটটিতে ঠিকঠাক সংযোগ ঘটাতে ব্যর্থ হন 'সিআর সেভেন'। এরপর এগিয়ে গিয়ে চেয়েছিলেন স্লাইড করে বল জালে জড়াতে। কিন্তু এবারও বলে সংযোগ ঘটাতে পারেননি, উল্টো রোনাল্ডোর বুট সরাসরি গিয়ে আঘাত করে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের মুখে। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের প্রতিবাদের মুখে রেফারি তাঁকে হলুদ কার্ডও দেখান। এর আগে পতুর্গালের হয়ে সর্বশেষ ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখেছিলেন রোনাল্ডো। আইসল্যান্ডের বিপক্ষে সেই ম্যাচে ৮৩ মিনিটে কার্ডের খড়্গ নামে রোনাল্ডোর ওপর। আর পরপর দুই ম্যাচে হলুদ কার্ড এখন এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞায় পড়লেন রোনাল্ডো। ফলে আগামী মঙ্গলবার

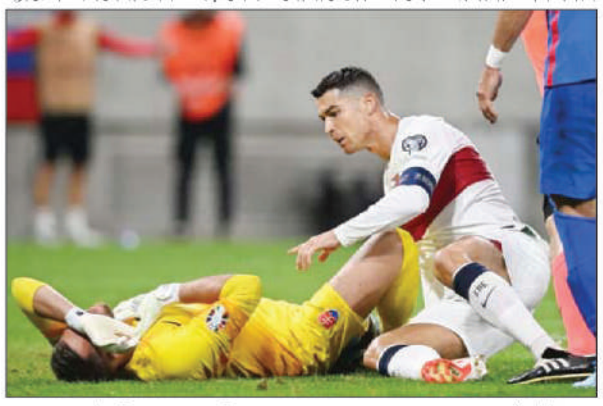

লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে ম্যাচটিতে খেলা হবে না রোনাল্ডোর। এই উইঙ্গার না থাকায় ম্যাচের আগে একটু স্বস্তির নিশ্বাসই হয়তো ফেলবে লুক্সেমবার্গ, যাদের বিপক্ষে রোনাল্ডো এখন পর্যন্ত ১১ ম্যাচে করেছেন ১১ গোল। এমনকি সর্বশেষ গত মার্চে ৬-০ গোলে জেতা ম্যাচে জোড়া গোল করেছিলেন প্রাক্তন এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। হলুদ কার্ড কিংবা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে রোনাল্ডো অবশ্য বিচলিত নন। ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দলের জয়ে উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করেছেন এই মহাতারকা। রোনাল্ডো লিখেছেন, 'কঠিন ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ একটি জয় এল। আমরা এখনো অজেয়। এগিয়ে চলো পর্তুগাল।' এই জয়ের ফলে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা পর্তুগাল ৫ ম্যাচের প্রতিটিতেই জিতেছে। এমনকি এই ৫ ম্যাচে ১৫ গোল করার বিপরীতে কোনও গোল হজম করেনি তারা। অন্য দিকে পর্তুগালের কাছে হারলেও লুক্সেমবার্গের সমান ১০ পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে ২ নম্বরে আছে স্লোভাকিয়া।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টপ অর্ডারের এই হাল কেন?

কারণ জানালেন শুভমন গিল

কলম্বো, ৯ সেপ্টেম্বরঃ এক বার নয়, বারবার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় টপ অর্ডারে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবেই। এ বারের এশিয়া কাপে এখনও অবধি একবারই মুখোমুখি হয়েছে দু-দল। প্রথম ম্যাচটি যদিও সম্পূর্ণ হয়নি। ভারতীয় ইনিংস শেষেই বৃষ্টি। তবে ভারতীয় ইনিংস প্রবল চাপে পড়েছিল। টপ অর্ডারে শুভমন গিল, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার- তারকা ক্রিকেটারদের কেউই ভরসা দিতে পারেননি। রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর), ফের এশিয়া কাপে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। সুপার সান ডে-তে সুপার ফোরের ম্যাচে মুখোমুখি দু-দল। সুপার ফোরে প্রথম ম্যাচে জিতেছে পাকিস্তান। এই পর্বে ভারতের প্রথম ম্যাচ। গত কয়েক দিন পাকিস্তান ম্যাচের প্রস্তুতি

সেরেছে ভারতীয় দল। আজও শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। এ বার ম্যাচে পারফরম্যান্সের পালা। পাকিস্তান পেস-ত্রয়ীর জন্য কতটা প্রস্তুত ভারতীয় টপ অর্ডার? বার বার এই ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করলেন তরুণ ওপেনার শুভমন গিল। বলছেন, ''পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা নিয়মিত খেলার সুযোগ পাই না। অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে যেমন প্রায় নিয়মিতই খেলে থাকি। অন্যান্য প্রতিপক্ষর বোলিং লাইন আক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যত নিয়মিত ব্যবধানে খেলার সুবাদে তাঁদের সম্পর্কে অনেকটাই জানা। পাকিস্তানের বোলিং আক্রমণ খুবই ভালো। ওদের বিরুদ্ধে নিয়মিত না খেলাটাই বিরাট পার্থক্য গড়ে দেয়। বড় মঞ্চে যা খুবই বড় পার্থক্য হয়ে দাঁড়ায়।'' ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ। ভরসা বলতে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের টুর্নামেন্ট এশিয়া কাপ এবং আইসিসি ইভেন্ট। টেস্টে দীর্ঘ সময় মুখোমুখি হয়নি দু-দল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দুটো সংস্করণ হয়ে গেলেও পাকিস্তান ফাইনালে পৌঁছতে পারেনি। তা না হলে মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ভরসা এখন এশিয়া কাপ, বিশ্বকাপ।

লঙ্কান তরুণ ক্রিকেটারদের টিপস দিলেন কোহলি, পেলেন বিশেষ উপহার

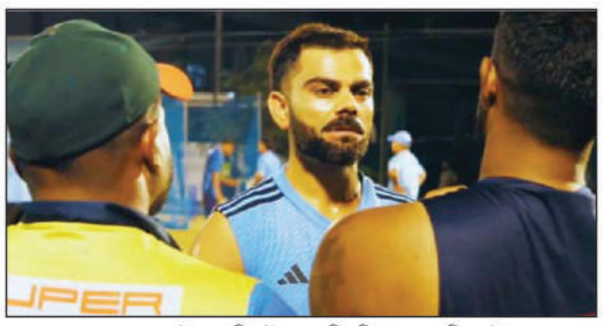

কলম্বো, ৯ সেপ্টেম্বরঃ বিরাট কোহলি বিশ্বমানের ক্রিকেটার। এ কথা একাধিক কিংবদন্তি বার বার বলেছেন। তাঁর থেকে ক্রিকেট টিপস পাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন দেশ-বিদেশের তরুণ ক্রিকেটাররা। কোহলি অনেক তরুণ ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণাও। আইপিএলের সময় একাধিক ম্যাচে দেখা গিয়েছে, খেলা শুরুর আগে কিংবা পরে সুযোগ পেলেই তরুণ ক্রিকেটাররা ঘিরে ধরেন কোহলিকে। চলে কিং কোহলির ক্লাস। এখন শ্রীলঙ্কায় রয়েছেন বিরাট কোহলি। এশিয়া কাপে তিনি ব্যস্ত। আগামিকাল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সুপার ফোরের ম্যাচ। তার আগে অনুশীলেন ফাঁকে কোহলিকে দেখা গেল শ্রীলঙ্কার তরুণ ক্রিকেটারদের টিপস দিতে। পরে কোহলি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের থেকে পান বিশেষ উপহারও। বিসিসিআই সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছে। যেখানে দেখা যায় কলম্বোতে অনুশীলনের ফাঁকে কোহলি শ্রীলঙ্কার তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলছেন। বিরাটকে লঙ্কান ক্রিকেটারদের বলতে শোনা যায় সঠিক অনুশীলন, ফিটনেস ধরে রাখতে হবে। কোহলিকে দেখে ও তাঁর থেকে ক্রিকেটের টিপস পেয়ে আপ্লুত শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের শেয়ার করা ভিডিয়োটির শেষে দেখা যায়, শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা কোহলিকে সম্মান জানাতে তাঁর হাতে একটি স্মারক তুলে দেন। সেই স্মারকে ছিল একটি রুপোলি ব্যাট।

ভারতের থেকে আমরা এগিয়ে থাকব, বললেন বাবর আজম

কলম্বো, ৯ সেপ্টেম্বরঃ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে গ্রুপ লিগের প্রথম ম্যাচ। রবিবারের মহারণ ঘিরে তাই উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তানের সুপার ফোরের ম্যাচ বৃষ্টির কবলে পড়তে পারে, এমন আশঙ্কা করে এই ম্যাচের জন্য রিজার্ভ ডেও রাখা হয়েছে। রোহিত শর্মার টিম আগের ম্যাচে বেশ চাপে পড়েছিল পাকিস্তানি বোলারদের সামলাতে। এ বারও তাই করে দেখাতে চাইছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি, হ্যারিস রউফরা। ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে ভারতীয় টিমে হয়তো ফিরতে চলেছেন লোকেশ রাহুল। মাঠের বাইরের আলোচনা যাই হোক না, মাঠে নামার আগে কিন্তু হুঙ্কার দিয়ে রাখছেন পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন বাবর আজম। কেন ভারতের বিরুদ্ধে নিজের টিমকে এগিয়ে রাখছেন বাবর আজম? তার কারণই হল শ্রীলঙ্কার মাঠ ও পরিবেশ। গত কয়েক বছরে বাবরের টিমের অধিকাংশ ক্রিকেটার শ্রীলঙ্কায় খেলেছেন। টেস্ট সিরিজ থেকে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ- ঘনঘন শ্রীলঙ্কায় খেলার অভিজ্ঞতার কারণেই পরিবেশ ও মাঠের চরিত্র সম্পর্ক অনেক বেশি ওয়াকিবহাল বাবররা। ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামার চব্বিশ ঘণ্টা আগে বাবর বলে দিচ্ছেন, ''পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে আমরা অনেক বেশি খেলেছি। সে দিক থেকে দেখলে কিন্তু ভারতের থেকে আমরা একটু এগিয়েই থাকব। শ্রীলঙ্কায় আমরা গত দু'মাস ধরে টানা খেলছি। টেস্ট খেলেছি, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়ান সিরিজের পর আবার লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে খেলেছি। এই কারণগুলোর জন্য বলতে পারছি, আমরা ভারতের বিরুদ্ধে একটু এগিয়ে থেকেই নামব।''

ভারতই সহায়! বিশ্বকাপের হাত ধরে বাঁচার রসদ খুঁজছে পাকিস্তান

করাচি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ আর্থিক ভাবে ধুঁকছে দেশ। বিশ্বকাপের হাত ধরে কি ঘুরে দাঁড়াবে? বছরখানেক আগে শ্রীলঙ্কা পড়েছিল তীব্র আর্থিক সঙ্কটে। এশিয়া কাপ, ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের মধ্যে দিয়ে খানিকটা উতড়ে গিয়েছিল তারা। খেলা যে প্রাণ দেয়, প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও তাই হতে পারে। দেশের চরম আর্থিক অনটনের প্রভাব পড়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডেও। সময়ে সময়ে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের দাবি যে কারণে তুলে ধরা হয় ওই দেশ থেকে। এ বারও ভারতই সহায় হতে পারে পাকিস্তানের। ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ বাবর আজমদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট হতে চলেছে। পাকিস্তান এমনিতে দারুণ খেলছে। সেই ধারা বজার রেখে যদি চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারে, তা হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও পাল্টে যেতে পারে। এমনই করছেন শোয়েব আখতারের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার। কী বলছেন তিনি? শোয়েব বলেছেন, ''ভারতের মাটিতে পাকিস্তান বিশ্বকাপ জিতুক, আমি এই প্রার্থনা করছি। তার কারণই হল, দেশ হিসেবে পাকিস্তান চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই বিশ্বকাপটা যদি জিততে পারে পাকিস্তান, দেশ হয়তো নতুন করে আলোয় ফিরতে পারে। পাকিস্তানের কাছে এই বিশ্বকাপ আরও একটা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভারতে হচ্ছে টুর্নামেন্টটা। আমি ভুল হতে পারে, কিন্তু মনে হচ্ছে এ বারের বিশ্বকাপ ফাইনালটা ভারত-পাকিস্তানের হতে চলেছে। আর পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন হবে।'' পাকিস্তানের পেস ব্যাটারিতে মুগ্ধ শোয়েব। তাঁর কথায়, ''পাকিস্তানের এখনকার পেস অ্যাটাক আমাকে অতীত মনে করিয়ে দিচ্ছে। ওয়াসিম আক্রম আর ওয়াকার ইউনিসের সময়কার পাকিস্তান যেন। শাহিন, রউফরা যে ভাবে বল করছে, দেখে সত্যিই মুগ্ধ হচ্ছি। শানিন ওর কেরিয়ারের সেরা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। রউফ উইকেট শিকারি মনোভাব নিয়ে এগোচ্ছে। শুধু নাসিমের ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ, ও যেন আরও বেশি উইকেট নেওয়ার চেষ্টা করে।''

প্রয়োজন ফুরোল? দেশে ফিরলেন সঞ্জু

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ রবিবার এশিয়া কাপে আবার মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। গ্রুপ পর্বে ভারত-পাক ম্যাচ হয়েছিল নিস্ফলা। এ বার সুপার ফোর পর্বে ভারত-পাক ম্যাচের দিকে তাঁকিয়ে দুই দেশের ক্রিকেট প্রেমীরা। সূত্রের খবর, মেগা ম্যাচের আগে ভারতে ফেরত পাঠানো হল সঞ্জু স্যামসনকে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে একদিকে সঞ্জু ভারতে ফিরলেন, অন্যদিকে

লোকেশ রাহুল দলে যোগ দিলেন। চলতি এশিয়া কাপে ভারতীয় টিমের সঙ্গে স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটার হিসেবে শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন সঞ্জু স্যামসন। কিন্তু এশিয়া কাপে খেলার সৌভাগ্য হল না তাঁর। এশিয়া কাপের জন্য ১৭ সদস্যের ভারতীয় টিমের সঙ্গে রিজার্ভ ক্রিকেটার হিসেবে সফর করছিলেন সঞ্জু স্যামসন। সংবাদসংস্থা এএনআইকে বিসিসিআইয়ের এক সূত্র জানিয়েছে, লোকেশ রাহুল দলে যোগ দেওয়ার পর সঞ্জু স্যামসনকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে।

ফাইনালে হারলেও বোপান্নাকে কুর্নিশ!

নিউ ইয়র্ক, ৯ সেপ্টেম্বরঃ ১০৯ বছর পর ইতিহাস ইউএস ওপেনে। টানা তিনবার ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হল কোনও টিম। রাজীব রাম, জো সেলিবারির ফ্লাশিং মিডোয় ঐতিহাস খেতাব জেতা নিয়ে যত না কথা, তার থেকে অনেক বেশি আলোচনায় রোহন বোপান্না। ৪৩ বছর বয়সে কোনও গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে ওঠা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু ইউএস ওপেনের ফাইনালে ভারতীয় টেনিস তারকা যা করেছেন, আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়াম কুর্নিশ করেছে তাঁকে। জেতার জন্য মরিয়া সবাই হন। এক-একটা পয়েন্টের খিদে তাড়িয়ে বেড়ায় প্লেয়ারকে। কিন্তু জেতার আগ্রাসন রেখেও কেউ কেউ

স্পোর্টসম্যানশিপ জলাঞ্জলি দেন না। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি থেকে শুরু সব খেলাতেই এমন ভুরিভুরি উদাহরণ। সেই তালিকায় উজ্জ্বল নাম রোহন বোপান্না। ফ্লাশিং মিডোয় কী করলেন তিনি? তিন সেটের ম্যাচে ৬-২, ৩-৬, ৪-৬ হেরেছেন বোপান্না ও তাঁর পার্টনার ম্যাথেউ এবডেন। অল্পের জন্য ইউএস ওপেনের খেতাব হারাতে হয়েছে তাঁদের। তৃতীয় সেটে যখন মরিয়া ম্যাচ এক-একটা পয়েন্টের জন্য ঝাঁপিয়েছেন বোপান্না-এবডেন, তখনই ঘটে সেই ঘটনা। ২-৪ পিছিয়ে ছিলেন তাঁরা। ০-১৫ গেম থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। এমন সময় এবডেনের ক্রসকোর্ট ফোরহ্যান্ড আছড়ে পড়ে প্রতিপক্ষের ডিউসকোর্টে। নিশ্চিত পয়েন্ট। চেয়ার আম্পায়ার বোপান্না-এবডেনকে পয়েন্ট দিয়েওছিলেন। কিন্তু তখনই হাত তোলেন বোপান্না। চেয়ার আম্পারকে অবাক করে দিয়ে বলেন, শটটা তাঁর কনুই ছুঁয়ে গিয়েছে। পয়েন্টটা রাজীব রামদের প্রাপ্য, তাঁদের নয়। এতটাই সূক্ষ্ম ছোঁয়া ছিল যে, কেউই বুঝতে পারেননি। বোপান্নার এই খেলোয়াড়চিত মনোভাবকে দুই প্রতিপক্ষ তো বটেই সারা গ্যালারি কুর্নিশ করেছে। ওই গেমটা জিতেছিলেন বোপান্নারা। কিন্তু সেটটা হেরে বসেন তাঁরা। ফাইনালও। চ্যাম্পিয়ন হলেও রাজীব রাম অভিভূত হয়ে গিয়েছেন বোপান্নার ওই ঘটনায়। পরে বলেওছেন, ''বোপান্না কোর্টে যা করেছে, সত্যিই অভাবনীয় একটা ব্যাপার। আমরা তখন খানিকটা হলেও এগিয়ে। ২০-২৫ বছর টেনিস খেলছি, কখনও এমনটা ঘটতে দেখিনি। বিশেষ করে ওই রকম একটা কঠিন মুহূর্তে কেউ যে এমন করতে পারে, বোপান্নাকে না দেখলে বিশ্বাস হত না। আমরা জানতামই না এবডেনের শটটা বোপান্নার কনুই ছুঁয়ে এসেছে। এই ছোট্ট ঘটনা থেকে বোঝা যায়, প্লেয়ার হিসেবে ও কেমন। এই বয়সে ও গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনাল খেলছে। সত্যিই ওর জন্য ভালো লাগছে। বোপান্না আমাদের সবার অনুপ্রেরণা।''

একুশের বদলা কি তেইশে? ইউএস ওপেন ফাইনালে জকোভিচ বনাম মেদভেদেভ

নিউ ইয়র্ক, ৯ সেপ্টেম্বরঃ কানায় কানায় পূর্ণ ছিল আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়াম। আমেরিকার বেন শেল্টনকে হারিয়ে ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠলেন নোভাক জকোভিচ। এই নিয়ে দশম বার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে জোকার। ফ্লাশিং মিডোয় জকোভিচ জিতলে চতুর্থ বার বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম জিতবেন। এ বারের ইউএস ওপেনের ফাইনাল যেন হতে চলেছে ২০২১ এর ফাইনালের রিপ্লে। কারণ, জকোভিচ ফাইনালে খেলবেন রাশিয়ান টেনিস তারকা দানিল মেদভেদেভের বিরুদ্ধে। গত বারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজকে হারিয়ে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন এ বারের ইউএস ওপেনের ফাইনালে। এই নিয়ে তৃতীয় বার ফ্লাশিং মিডোয় ফাইনালে উঠলেন রুশ টেনিস স্টার দানিল মেদভেদেভ। ২০১৯ সালে এক মরসুমে চারটে গ্র্যান্ড স্লাম জেতার বিরল রেকর্ডের সামনে ছিলেন নোভাক জকোভিচ। কিন্তু

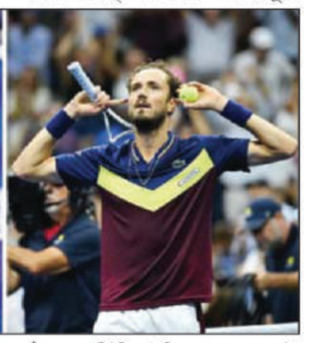

জোকারকে সেই রেকর্ড গড়তে দেননি মেদভেদেভ। বছর দুয়েক আগে ইউএস ওপেনের ফাইনালে জকোভিচকে হারিয়েছেন দানিল। এ বার তাই সার্বিয়ান টেনিস তারকার সামনে থাকছে সেই হারের বদলা নেওয়ার সুযোগ। সেমিফাইনালে আমেরিকার বেন শেল্টনের বিরুদ্ধে প্রথম দু'টি সেট সহজেই জেতেন জকোভিচ। তৃতীয় সেটে অবশ্য ঘুরে দাঁড়ান মার্কিনি টেনিস তারকা। এই সেট গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে অবশ্য ঠাণ্ডা মাথায় ম্যাচ বের করে নেন জকোভিচ। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-২, ৭-৬ (৭-৪)। অন্যদিকে অপর সেমিফাইনালে গত বারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ ও দানিল মেদভেদেভের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। চার সেটের লড়াইয়ে শেষ হাসি ফোটে ২৭ বছর বয়সী মেদভেদেভের মুখে। টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই আলকারাজের বিরুদ্ধে দানিলের ম্যাচের প্রথম সেটই গড়ায় টাইব্রেকারে। তাতে মেদভেদেভ জেতেন ৭-৩ ব্যবধানে। দ্বিতীয় সেটে আলকারাজকে দাঁড়াতেই দেনন রুশ তারকা। তৃতীয় সেটে আবার রুখে দাঁড়ান তরুণ স্পেনের প্লেয়ার। কিন্তু চতুর্থ সেটে আর মেদভেদেভের বিরুদ্ধে পেরে ওঠেননি আলকারাজ। ফলে ফাইনালের টিকিট পেয়ে যান রুশ তারকা মেদভেদেভ। ম্যাচের ফল ৭-৬ (৭-৩), ৬-১, ৩-৬, ৬-৩। এ বার ১১ সেপ্টেম্বর আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছেন নোভাক জকোভিচ ও দানিল মেদভেদেভ।

ব্রাজিলের গোল-চূড়ায় উঠে নেইমার বললেন, 'আমি পেলের চেয়ে ভালো নই'

পারা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ আজকের আগে নেইমার যখন সর্বশেষ ব্রাজিলের জার্সি গায়ে তুলেছিলেন, সেটি ছিল দেশটির জন্য বেদনাদায়ক এক দিন। নেইমারের গোলে এগিয়ে গিয়েও সেদিন শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিল ব্রাজিল। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে সেই হারের পর আর মাঠে নামা হয়নি নেইমারের। যে কারণে পেলের রেকর্ডটিও ছাড়িয়ে যাওয়া হয়নি। ফুটবলের 'রাজা'কে ছুঁতে নেইমারকে অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে পাক্কা ৯ মাস। অবশেষে আজ বলিভিয়ার বিপক্ষে আবার মাঠে নেমেছেন নেইমার। শুরুটা হয়েছিল যাচ্ছেতাই। পেনাল্টি মিস করে ম্যাচের শুরুতে পেলেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নষ্ট করেন। কিন্তু দিনটাকে শেষ পর্যন্ত নিজেরই করে নিয়েছেন এই ফরোয়ার্ড। ৬১ মিনিটে গোল করে ছাড়িয়ে যান পেলেকে। পরে অতিরিক্ত সময়ে আরও এক গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে নেন আল হিলাল তারকা। ব্রাজিলের ৫-১ গোলের জয়ে ২ গোলের পাশাপাশি গোলও করিয়েছেন। সব মিলিয়ে নেইমার এখন ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা। ১২৫ ম্যাচে তাঁর গোলসংখ্যা ৭৯। আজকের আগেপর্যন্ত ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটি পেলের দখলে (৯২ ম্যাচে ৭৭ গোল) ছিল। ম্যাচ শেষে পেলেকে ছাড়িয়ে

যাওয়ায় নেইমারকে সম্মানিত করেছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। তাঁর হাতে স্মারক এবং ৭৯ লেখা জার্সি তুলে দেওয়া হয়। এরপর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে নেইমার নিজের রেকর্ড নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি গোল করে পেলের চেয়ে ভালো খেলোয়াড় হয়ে গেছেন বলে মনে করেন না এই ফরোয়ার্ড। অন্যদিকে, যাঁর পাসে নেইমার রেকর্ডটি গড়েছেন, সেই রদ্রিগোও নেইমারের মাইলফলকের গোলে 'অ্যাসিস্ট' করতে পেরে নিজের উচ্ছ্বাসের কথা জানিয়েছেন। পেলেকে ছাড়িয়ে গিয়ে উচ্ছ্বসিত নেইমার বলেছেন, ''আমি খুবই আনন্দিত। কখনো কল্পনা করিনি, এই রেকর্ড আমার হবে। তবে আমি রেকর্ডটি নিজের করেছি। পেলেকে অতিক্রম করেছি মানে এই নয় যে আমি তাঁর চেয়ে বা জাতীয় দলের অন্য কোনও খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি ভালো। আমি সব সময় চেয়েছি ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসে এবং ব্রাজিল দলে নিজের নামটা লিখে রাখতে। আজ আমি সেটা করেছি। আমার পরিবার এবং যেসব বন্ধু এখানে আছেন, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা।'' অন্যদিকে, নিজেদের আদর্শ নেইমারকে রেকর্ড গড়া গোলে সহায়তা করার উচ্ছ্বাস যেন বাঁধ মানছে না রদ্রিগোর, ''অবিশ্বাস্য রাত! পারার (ব্রাজিলিয়ান শহর) দর্শকদের ধন্যবাদ, আপনারা অনেক ভালোবাসা দেখিয়েছেন। আপনার বিশেষ কিছুই ছিলেন। দলের জয়ের জন্য খুবই আনন্দিত। পাশাপাশি নিজের আদর্শ নেইমারকে জাতীয় দলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া গোলটিতে অ্যাসিস্ট করতে পেরেও দারুণ খুশি!'' ৫-১ গোলের দারুণ জয়ের পর নেইমারকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন কোচ ফার্নান্দো দিনিজ। এমনকি তিনি জবাব দিয়েছেন নেইমারের ক্লাব আল হিলালের কোচ হোর্হে জেসুসকেও। নেইমারকে দলে রাখায় সমালোচনা করেছিলেন জেসুস, ''আমি জানি না কেন চোটাক্রান্ত খেলোয়াড়কে ব্রাজিলের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।'' নাম উল্লেখ না করে ম্যাচ শেষে তাঁকে জবাব দিয়েছেন দিনিজ, ''এই দলের চেতনার প্রয়োজন আছে। অনেক মানুষ আছে, যারা জানে না নেইমার এখানে কী নিয়ে আসে। এখানে এসে সে কী করতে পারে। সে গোল করে এবং রেকর্ড ভাঙতে পারে। সে দারুণ এক আদর্শ। মানুষকে এটির স্বীকৃতি দিতে হবে এবং মেনে নিতে হবে। মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তাঁকে কোনও কিছু করতে হয় না। সে যে ধরনের প্রতিভা, তাতে এটা স্বাভাবিক।''

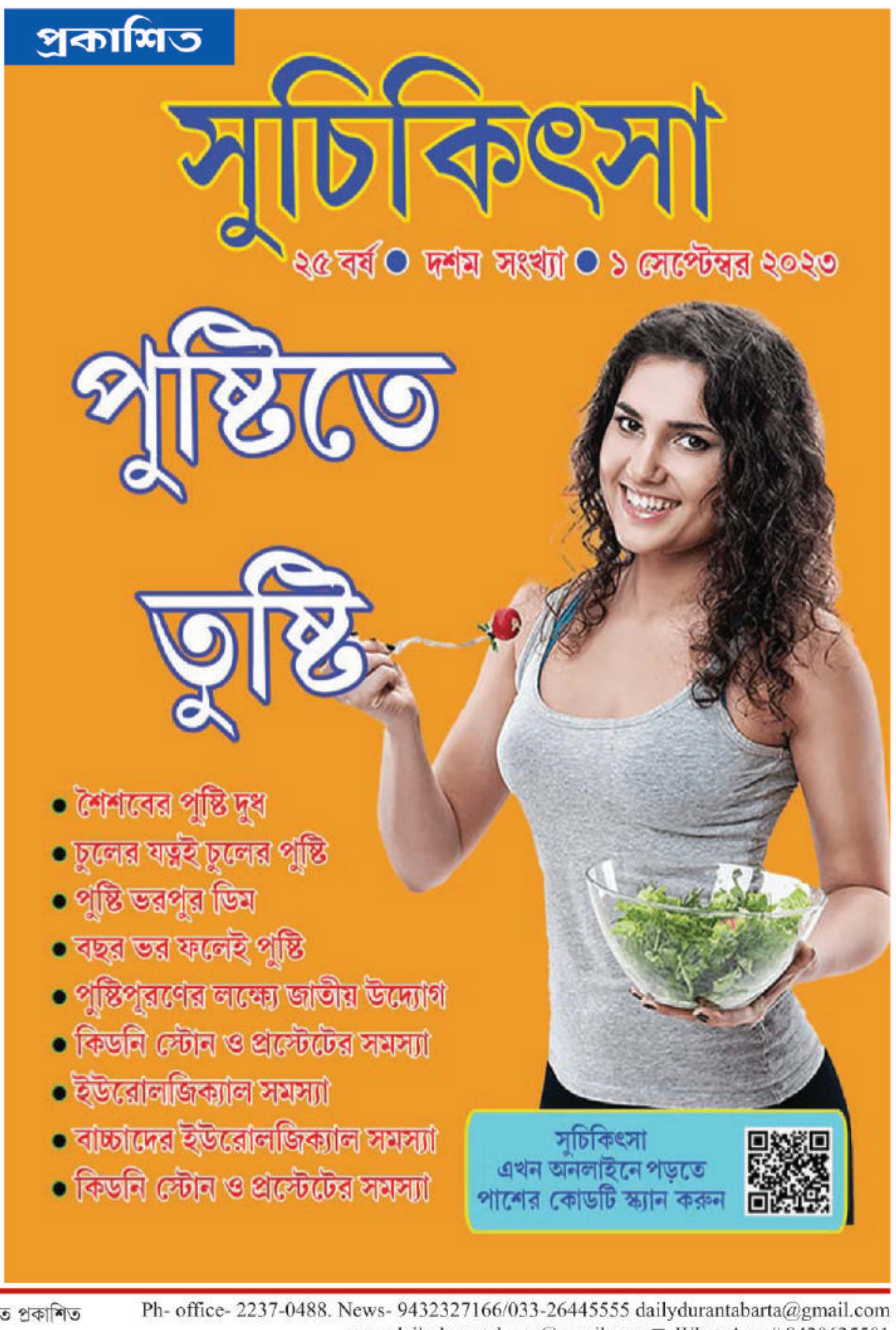

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501